আল-ফিরদাউস
সংবাদ সমগ্র
মে, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

মে, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্রঃ

৩১শে মে, ২০২২

সোমালিয়ায় অপ্রতিরোধ্য আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব

আফ্রিকায় নিয়োজিত পেন্টাগনের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা বুধবার দাবি করছে যে, ২০২০ সালে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে সোমালিয়ায় অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যাহার করা হয়। এর ফলে সোমালিয়ায় আল-কায়েদার অবস্থান অনেকগুণে "শক্তিশালী হয়েছে, আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং আরও সাহসী হয়ে উঠেছে"।

সম্প্রতি ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল স্টিফেন টাউনসেন্ড, স্টুটগার্টে কমান্ডের সদর দফতরে সাংবাদিকদের সাথে একটি বৈঠক করে। এসময় সে দাবি করে যে, সোমালিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর, আশ-শাবাব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুনর্গঠিত হয়েছে, উন্নতি করেছে। হর্ন অফ আফ্রিকা অঞ্চলে এর কার্যক্রম ও ক্ষমতা বাড়িয়েছে। আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত জোটের কিছু উন্নত ঘাঁটি দখল করেছে। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি দেশে ফেরত সেনাদেরকে পুনরায় সোমালিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকান কর্মকর্তারা বলছে যে, এই সিদ্ধান্ত সোমালিয়ায় স্থায়ী উপস্থিতি বজায় রেখে ক্রমবর্ধমান কথিত "সন্ত্রাসী হুমকি" কমানোর একটি পদক্ষেপ। এই সিদ্ধান্তের পরিধির মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি পাল্টাতে প্রায় ৫০০ সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আশ-শাবাবের সামরিক সক্ষমতা বেড়েছে :

মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা মনে করেন, ট্রাম্প-যুগে সোমালিয়ায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তার কারণে জটিল সব হামলা চালানোর সক্ষমতা কয়েকগুণে বেড়েছে আশ-শাবাবের। তাঁরা পূর্বের চাইতে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত। এটি অনুমান করা হয় যে, চলতি বছরের মে মাসে শুরু হওয়া তীব্র সংঘর্ষে আশ-শাবাবের হামলায় জাতিসংঘের কথিত "শান্তিরক্ষী" বাহিনীর অন্তত ৩০ সৈন্য মারা গিয়েছে। একই মাসে রাজধানী মোগাদিশু থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরে আফ্রিকান ইউনিয়নের ফরোয়ার্ড অপারেশন বেস আশ-শাবাব বিজয় করেছিল। এই মাসেই দেশটিতে অনুষ্ঠিত হয় নতুন সরকার নির্বাচন। যখন নির্বাচনের নির্ধারিত দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে, আশ-শাবাব তখন তাদের আক্রমণও জোরদার করে। এরই প্রেক্ষিতে রাজধানীর বিমানবন্দরের কাছে শহিদী হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য নিহত হলেও সরকার মাত্র চারজন নিহত ও সাতজন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে।

মার্কিন জেনারেল টাউনসেন্ড, ফরেন পলিসি এবং স্টুটগার্টে আফ্রিকান কমান্ডের কেলি ব্যারাকের আরেক সাংবাদিকের সাথে একটি সাক্ষাতকারে বলেছে, "সোমালিয়া থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা যে পুনঃনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছি, তা শেষ করার পর থেকে গত ১৬ মাসে আশ-শাবাব আরও শক্তিশালী, বিস্তৃত এবং আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আমরা দেখেছি যে, আমি সেখানে অবস্থান নেওয়ার তিন বছরে গ্রুপটি যেসব হামলা চালাতে সক্ষম হয়নি, এখন তার চাইতেই আরও কঠিন সব অপারেশন পরিচালনা করছে।"

মার্কিন সেনা প্রত্যাহার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে :

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সোমালিয়ার যুদ্ধের ময়দান থেকে মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যাহার সোমালিয় গোলাম সৈন্যদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে সৈন্যরা আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানো তো দূরের কথা, তারা প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারেনি। এতে করে একের পর এক শহর ও ঘাঁটি হারিয়েছে সোমালি গাদ্দার সরকার। যদিও এই সময়ে আফ্রিকান ইউনিয়নের সৈন্যরা গাদ্দার সোমালিয় সৈন্যদের সাহায্য করেছিল, কিন্তু তা আশ-শাবাবকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট নয়। বরং এই সময়েই আফ্রিকান ইউনিয়ন তাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটি আশ-শাবাবের হাতে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু স্থানে তো আশ-শাবাব কোন যুদ্ধ ছাড়াই সামরিক ঘাঁটি ও এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

এবিষয়ে টাউনসেন্ড অস্বীকার করেছে যে, সোমালিয় সামরিক বাহিনী "আগের চেয়ে দুর্বল"। কিন্তু সে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, প্রশিক্ষণ ও মনোবলের জন্য সোমালি সৈন্যদের অংশীদারদের প্রয়োজন, যার ফলে তারা ময়দানে কাজ করতে পারবে।

জেনারেল টাউনসেন্ড আরও স্বীকার করে যে, "সোমালিয় সেনারা মোটেও অগ্রসর হয়নি। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগীদের প্রয়োজন।"

২০২০ সালের জানুয়ারিতে কেনিয়ার 'মান্দি বে' মার্কিন সামরিক বিমানবন্দরে বড় আকারের অভিযান চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এর এক বছর পরে সোমালিয়া থেকে আমেরিকান সৈন্যরা দেশ ছেড়ে পালায়। আঞ্চলিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্পের নির্দেশে সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করার পর আশ-শাবাবের আক্রমণ প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

টাউনসেন্ড নিজের এই পরাজয় ঢাকতে গিয়ে দাবি করে যে, আশ-শাবাবের ক্রমবর্ধমান এই হামলা সত্ত্বেও তারা সোমালিয়ায় নির্বাচন রোধ করতে পারেনি। অথচ সে এটা একেবারেই এড়িয়ে গিয়েছে যে, আশ-শাবাবের হাত থেকে বাঁচতে সরকারি এই নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে একটি সামরিক ঘাঁটির ভিতরে কড়া পাহাড়ার মধ্য দিয়ে। যেখানে ১ কোটি ৬৩ লাখ জনসংখ্যার দেশটির মাত্র কয়েক হাজার লোক এতে অংগ্রহন করেছে। তারপরও মার্কিন এই জেনারেল দাবি করছে আশ-শাবাব নির্বাচন রোধ করতে পারেনি!

আল-কায়েদার সক্রিয় শাখাগুলোর মধ্যে আশ-শাবাব বৃহত্তম :

আশ-শাবাব পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। মার্কিন জেনারেল টাউনসেন্ডের মতে "আল কায়েদার সক্রিয় শাখাগুলির মধ্যে আশ-শাবাব এখন বৃহত্তম, ধনী এবং সবচেয়ে মারাত্মক একটি সামরিক বাহিনী।" দলটি তাঁর নতুন ভিডিওগুলোতে আমেরিকার মাটিতে আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে চলেছে। একইভাবে পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক 'জেএনআইএম'ও আমেরিকা ও ফ্রান্সকে হুমকি দিয়ে আসছে। অন্যদিকে পেন্টাগন মনে করে, এ ধরনের হামলা চালানোর সক্ষমতা এখনো আশ-শাবাবের হয়নি। তবে এটি নিশ্চিত যে, আশ-শাবাব হর্ন অফ আফ্রিকা অঞ্চলে যেকোনো বড় ধরণের অভিযান চালাতে সক্ষম। এর

প্রমাণ তাঁরা ২০১৫ সালে কেনিয়ায় অভিযান শুরু করার মাধ্যমেই দিয়েছেন। যেখানে দেশটির সীমান্তবর্তী অনেক অঞ্চল ও জেলা নিয়ন্ত্রণ করছে আশ-শাবাব। দেশটিতে তাঁরা এমন সব বীরত্বপূর্ণ অপারেশনও পরিচালনা করছেন, যার এক একটিতে শত শত সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

এদিকে মে মাসের শুরুতে আশ-শাবাবের মিডিয়া থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিওটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাকী হামলার মাধ্যমে আক্রমণ (Lone Wolf Attack) এবং সারা বিশ্বে আমেরিকান ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জেএনআইএম ও পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা আশ-শাবাব পশ্চিমা ও ইউরোপীয়দের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে দল দু'টি কুফফার জোটগুলোকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সক্রিয় অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমা ও ইউরোপীয় বিভিন্ন দখলদার কোম্পানি ও কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে শুরু করেছে।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

তথ্যসূত্র:

1. انتخابات الصومال : حيث لا يصوت الشعب
- https://tinyurl.com/5ajra2na

2. US AFRICOM Chief: Al-Shabaab gets ‘bigger, stronger and bolder’
- https://tinyurl.com/mrxbzzvf

সোমালিয়া | রাজধানীতে আশ-শাবাবের সফল হামলায় ২ কর্নেল সহ ১২ সেনা হতাহত

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে কর্নেল পদমর্যাদার ২ কর্মকর্তা সহ কমপক্ষে ১২ সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায়, ৩০ মে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২ এরও বেশি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যার ২টিই চালানো হয়েছে রাজধানী মোগাদিশুতে।

সূত্রটি মতে, রাজধানীতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের প্রথম হামলাটি চালান সীনকাদির এলাকায়। যেখানে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি গাড়ি টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা কর্নেল পদমর্যাদার ২ কর্মকর্তা সহ ৫ সেনা নিহত হয়। একই সাথে আরও ৬ সেনা আহত হয়। যাদের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছে চিকিৎসকরা।

এই হামলার কিছুক্ষণ পরেই রাজধানীর বারাবেহ এলাকায় একটি সফল টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। যাতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর এক কর্মকর্তা নিহত হয়।

এদিন সোমালিয়ার জিয়ু, বানাদির ও শাবেলি রাজ্যে ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং সোমালি সামরিক বাহিনীর ৯টি ঘাঁটিতে একযোগে তীব্র হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ। যাতে শত্রু বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। তবে তার সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান এখনো জানা যায় নি।

ধারণা করা হচ্ছে, আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এসব অভিযানে বহু সংখ্যক কুফফার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

৩০শে মে, ২০২২

সোমালিয়ায় অপ্রতিরোধ্য আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব

আফ্রিকায় নিয়োজিত পেন্টাগনের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা বুধবার দাবি করছে যে, ২০২০ সালে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে সোমালিয়ায় অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যাহার করা হয়। এর ফলে সোমালিয়ায় আল-কায়েদার অবস্থান অনেকগুণে "শক্তিশালী হয়েছে, আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং আরও সাহসী হয়ে উঠেছে"।

সম্প্রতি ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল স্টিফেন টাউনসেন্ড, স্টুটগার্টে কমান্ডের সদর দফতরে সাংবাদিকদের সাথে একটি বৈঠক করে। এসময় সে দাবি করে যে, সোমালিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর, আশ-শাবাব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুনর্গঠিত হয়েছে, উন্নতি করেছে। হর্ন অফ আফ্রিকা অঞ্চলে এর কার্যক্ষম ক্ষমতা বাড়িয়েছে। আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত জোটের কিছু উন্নত ঘাঁটি দখল করেছে। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি দেশে ফেরত সেনাদেরকে পুনরায় সোমালিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকান কর্মকর্তারা বলছে যে, এই সিদ্ধান্ত সোমালিয়ায় স্থায়ী উপস্থিতি বজায় রেখে ক্রমবর্ধমান কথিত "সন্ত্রাসী" হুমকি কমানোর একটি পদক্ষেপ।

এই সিদ্ধান্তের পরিধির মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি পাল্টাতে প্রায় ৫০০ সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আশ-শাবাবের সামরিক সক্ষমতা বেড়েছে:

মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা মনে করেন, ট্রাম্প যুগে সোমালিয়ায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তার কারণে জটিল সব হামলা চালানোর সক্ষমতা কয়েকগুণে বেড়েছে আশ-শাবাবের। তাঁরা পূর্বের চাইতে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত। এটি অনুমান করা হয় যে, চলতি বছরের মে মাসে শুরু হওয়া তীব্র সংঘর্ষে আশ-শাবাবের হামলায় জাতিসংঘের কথিত "শান্তিরক্ষী" বাহিনীর অন্তত ৩০ সৈন্য মারা গিয়েছে। একই মাসে রাজধানী মোগাদিশু থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরে আফ্রিকান ইউনিয়নের ফরোয়ার্ড অপারেশন বেস আশ-শাবাব বিজয় করেছিল। এই মাসেই দেশটিতে অনুষ্ঠিত হয় নতুন সরকার নির্বাচন। যখন নির্বাচনের নির্ধারিত দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে তখন আশ-শাবাব তাদের আক্রমণও জোরদার করে। এরই প্রেক্ষিতে রাজধানীর বিমানবন্দরের কাছে শহিদী হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য নিহত হলেও সরকার মাত্র চারজন নিহত ও সাতজন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে।

মার্কিন জেনারেল টাউনসেন্ড, ফরেন পলিসি এবং স্টুটগার্টে আফ্রিকান কমান্ডের কেলি ব্যারাকের আরেক সাংবাদিকের সাথে একটি সাক্ষাতকারে বলেছে,"সোমালিয়া থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা যে পুনঃনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছি তা শেষ করার পর থেকে গত ১৬ মাসে, আশ-শাবাব আরও শক্তিশালী, বিস্তৃত এবং আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আমরা দেখেছি যে, আমি সেখানে অবস্থান নেওয়ার তিন বছরে গ্রুপটি যেসব হামলা চালাতে সক্ষম হয়নি, এখন তার চাইতেই আরও কঠিন সব অপারেশন পরিচালনা করছে।"

মার্কিন সেনা প্রত্যাহার পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছে:

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সোমালিয়ার যুদ্ধের ময়দান থেকে মার্কিন সৈন্যদের প্রত্যাহার সোমালিয় গোলাম সৈন্যদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে সৈন্যরা আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানো তো দূরের কথা তারা প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারেনি। এতে করে একের পর এক শহর ও ঘাঁটি হারিয়েছে সোমালি গাদ্দার সরকার। যদিও এই সময়ে আফ্রিকান ইউনিয়নের সৈন্যরা গাদ্দার সোমালিয় সৈন্যদের সাহায্য করেছিল, কিন্তু তা আশ-শাবাবকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট নয়। বরং এই সময়েই আফ্রিকান ইউনিয়ন তাদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘাঁটি আশ-শাবাবের হাতে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু স্থানে তো আশ-শাবাব কোন যুদ্ধ ছাড়াই সামরিক ঘাঁটি ও এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

এবিষয়ে টাউনসেন্ড অস্বীকার করেছে যে, সোমালিয় সামরিক বাহিনী "আগের চেয়ে দুর্বল"। কিন্তু সে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, প্রশিক্ষণ ও মনোবলের জন্য সোমালি সৈন্যদের অংশীদারদের প্রয়োজন, যার ফলে তারা ময়দানে কাজ করতে পারবে।

জেনারেল টাউনসেন্ড আরও স্বীকার করে যে, "সোমালিয় সেনারা মোটেও অগ্রসর হয়নি। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগীদের প্রয়োজন'।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে কেনিয়ার 'মান্দি বে' মার্কিন সামরিক বিমানবন্দরে বড় আকারের অভিযান চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এর এক বছর পরে সোমালিয়া থেকে আমেরিকান সৈন্যরা দেশ ছেড়ে পালায়। আঞ্চলিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্পের নির্দেশে সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করার পর আশ-শাবাবের আক্রমণ প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

টাউনসেন্ড নিজের এই পরাজয় ঢাকতে গিয়ে দাবি করে যে, আশ-শাবাবের ক্রমবর্ধমান এই হামলা সত্ত্বেও তারা সোমালিয়ায় নির্বাচন রোধ করতে পারেনি। অথচ সে এটা একেবারেই এড়িয়ে গিয়েছে যে, আশ-শাবাবের হাত থেকে বাঁচতে সরকারি এই নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে একটি সামরিক ঘাঁটির ভিতরে কড়া পাহাড়ার মধ্য দিয়ে। যেখানে ১ কোটি ৬৩ লাখ জনসংখ্যার দেশটির মাত্র কয়েক হাজার লোক এতে অংগ্রহন করেছে। তারপরও মার্কিন এই জেনারেল দাবি করছে আশ-শাবাব নির্বাচন রোধ করতে পারেনি!

আল-কায়েদার সক্রিয় শাখাগুলোর মধ্যে আশ-শাবাব বৃহত্তম:

আশ-শাবাব পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। মার্কিন জেনারেল টাউনসেন্ডের মতে "আল কায়েদার সক্রিয় শাখাগুলির মধ্যে আশ-শাবাব এখন বৃহত্তম, ধনী এবং সবচেয়ে মারাত্মক একটি সামরিক বাহিনী"। দলটি তাঁর নতুন ভিডিওগুলোতে আমেরিকার মাটিতে আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে চলেছে। একইভাবে পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক 'জেএনআইএম'ও আমেরিকা ও ফ্রান্সকে হুমকি দিয়ে আসছে। অন্যদিকে পেন্টাগন মনে করে, এ ধরনের হামলা চালানোর সক্ষমতা এখনো আশ-শাবাবের হয়নি। তবে এটি নিশ্চিত যে, আশ-শাবাব হর্ন অফ আফ্রিকা অঞ্চলে যেকোনো বড়ধরণের অভিযান চালাতে সক্ষম। এর প্রমাণ তাঁরা ২০১৫ সালে কেনিয়ায় অভিযান শুরু করার মাধ্যমেই দিয়েছেন। যেখানে দেশটির সীমান্তবর্তী অনেক অঞ্চল ও জেলা নিয়ন্ত্রণ করছে আশ-শাবাব। দেশটিতে তাঁরা এমন সব বীরত্বপূর্ণ অপারেশনও পরিচালনা করছেন, যার এক একটিতে শত শত সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

এদিকে মে মাসের শুরুতে আল-শাবাবের মিডিয়া থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিওটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাকী হামলা আক্রমণ (Lone Wolf Attack) এবং সারা বিশ্বে আমেরিকান ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা জেএনআইএম ও পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা আশ-শাবাব পশ্চিমা ও ইউরোপীয়দের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে দল দুটি কুফ্ফার জোটগুলোকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সক্রিয় অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমা ও ইউরোপীয় বিভিন্ন দখলদার কোম্পানি ও কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে শুরু করেছে।

প্রতিবেদক: ত্বহা আলী আদনান

তথ্য সূত্র:

১- انتخابات الصومال : حيث لا يصوت الشعب

https://tinyurl.com/5dy5y2nd

২- US AFRICOM Chief: Al-Shabaab gets ‘bigger, stronger and bolder’ https://tinyurl.com/yzk3yxsb

---

মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নিয়ে ভারতীয় চ্যানেলে কটূক্তি করলো বিজেপি মুখপাত্র

ইসলামবিরোধী ভারতের হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতাসীন দল 'বিজেপির' মুখপাত্র নুপুর বি শর্মা একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামে ইসলাম ধর্ম এবং প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ কে নিয়ে কটূক্তি করেছে। এই ঘটনা কথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে হিন্দুত্ববাদের উগ্র উত্থান ও ইসলাম বিদ্বেষ প্রচারে রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় টিভি চ্যানেল 'টাইমসনাউ' এর এক শোর আলোচনায় উঠে আসে ঐতিহাসিক জ্ঞানভাপি মসজিদ। মসজিদটি ভেঙে হিন্দুদের জন্য একটি মন্দির তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। অথচ ভারতের উত্তর প্রদেশে মুসলমানদের তিনটি ঐতিহাসিক মসজিদের মধ্যে একটি হিসাবে পরিচিত এটি। মসজিদটির রয়েছে চার শতাব্দীর দীর্ঘ এক ইতিহাস। এই মসজিদ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি মুখপাত্র 'নুপুর বি শর্মা' মুসলমানদের অযু এবং হজ নিয়ে উপহাস করে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলের মুখপাত্র এখানেই থেমে থাকেনি, বরং সে মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মিরাজ নিয়ে ঠাট্টা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানবকে নিয়ে প্রকাশ্যে অপমানজনক মন্তব্য করেছে।

এই ঘটনার পর ভারতের নবীপ্রেমী মুসলিমরা শর্মার এই ধরনের উগ্র ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। মুসলিমদের প্রতিবাদের পর দেশটির সুন্নি সংগঠন 'রাজা একাডেমি' শর্মার বিরুদ্ধে আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করে।

ভারতের কসাইখ্যাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেও উগ্র হিন্দুত্ববাদী বক্তব্য এবং মুসলিমবিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার করে আসছে। এমনকি সে একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে গুজরাটে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যায় নেতৃত্বও দিয়েছে। আজ সে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়ে সমগ্র ভারতজুড়ে রাষ্ট্রীয় সাহায্য-সহযোগিতায় প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

অথচ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর প্রশাসন, মিডিয়া ও কথিত বুদ্ধিজীবীরা ভারতে ক্রমবর্ধমান এই ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ভারতীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি বারও নিন্দা জ্ঞাপনের মতো ব্যবস্থাও নেয়নি।

তথ্যসূত্র:

1|BJP’s Nupur Sharma booked for derogatory comments about Prophet Mohammad https://tinyurl.com/tx8jn4xc

2। pic.twitter.com/t1twgLnYwn

মালিতে জাতিসংঘের সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা: ১৪ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে জাতিসংঘের নীল হেলমেটধারী দখলদার সেনাদের ২টি কাফেলায় অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৪ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র মতে, গত ২৮ মে শনিবার সকালে, মালির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিয় আজলাহোক শহর অতিক্রম করছিল দখলদার জাতিসংঘের লজিস্টিক একটি সামরিক কনভয়। যা রাস্তার ধারে পুঁতে রাখা একটি বিস্ফোরক ডিভাইস অতিক্রম করার সময় বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। এতে একটি সাঁজোয়া যান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে বিস্ফোরণের ঘটনায় জাতিসংঘের নীল হেলমেদধারী দখলদার বাহিনীর ৯ সেনা আহত হয়। পরে যাদেরকে চিকিৎসার জন্য কাছের একটি সামরিক চিকিৎসা কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এই হামলার ঘটনার একদিন আগে, অর্থাৎ ২৭ মে শুক্রবার সন্ধ্যায়, দেশটির তিম্বকটু রাজ্যের টোঙ্কা-গুন্ডাম এলাকায় জাতিসংঘের নীল হেলমেটধারি আরও একটি সামরিক কনভয় হামলার শিকার হয়। এখানেও সামরিক কনভয় টার্গেট করে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এরমধ্যমে সাঁজোয়া যানটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ঐদিন জাতিসংঘের আরও ৫ সৈন্য হতাহত হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র মতে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা এই হামলাগুলো চালিয়েছেন। যারা এই অঞ্চলগুলিতে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছেন।

২৯শে মে, ২০২২

আশ-শাবাব 'বৃহত্তর, শক্তিশালী এবং সাহসী' হয়ে উঠেছে: আমেরিকা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় প্রায় দুই দশক ধরে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে আসছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ আশ-শাবাব। বর্তমানে প্রতিরোধ বাহিনীটি রাজধানী মোগাদিশু শত্রু মুক্ত করার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। যা পশ্চিমা শক্তির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

যার ফলশ্রুতিতে গত ২০২০ সালের শেষের দিকে, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আশ-শাবাবের হাত থেকে নিজ দেশের সৈন্যদের বাঁচাতে সোমালিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করে। এদিকে ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তকে আশ-শাবাবের বিজয় এবং আমেরিকার পরাজয় হিসেবেই দেখতে চান, বিশ্লেষক মহল।

সম্প্রতি (বুধবার) আফ্রিকায় ক্রুসেডার মার্কিন দখলদার কমান্ডো বাহিনীর কমান্ডার 'স্টিফেন টাউনসেন্ড' দাবি করে বলেন, সোমালিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ফলে বর্তমানে আশ-শাবাব "বৃহত্তর, শক্তিশালী এবং সাহসী" হয়ে উঠেছে।

তরে মতে, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর ক্ষমতা লোভী নেতাদের ক্ষমতার লড়াই এবং রাজনৈতিক কর্মহীনতার পরিপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে।

যার ফলে পূর্ব আফ্রিকার অঞ্চলগুলোতে বড়ধরণের হামলা চালাতে সক্ষম হচ্ছে আশ-শাবাব। সেই সাথে আফ্রিকান ইউনিয়নের ঘাঁটি গুলিও দখল নিতে সক্ষম হচ্ছেন তাঁরা।

মার্কিন কমান্ডার জানায়, গত ১৬ মাসে আশ-শাবাব আরও বড়, শক্তিশালী এবং সাহসী হয়ে উঠেছে। ফলে আমরা সোমালিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেননা আমরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আশ-শাবাবকে এমন সব আক্রমণ পরিচালনা করতে দেখেছি, যা আমি এখানে থাকা অবস্থায় গত তিন বছরে দেখিনি।

চলতি বছরের মে মাসের প্রথম দিকে, আশ-শাবাব রাজধানী মোগাদিশু থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে শাবেলি রাজ্যের এল-বারাফ শহরে এমনই একটি হামলা চালিয়েছে। যা আফ্রিকান ইউনিয়ন সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। আশ-শাবাব সূত্র প্রাথমিক রিপোর্টে এই হামলায় ১৭৩ দখলদার সৈন্যকে হত্যা করার দাবি করেছে। এরপর তাঁরা বুরুন্ডিয়ান সৈন্যদের মৃতদেহ এবং জব্দ করা সামরিক যানবাহনের ছবি প্রকাশ করেছে।

আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে চলমান এই যুদ্ধে সোমালি সরকারী বাহিনীর অক্ষমতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, আফ্রিকায় নিয়োজিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর শীর্ষ জেনারেল বলেছে "সোমালি সেনারা আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সাহস করছে না"। এখন এই যুদ্ধে তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন"।

২৮শে মে, ২০২২

সোমালিয়ায় আশ-শাবাবের হামলায় কমান্ডার সহ ১৫ গাদ্দার সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমাদের গোলাম সোমালি সামরিক বাহিনীর উপর অর্ধডজন হামলা চালিয়েছে আশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ৪ টিতেই ১৫ এর বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে যে, আজ ২৮ মে শনিবার দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ পর, শাবেলি সুফলা রাজ্যে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যেটি সোমালি প্রশাসনের একটি সামরিক ইউনিটকে টার্গেট করে চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৭ সেনা সদস্য নিহত হয়। এবং অপর এক সেনা গুরুতর আহত হয়।

এদিন সন্ধায় শাবেলি রাজ্যের অপর একটি শহরে এক সামরিক কাফেলায় অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে দুই গোলাম সেনা নিহত হয় এবং অন্যরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। অন্য একটি শহরে এদিন ২টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটেছে। যাতে অন্তত আরও ২ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর নিকটবর্তী এলাকায় একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানো হয়। এতে গাদ্দার সোমালিয় সামরিক বাহিনীর এক কমান্ডার সহ তার ২ দেহরক্ষী গুরুতর আহত হয়।

হামলাগুলো পর আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়া 'শাহাদাহ এজেন্সি' থেকে নিশ্চিত করা হয় যে, সোমালিয়ার জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কর্তৃক বরকতময় এই অভিযানগুলো চালানো হয়েছে।

আফ্রিকায় আল-কায়েদার হাতে দখলদার পশ্চিমা বন্দীদের সংখ্যা বাড়ছে!

সম্প্রতি, পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে অন্তত ৫ পশ্চিমা দখলদারকে বন্দী হয়েছে। আঞ্চলিক সূত্রে বলা হয়েছে, গত দুই মাসে পাঁচ পশ্চিমা নাগরিককে বন্দী করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাদের মধ্যে তিনজন ইতালীয়, একজন পোলিশ এবং একজন আমেরিকান। সূত্রটি জানায় যে, ইতালীয় নাগরিকদের সাথে এক টোগোলিজ নাগরিককেও এই অঞ্চলে বন্দী করা হয়েছে।

- গত এপ্রিলের শুরুতে বুরকিনা ফাঁসোতে আমেরিকান ধর্মপ্রচারক সুয়েলেন টেনিসন'কে বন্দী করে হয়। তাঁর অপরাধ হচ্ছে ধর্ম প্রচারের আড়ালে পশ্চিমাদের হয়ে তথ্য পাচার করা এবং সাধারণ মানুষকে ভুল ও মিথ্যা বলে ধর্মান্তরিত করা।

- একই মাসের (এপ্রিল) শেষের দিকে বুরকিনা ফাঁসোতে এক পোলিশ নাগরিককেও বন্দী করা হয়। সে সেবা সংস্থার আড়ালে তথ্য পাচার করত। এছাড়াও সেবার সুযোগ নিয়ে মানুষের অন্তরে ইসলাম বিদ্বেষ তৈরি করত।

- এমনিভাবে গত ২০ মে দক্ষিণ মালির সিকাসো অঞ্চলে ৩ ইতালীয় এবং এক টোগোলিজকে আটক করা হয়। তবে তাদের বন্দী করার কারণ সম্পর্কে এখনো স্পষ্ট কিছু জানা যায় নি। ধারণা করা হচ্ছে, তারাও এধরণের শাস্তিযোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত।

এদিকে গত এপ্রিলের শুরুতে এক ভারতীয় চিকিৎসককেও এই এলাকায় আটক করেন মুজাহিদগণ। তবে বন্দী করার কিছুদিন পরেই কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে সুস্থ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

আঞ্চলিক সূত্রগুলো উল্লেখ করেছে যে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী জামা'আত নুসরাতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিম দ্বারা আটককৃত পশ্চিমাদের সংখ্যা বর্তমানে দেড় শতাধিক। যাদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে- রোমানিয়ান ইউলিয়ান ঘেরগুট, অস্ট্রেলিয়ান কেন এলিয়ট, আমেরিকান জেফরি উডকে, জার্মান জর্গ ল্যাঞ্জ।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই অঞ্চলে পশ্চিমাদের দালাল বন্দীদের বিনিময়ে নিজ সহযোদ্ধাদের মুক্ত করে থাকেন। সেই সাথে প্রচুর পরিমানে মুক্তিপণও আদায় করেন তাঁরা।

জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে হিন্দুদের সমালোচনা করায় গ্রেপ্তার কাশ্মীরি মুসলিম সমাজকর্মী।

টুইটারে জ্ঞানবাপী মসজিদে শিবলিঙ্গ পাওয়া নিয়ে হিন্দুদের অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে যৌক্তিক জবাব দেওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রখ্যাত সমাজকর্মী ওয়াকার হুসেন ভাট্টিকে গ্রেপ্তার করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ওয়াকারের সেই পোস্টটি দেখার পর বেশ কয়েকজন হিন্দুত্ববাদী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে ট্যাগ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করার আবেদন জানায়।

কিছুদিন পূর্বে হিন্দুত্ববাদীরা দাবি তোলে যে তারা নাকি উত্তর প্রদেশের জ্ঞানবাপী মসজিদে 'শিবলিঙ্গ' পেয়েছে। এই অজুহাতে হিন্দুত্ববাদীরা চায় জ্ঞানবাপী মসজিদটিকে মন্দির বানাতে। হিন্দুত্ববাদীরা মসজিদের যেই অংশটিকে কথিত 'শিবলিঙ্গ' বলে দাবি করছে সেটি মূলত অজুখানায় অবস্থিত পাথরের একটি স্তম্ভ। ওয়াকার সেই স্তম্ভের ছবিটি টুইটারে পোস্ট করে বলেন যে- "গোবর ভক্তরা যেটাকে শিবলিঙ্গ বলে দাবি করছে সেরকম অনেক পাথরের স্তম্ভ আমার এলাকাতেও আছে"। ওয়াকারের এই যুক্তিটিই হিন্দুত্ববাদীদের "অনুভূতিতে" আঘাত করে। এবং তারা জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে আবেদন করে ওয়াকারকে গ্রেপ্তার করার জন্য।

ওয়াকার নিয়মিতভাবে ভারতীয় মিডিয়ার টক-শো গুলোতে জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কে অংশ নেন। কাশ্মীরি মুসলিম বিরোধী প্রচারণার বিরোধিতায় তিনি সবসময় সোচ্চার।

উল্লেখ্য যে, হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করে থাকে। প্রতিনিয়ত মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে থাকে। এমনকি উগ্র বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণেরও হুমকি দিয়ে থাকে। কিন্তু এরপরও কখনও তাদেরকে গ্রেপ্তার হতে হয় না। অথচ হিন্দুদের মিথ্যা দাবির বিরুদ্ধে কথা বললেই গ্রেপ্তার হতে হয় মুসলিমদের।

বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন যে, এমন ধর্মান্ধ একটি জাতির কাছ থেকে মানবতার আশা করাই বৃথা। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের উচিত সকল প্রকার বিদ্বেষ, মতভেদ, দলবল ভুলে গিয়ে ঐক্য স্থাপন করা এবং ধর্মান্ধ এই রাষ্ট্রের নির্যাতিত মুসলিম সম্প্রদায়কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা।

তথ্যসূত্রঃ

Jammu & Kashmir: 'Activist' Waqar Bhatti arrested for derogatory remarks against Hindus over Gyanvapi Shivling- https://tinyurl.com/36xwbxkc

---

২৭শে মে, ২০২২

স্বাধীনতাকামী সংগঠন জেকেএলএফ-এর নেতা ইয়াসিন মালিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

স্বাধীনতাকামী সংগঠন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) নেতা ইয়াসিন মালিককে ভারতীয় বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অর্থায়ন করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী আদালত।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) অভিযোগ করেছে যে মালিক সহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী নেতারা হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। যার কারণে মালিকের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের রচিত আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মালিককে আদালতে নেওয়ার পর তিনি সরাসরি বলেন- "আমি কোনও কিছুর জন্য ভিক্ষা করবো না। এর (মামলার) ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমি আদালতের উপর ছেড়ে দিয়েছি"।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইয়াসিন মালিকের প্রতি হিন্দুত্ববাদী ভারত যে অবিচার করেছে তাতে স্বাধীনতাকামীরা একটুও দমবে না। বরং তাঁরা দখলদার ভারতীয় বাহিনীকে আরও শক্ত ভাবে এর জবাব দিবেন।

উল্লেখ্য যে, কাশ্মীর একটি স্বাধীন দেশ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় বাহিনী বিগত ৭৫ বছর ধরে জোর করে কাশ্মীরকে দখল করে রেখেছে। তারা কাশ্মীরী মুসলিমদের সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করা সহ বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধাপরাধ করে আসছে। যার মধ্যে রয়েছে খুন, গুম, ধর্ষণ, অঙ্গ অপসারণ ব্যবসা, বিচার বহির্ভূত হত্যা, বিচারহীন আটক ইত্যাদি।

তথ্যসূত্রঃ JKLF's Yasin Malik gets life imprisonment in terror funding case- https://tinyurl.com/4syhh7rn

---

হেলিকপ্টার থেকে বুরকিনা সেনাদের উপর আল-কায়েদার হামলায় ৯ সেনা নিহত, বিপুল গনিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে দেশটির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো হেলিকপ্টার থেকে হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৯ মে বুরকিনা ফাসোর মাদজোয়ারিতে, দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেদিন যুদ্ধের ময়দানে প্রথমবারের মতো হেলিকপ্টার থেকে হামলা করতে দেখা যায় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, স্থল পথে ভারী অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াও মুজাহিদগণ সেদিন হেলিকপ্টার থেকে গুলি ও বোমা হামলার পাশাপাশি রকেট হামলাও চালান। এতে সেনবাহিনীর ২টি গাড়ি এবং ১টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। আফ্রিকায় মুজাহিদদের এই ধরনের হামলা একেবারেই বিরল!

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধাদের স্থল ও আকাশ পথের একযোগে পরিচালিত এই অভিযানে বুরকিনান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৯ সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা আহত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। একই সাথে মুজাহিদগণ সেনাদের পলায়নের পর ঘটনাস্থল থেকে ৫টি গাড়ি, ১টি সাঁজোয়া যান, ২টি DSshK, ৪টি PK, ১টি RPG, ২৩টি AKs, ১৬৬টি AK mags, ২টি mortarkmo, ২৮ টি গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স, ১৬টি Pk বারুদ বেল্ট গনিমত পেয়েছেন। এছাড়াও প্রচুর (৩০,০০০,০০০ cfa) নগদ অর্থ পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আল-কায়েদার জন্য বুরকিনা ফাসোতে এটি অনেক বড় একটি বিজয়। কেননা এরমাধ্যমে আল-কায়েদা একদিকে যেমন নিজের সক্ষমতার প্রামাণ দিয়েছে, তেমনিভাবে শত্রুদের অন্তরে ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। কারণ তাঁরাযেনো এই অভিযানের মাধ্যমে এই বার্তাই দিয়েছেন, সামনের যুদ্ধগুলোতে আল-কায়েদা স্থল পথের অভিযানের পাশাপাশি আকাশ পথেও অভিযান চালাবে।

উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালের শেষ দিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা মালির রাজধানী বামাকোর একেবারেই নিকটে চলে আসেন, এবং রাজধানীকে প্রায় অবরোধ করে ফলেন। আর তখনই প্রথমবার মালিতে কিছু সময়ের জন্য সামরিক বিমান ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন মুজাহিদগণ। তখন এসব ঘাঁটি থেকে হেলিকপ্টার উড্ডয়ন করলেও, তা দিয়ে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেনি।

কাশ্মীরে ইয়াসিন মালিকের অন্যায় সাজার প্রতিবাদে বিক্ষোভ: ইউএপিএর অধীনে ১০ মুসলিমকে গ্রেপ্তার করল হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন

জম্মু ও কাশ্মীরের ইয়াসিন মালিককে এনআইএ আদালতের সাজা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পরে বৃহস্পতিবার কঠোর বেআইনি (ক্রিয়াকলাপ) প্রতিরোধ আইনের অধীনে দশজনকে গ্রেপ্তার করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

বুধবার মালিকের বাড়ির বাইরে "দেশবিরোধী" স্লোগান দেওয়ার এবং পাথর নিক্ষেপ করার ঠুনকো অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করে।

একটি বিশেষ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) আদালত এখন নিষিদ্ধ জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ) প্রধান ইয়াসিন মালিককে " 'জঙ্গি' কার্যকলাপের জন্য অর্থায়ন" সংক্রান্ত একটি মনগড়া মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে।

প্রধান শহর শ্রীনগর এবং মালিকের বাড়ি শহর মাইসুমা সহ উপত্যকার বেশ কয়েকটি এলাকায়, মালিকের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণার আগে মুসলিম দোকানদাররা প্রতিবাদ হিসেবে তাদের দোকানের শাটার নামিয়ে দেয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় বিক্ষোভকারীদের উপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এটাই হিন্দুত্ববাদী ভারতের আসল চিত্র। মুসলিমরা অন্যায়ে প্রতিবাদ করলেও জুলুমের শিকার হতে হয়। তাই হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিবাদ না করে নববী মানহাজ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

1.Protests over Yasin Malik's sentencing: 10 arrested under UAPA in Kashmir https://tinyurl.com/ddh8a48m

---

লাদাখে সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতীয় ৭ দখলদার সেনা নিহত, আহত ১৯

হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক জবরদখলকৃত লাদাখে দেশটির আগ্রাসী সেনাদের একটি সামরিক যান সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এতে অন্তত ভারতীয় ৭ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে।

একজন স্থানীয় ব্যক্তি সংবাদ সংস্থা-কাশ্মীর নিউজ অবজারভারকে (কেএনও) জানিয়েছেন যে, আজ ২৭ মে শুক্রবার সকালে, দখলদার ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ২৬ সৈন্যের একটি দল পারতাপুরের ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে সাব সেক্টরের সামনের দিকে যাচ্ছিল। এসময় সামরিক বাহিনীর যানটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে এবং শ্যাওক নদীতে পড়ে যায়। যার ফলে গাড়িতে থাকা সব দখলদার সৈন্য হতাহত হয়। "গাড়িটি প্রায় ৫০-৬০ ফুট গভীরে পড়েছিল"।

সূত্রটি হতাহতদের থেকে ৭ সৈন্যকে এখন পর্যন্ত মৃত ঘোষণা করেছে এবং বাকি আহতদের পার্টাপুরের ৪০৩-ফিল্ড হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নারী অধিকার নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগ ভিত্তিহীন: তালিবান সরকার

জাতিসংঘের কথিত নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিক একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার। যাতে নারীদের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

আফগানিস্তানে নারী অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘের এসব উদ্বেগকে ভিত্তিহীন এবং অবাস্তব বলে অভিহিত করেছে ইমারাতে ইসলামিয়া।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ (শুক্রবার, ২৭ মে) জাতিসংঘের কথিত নিরাপত্তা পরিষদের মনগড়া অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি যৌথ বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এই বিবৃতিতে সংস্থাটির দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে আফগান সরকার।

জাতিসংঘের কথিত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা গত মঙ্গলবার যৌথ এক বিবৃতিতে, শিক্ষা, সরকারি কাজ এবং ভ্রমণে নারী ও মেয়েদের প্রবেশাধিকার সীমিত করায় ইমারাতে ইসলামিয়ার সমালোচনা করেছে। সেই সাথে উক্ত বিবৃতিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব বিষয়ে নতুন করে আইন প্রণয়নের জন্য ইমারাতে ইসলামিয়াকে আহ্বান জানিয়েছে। যেখানে জাতিসংঘ দাবি করেছে যে, তালিবান সরকার নারীদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সীমিত করেছে।

এ বিষয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, "আফগানিস্তানের জনগণের উপর ইসলামি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের বিপরীত কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।"

বিবৃতিতে ইমারাতে ইসলামিয়া জোর দিয়ে বলেছে যে, বিশ্বের দেশগুলোকে আফগানিস্তানের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে। এতে কারো নাক গলানো উচিত হবে না। কারণ এখানের ৯৯% মানুষই পূর্ব থেকে এসব ধর্মীয় নীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত। কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই তারা মনে প্রাণে ধর্মীয় নীতিগুলো মেনে চলেন।

ইমারাতে ইসলামিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছেন যে, কিছু নির্দিষ্ট মহলের পরিচালিত মিডিয়া এবং ইমারাতে ইসলামিয়া বিরোধী প্রচারণার পক্ষপাতদুষ্ট ও ধ্বংসাত্মক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতিসংঘের বিচার করা উচিত নয়।

বিবৃতিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার এবং আফগান জনগণকে মানবিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এতে ইমারাতে ইসলামিয়া আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, আফগানিস্তানের সম্পদ নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিতে এবং সকল অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে।

২৬শে মে, ২০২২

মালিতে আল-কায়েদার হামলায় ২ সেনা নিহত, মুজাহিদিন কর্তৃক প্রচুর গনিমত লাভ

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা মালির সেগু রাজ্যে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর উপর একটি আক্রমণ চালিয়েছেন। যাতে ২ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৯/৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির সেগু রাজ্যের তামানি গ্রামে অত্যাচারী শাসকদের ব্যারাকে আক্রমণ চালানো হয়েছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা মাঝারি অস্ত্রের ও বোমা দ্বারা সামরিক ব্যারাকগুলোতে হামলা চালান। এতে সামরিক ব্যারাকগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

এদিকে জেএনআইএম তাদের সাপ্তাহিক পর্যালোচনাতে ঘোষণা করেছে যে, মুজাহিদগণ হামলার সময় একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করেন এবং আরও দুটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও মুজাহিদগণ ২টি বাইক, ১টি গাড়ি, কয়েকটি ক্লাশিনকোভ ও অসংখ্য গুলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন। পর্যালোচনায় এও যোগ করা হয়েছে যে, মুজাহিদদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে অত্যাচারী ২ সেনা সদস্য। আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য। আর বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গিয়েছিল।

২৫শে মে, ২০২২

কথিত লাভ জিহাদের মনগড়া অভিযোগে মুসলিম ব্যক্তির বাড়িঘর-দোকানপাটে হিন্দুত্ববাদীদের হামলা

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ডিন্ডোরি গ্রামে আসিফ খানের পরিবারের বাড়ি এবং দোকানে বুলডোজার দিয়ে ভাঙ্গচুর ও হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। হামলার আগে হিন্দুত্ববাদীরা আসিফ খানের বাড়ি ও দোকানে হামলা চালানোর জন্য খোলামেলা আহ্বান জানিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৫ই এপ্রিল। ২৪ বছর বয়সী আসিফ ২২ বছর বয়সী সাক্ষী সাহুর কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়ে তাকে জানায় যে তার বাবা-মা তাকে আসিফের কাছ থেকে দূরে রাখতে তাকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠাচ্ছে। কারণ সে সত্য বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

পরেই সুযোগ বুঝে মেয়েটি আসিফের কাছে আশ্রয় নেয়। এ খবর গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আসিফের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীরা বিক্ষোভ শুরু করে। হিন্দুত্ববাদীরা একে কথিত লাভ জিহাদের নাম দিয়েছে।

৫৭ বছর বয়সী আসিফের বাবা আব্দুল হালিম বলেছেন, "আমি আমার দোকানে ছিলাম তখন সাক্ষীর ভাই আমার কাছে এসে আমাকে বলে যে সাক্ষী আমার ছেলে আসিফের সাথে পালিয়ে গেছে।"

উভয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ আসিফের ও তার আত্মীয়দের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। আসিফের বিরুদ্ধে ৩৩৯ ধারায় এবং ৩৬০ ধারায় অন্যায়ভাবে মামলা দায়ের করেছে।

আসিফের বাবা আব্দুল হালিম আরো বলেছেন, "আমি তাদের দুজনের সাথে ফোনে কথা বলেছিলাম এবং তাদের সিদ্ধান্তের পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সাক্ষী বলেছে যে, তারা ফিরে আসছে না। এবং যদি আমরা তাদের বাধ্য করি, তাহলে সে আত্মহত্যা করবে বা ট্রেনের সামনে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলবে।" তিনি আরো বলেন, একজন পুলিশ আধিকারিকও সাহুকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়।

কয়েকদিন আসিফের পিতা আব্দুল হালিম সাহেবকে পুলিশ আটকে রাখে। পরে বাড়িতে ফিরে আশেপাশে হিন্দুত্ববাদীদের তোড়জোড় দেখে বুঝতে পারেন যেকোন সময় তাঁদের উপর হামলা হবে। তাই ভয়ে পরিবারের লোকেরা পারিবারিক বাড়িটি ছেড়ে চলে যায়।

আব্দুল হালিম বলেন, “হঠাৎ করেই আমি জানতে পারলাম যে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ আমার তৈরি করা বাড়িটি ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে প্রায় ৭০০ পুলিশ সদস্য তার বাড়ি ঘেরাও করেছিল। ক্র্যাকডাউন আরোপ করে রেখেছিল। এমনকি ধ্বংস সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবেশীদেরকেও তাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। "আমি এই বাড়িটি করতে আমার কষ্টে উপার্জন করা প্রতিটি পয়সা দিয়েছিলাম।"

তাদের বাড়ির পাশাপাশি, ডিন্ডোরি জেলা হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন একটি অনলাইন পরিষেবা কেন্দ্র, একটি মুরগির দোকান এবং একটি চায়ের স্টল সহ খানের পরিবারের তিনটি দোকান ভেঙে দিয়েছে।

সম্প্রতি, হিন্দুত্ববাদীরা বিজেপির অধিনে থাকা রাজ্যগুলিতে মুসলিমদের দোকান ও বাড়ি ভাঙতে বুলডোজার ব্যবহার করছে। ফলে এটি এখন ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির প্রকাশ্য বৈষম্যের প্রতীক হয়ে উঠছে।

গৃহহীন হয়ে পড়া আব্দুল হালিম অস্থায়ী বাসস্থান ও নিরাপত্তার খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বলেছেন, "এই হঠাৎ অসহায়ত্ব এবং বাড়ি হারানো এমন কিছু যা আমরা কল্পনাও করিনি। আমাদের বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মানুষ আমাদের জীবন নাশের অপেক্ষা করছে। "আমি মনে করি না এর চেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে।"

মুসলিম পরিবারটি ধ্বংসের পরে, সাহুর একটি ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে সে স্বেচ্ছায় আসিফ খানকে বিয়ের জন্য বেছে নিয়েছিল।

আব্দুল হালিম বলেন, "হাইকোর্ট ওই দম্পতিকে আদালতে বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। এ সবের জন্য আমার প্রায় ৩ লক্ষ ভারতীয় রুপি খরচ হয়েছে এবং আমি মানুষের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এটি পরিচালনা করেছি।...সেখানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সাক্ষী তার নিজের ইচ্ছায় আমার ছেলেকে বিয়ে করেছে, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা এটা সহ্য করতে পারে না।"

সমস্ত কিছু ধ্বংসের পরেও, আব্দুল হালিম শুধুমাত্র তার ছেলের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত এবং বিশ্বাস করে যে তারা ধরা পড়লে, আসিফকে হয় জেলে পাঠানো হবে বা হত্যা করা হবে এবং সাক্ষীকে তার পিতামাতার কাছে বাড়িতে পাঠানো হবে।

"ভারতের কথিত সংবিধান অনুযায়ী, আসিফ বা তার পরিবার কোনো অপরাধ করেনি। সাক্ষী স্বেচ্ছায় আসিফের সাথে বসবাস করছে।

তিনি আরো বলেছেন, "অনুচ্ছেদ ৯০-এ, একজন ব্যক্তিকে ১৮ বছরের বেশি বয়সী হলে তারা কার সাথে থাকতে চায় তা বেছে নেওয়ার অধিকার দেয়।" "যেহেতু এখানে কোনো জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন নেই এবং তাই লাভ জিহাদের কোনো ঘটনা নেই।"

তবুও হিন্দুত্ববাদীদের জিঘাংসার শিকার হতে হলো এই মুসলিম পরিবারটিকে। আসলে ভারত এখন চলছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ইচ্ছামাফিক, তারা আইনের কোন ধার ধারছে না। আর প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাও আংশিক বা পুরোপুরি হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাবে চলে গেছে।

সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করতে বলেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ

তথ্যসূত্র:

----

1. MP: Marriage with Hindu woman leaves a Muslim family miserable

- https://tinyurl.com/5n9ah499

2. ‘Love Jihad’ and conversion discussed at Bajrang Dal arms training event in Karnataka - https://tinyurl.com/6ca26w6r

---

এক মাসে ১২২৮ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরাইল

দখলদার ইহুদিদের সামরিক বাহিনী গত এপ্রিল মাসে ১২২৮ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। যাদের মধ্যে ১৬৫ জন শিশু এবং ১১ জন মহিলা রয়েছেন।দখলদার ইসরায়েল কর্তৃক আটক বা গ্রেপ্তার হওয়া ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা এবং পরিস্থিতির প্রতিবেদনকারী কিছু বেসরকারি সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, তেল আবিব কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের শুরু থেকে গত মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক আটকের হার রেকর্ড করেছে।

সম্প্রতি দখলদার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জেরুজালেমে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের উপর জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। যেখানে দখলদার ইহুদীরা কোন অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই শত শত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করছে।

অন্যদিকে পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে, আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ইসরায়েলি বাহিনী। মুসলিমরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ইহুদিদের হাতে।

এছাড়াও দখলদার ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদেরকে আটকের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনেককে গুরুতরভাবে আহত করছে।

বর্তমানে, অবৈধ রাষ্ট্রে ইসরায়েলের কারাগার এবং আটক কেন্দ্রে ৪৭০০ এর বেশি ফিলিস্তিনি আটক রয়েছেন। যাদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাও রয়েছে।

বিমানবন্দর পরিচালনায় আরব আমিরাতের সঙ্গে আফগান সরকারের চুক্তি

আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত প্রশাসন দেশটির চারটি প্রধান বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক একটি কোম্পানির সাথে চুক্তিতে পৌঁছেছে।

আজ ২৪ মে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দুই পক্ষের মধ্যে এক অনুষ্ঠান শেষে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আফগান প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন অনেক ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তির অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক কোম্পানি 'GAAC' আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল বিমানবন্দর, হেরাত, কান্দাহার এবং মাজার-ই-শরীফ বিমানবন্দর পরিচালনা করবে।

বিমানবন্দরগুলিতে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং পরিষেবাগুলির মতো কাজগুলিও 'GAAC' দ্বারা পরিচালিত হবে।

'GAAC' কোম্পানিটি ইথিওপিয়া, তিউনিসিয়া এবং মরক্কোর মতো দেশের এয়ারলাইনগুলির পাশাপাশি উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ এবং এয়ারফ্রান্সের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে আফগানিস্তানের বিমানবন্দরগুলো পরিচালনার জন্য তুরস্ক এবং কাতারের মতো দেশগুলির সাথেও কয়েক দফা আলোচনা হয় তালিবান সরকারের। কিন্তু এই দেশগুলোর শর্তাবলী মেনে চুক্তিতে রাজি হয়নি আফগান সরকার। কারণ এসব শর্তের ফলে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি ইমারাতের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ার সম্ভাবনাই ছিলো বেশি।

গণহত্যার প্রস্তুতি | আরএসএস সমাবেশে মুসলিম বিরোধী কাজকে কৃতিত্ব হিসাবে তুলে ধরে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীরা

ভারতে এখন চারিদিকে শুধুই মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরু ও হিন্দুত্ববাদী নেতা নেত্রীরা। মুসলিম বিদ্বেষী কাজগুলোকে তারা তাদের কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরছে। যেন অন্যরাও মুসলিম বিদ্বেষী কাজে উৎসাহ পায়।

আরএসএস-অধিভুক্ত ম্যাগাজিন অর্গানাইজার এবং পাঁচজন্যার ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সময়, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা তাদের রাজ্যে বিভিন্ন ইসলামফোবিক স্কিম এবং প্রকল্প সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলেছে। এগুলোকেই তাদের কৃতিত্ব হিসাবে তুলে ধরেছে তারা।

যোগী আদিত্যনাথ হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সমাবেশে উপস্থিত দর্শকদের বলেছিল, উত্তর প্রদেশে প্রথমবারের মতো রাস্তায় মুসলিমদের ঈদের জামাত করতে দেয়া হয়নি। তাছাড়া বিজেপি সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী ক্র্যাকডাউনের পরে নিরুপায় হয়ে "মসজিদের লাউডস্পিকারের ভলিউম কমাতে বাধ্য হয়েছে। অধিকাংশ মসজিদ থেকে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন লাউডস্পিকার সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়েছে।

ইউপির এই উগ্রবাদী মুখ্যমন্ত্রী অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে যে রাম মন্দির তৈরি করা হচ্ছে- সেই সম্পর্কে গর্ব করে কথা বলেছে। এই সন্ত্রাসী আরো বলেছে, "কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরা, বৃন্দাবন এবং চিত্রকূটের মতো স্থানে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।"

উল্লেখ্য, বাবরী মসজিদ শহীদ করার পর থেকেই অন্যান্য আরও অসংখ্য মসজিদ শহীদ করার ষড়যন্ত্র করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। ইতিমধ্যেই তারা মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়ার বিভিন্ন ভিত্তিহীন প্রেক্ষাপট সামনে আনতে শুরু করেছে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেছে যে মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হেচ্ছে। শর্মা আরো বলেছে, “মাদ্রাসা” শব্দটি বিলুপ্ত হওয়া উচিত। উত্তর-পূর্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করার জন্য একটি ইসলাম বিদ্বেষী পদক্ষেপ নিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে এমন মানবাধিকার লঙ্ঘন করার পরও, কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও হলুদ মিডিয়াগুলোর এমন নিশ্চুপ থাকাটা এটাই প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের স্বাধিকারের ব্যাপারে তাদের কোন পরোয়া নেই। তাদের কাজ হচ্ছে বিশ্বের সামনে অমুসলিমদের অপরাধগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে মুসলিমদের অপরাধি হিসেবে উপস্থাপন করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. At RSS event, BJP CMs highlight anti-Muslim policies in their states as achievements - https://tinyurl.com/3ty5phtn

২৪শে মে, ২০২২

মালিতে তীব্রতর হচ্ছে রুশ বাহিনী কর্তৃক বেসামরিক নাগরিক গণহত্যা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ ভাড়াটে বাহিনী 'ওয়াগনার' দ্বারা মালিতে চালানো হচ্ছে বেসামরিক জনগণের উপর গণহত্যা। যা দিন দিন আরও তীব্রতর হচ্ছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম এবং পশ্চিমা সংবাদ সূত্র মতে, মালিতে বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ভাড়াটে বাহিনী 'ওয়াগনার' এর কার্যকলাপের ছবি, বিভিন্ন নথি ও সাক্ষীসহ বেশ কিছু বিবৃতির সত্যতা পাওয়া গেছে। যা প্রমাণ করে যে, রাশিয়ার ভাড়াটিয়া সৈন্যরা মালিতে একটি নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা চালাচ্ছে। ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত এই দলটি আফ্রিকায় অনেক যুদ্ধাপরাধ করেছে বলে জানা যায়।

ওয়াশিংটন পোস্টের খবর অনুযায়ী, পশ্চিমা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আফ্রিকায় ওয়াগনারের উপস্থিতির কারণ নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বাড়ছে বেসামরিক নাগরিক হত্যা। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি ও মূল্যবান সম্পাদ। রুশ বাহিনী এই অঞ্চল থেকে আর্থিক স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করছে।

শতাধিক নিরীহ বেসামরিক নাগরিক হত্যা:

অন্যদিকে, প্রত্যক্ষদর্শীরা যুক্তি দেখান যে, রুশ ভাড়াটে সৈন্যরা জিহাদি সংগঠনের বিরুদ্ধে "শান্তি পুনরুদ্ধারের" অজুহাতে শত শত নিরীহ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কোন সন্দেহ নেই যে, সারা দেশে একটি অজানা ভাষায় কথা বলা সাদা চামড়ার সৈন্যদের উপস্থিতি রয়েছে। যারা সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে।এমনটাই বলেছেন সশস্ত্র সংঘর্ষের এলাকা এবং ডেটা প্রকল্পের (ACLED) গবেষক হেনি নাসাইবিয়া।

ACLED ডেটা দেখায় যে, মালিয়ান সৈন্য এবং তাদের রাশিয়ান অংশীদাররা এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ৪৫৬ জন বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে। ওয়াগনার থেকে পালিয়ে আসা বেসামরিক নাগরিকের সংখ্যাও সম্প্রতি বেড়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, ফেব্রুয়ারি থেকে দেশটির সীমান্তের কাছে শরণার্থী শিবিরে তালিকাভুক্তির সংখ্যা চারগুণ বেড়েছে।

মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা অনুমান করে বলে যে, মালিতে ৮০০ থেকে ১০০০ রুশ ভাড়াটে সৈন্য রয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে, মালিতে ওয়াগনারের উপস্থিতির ফলে সামরিক জান্তা প্রশাসন প্রতি মাসে ১০ মিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

মালির অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুক্তি দেয় যে, তারা রাশিয়ান সামরিক প্রশিক্ষকদের সাথে কাজ করছে। ভাড়াটিয়া 'ওয়াগনার' সামরিক কোম্পানির সাথে নয়।

অন্যদিকে রাশিয়ার দাবি, ওয়াগনার মালি বা আফ্রিকার কোনো দেশে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে না।

সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনী কর্তৃক ৮ শিশু অপহরণ

দখলদার বিদেশী সামরিক ইউনিট সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় অংশে অন্তত ৮ শিশুকে অপহরণ করেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দখলদার আফ্রিকান ইউনিয়ন সোমালিয়া ট্রানজিশন মিশন' (এটিএমআইএস) এর বুরুন্ডিয়ান সামরিক বাহিনী ৮ শিশুকে অপহরণ করেছে।

আঞ্চলিক সূত্রগুলো জানিয়েছে যে, ৮ শিশুকে প্রচন্ড মারধর করার পর অপহরণ করা হয়। এই ঘটনার সময় শিশুদের জোরপূর্বক সামরিক ইউনিফর্ম এবং অস্ত্র পরিয়ে ছবি তোলা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, আশ-শাবাব সদস্য হিসেবে দেখানোর জন্য শিশুদের এভাবে ছবি তোলা হয়েছে।

এই ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন শহরগুলোতে বিক্ষোভ করেছেন। পাশাপাশি তারা দেশটি থেকে দখলদারিত্বের অবসানের আওয়াজ তুলেছেন।

উল্লেখ্য যে, মে মাসের শুরুতে, দেশটির রাজনৈতিক ও সামরিক অঙ্গনে সবচাইতে শক্তিশালী ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ায় একটি বড়ধরণের সামরিক অপারেশন পরিচালনা করে। যা দেশটির 'আইল বারাফ' অঞ্চলে অবস্থিত দখলদার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়। এতে প্রায় ২০০ বুরুন্ডিয়ান সেনা নিহত হয় এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়।

কোরআন শিক্ষা দেওয়ায় চীনে খুন এক উইঘুর শিক্ষক

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কারাগার পূর্ব তুর্কিস্তানে চলছেই দখলদার চীন সরকারের বর্বর নির্যাতন। প্রতিদিনই আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে উইঘুর মা-বোনদের অশ্রুসিক্ত নয়নে। তবু প্রতিবাদ করছে না কেউ।

এবার চীন সরকারের নির্যাতনে আরও একজন উইঘুর শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। তাঁর নাম আব্দুহেলি হাসিম।

পারিবারিক বরাতে এ তথ্য জানিয়েছেন বার্তা সংস্থা ডোম (ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম)। জানা যায় ২০১৭ সালে নিজ সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ করে নাস্তিক্যবাদী চীন সরকার। পরে ১৯ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে এ শিক্ষককে। চরম নির্যাতনে গত বছর ২০২১ সালের মে মাসে তিনি কারাগারে মারা যান।

তথ্যসূত্র:

——

Uyghur Muslim Serving 19-Year Prison Sentence Dies- https://tinyurl.com/3pd6ukx4

২৩শে মে, ২০২২

আসামে পুলিশি নির্যাতনে মুসলিম হত্যার প্রতিবাদকারীদের বাড়িঘর ভাঙ্গচুর হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের

ভারতে উগ্র হিন্দুদের পাশাপাশি মিথ্যে অভিযোগে মুসলিমদের অন্যায়ভাবে খুন করছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।তারই ধারাবহিকতায় এবার আসামের নগাঁও প্রশাসন গত ২২-০৫-২২ রবিবার মাছ ব্যবসায়ী সফিকুল ইসলামকে পিটিয়ে খুন করেছে।

গত ২০-০৫-২২ শুক্রবার সন্ধ্যায় শিবসাগরের উদ্দেশ্যে বাসে উঠতে যাওয়ার সময় আসাম পুলিশ বিনা অপরাধে তাকে আটক করেছিল।

ইসলাম পরিবার জানিয়েছে, পুলিশ তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ১০,০০০ টাকা এবং একটি বড় ধরণের হাঁস ঘুষ দাবি করে। ইসলামের স্ত্রী বলেন, আমরা গরীব এত টাকা কোথায় পাব। আর আমরা কেবল একটি হাঁস পালতাম। দাবিকৃত ঘুষের টাকা দিতে না পারায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে পিটিয়ে খুন করে। ইসলামের স্ত্রীকে বলা হয়েছিল যে তার স্বামীকে নগাঁও সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে সেখানে গিয়ে তিনি তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় বাটাদ্রবা থানায় মুসলিমরা প্রতিবাদ জানাতে জড়ো হয়। আর হিন্দুত্ববাদী ভারতে এটাই প্রতিবাদকারী মুসলিমদের কাল হয়ে দাঁড়ায়। গাযের জোরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মুসলমানদের বাড়িগুলো বুলডোজার দিয়ে ভেঙে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এমনকি খুন হওয়া সফিকুল ইসলামের বাড়িও ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী জেলা প্রশাসন।

সালনাবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন যে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রায় সাতটি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। তারা আরো জানিয়েছেন, হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ কোন নোটিশও জারি করেনি এবং ধ্বংস অভিযান চলাকালীন মুসলিমদের এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে মুসলিমদের বাড়িঘর ভাঙ্গার পাশাপাশি বহু মূল্যবান জিনিসপত্রের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, হিন্দুত্ববাদী ভারত মুসলিমদের এতো এতো মানবাধিকার লঙ্ঘন করার পরও কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এমন নিশ্চুপ থাকাটা এটাই প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের স্বাধিকারের ব্যপারে তাদের কোন পরোয়া নেই। তাই যা কিছু করার মুসলিমদেরই করার আহ্বান জানিয়েছেন বিজ্ঞ বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

-----

1. Assam: Govt demolishes house of Muslim man day after killed in police custody - https://tinyurl.com/bdd3yzjy

বুরকিনান সেনা ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা: ২২ সেনা হতাহত

বুরকিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলে সামরিক বাহিনীর উপর এক হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ৫ সেনা নিহত এবং ১৭ সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২১ মে ভোর ৫ টার দিকে বুরকিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলিয় বুরজাঙ্গা এলাকায় একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা ঐ অঞ্চলে অবস্থিত দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা এই হামলাটি চালিয়েছেন। তাঁরা প্রথমে সামরিক ঘাঁটিতে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সেনাদেরকে বিভ্রান্ত করেন। এরপর প্রতিরোধ যোদ্ধারা ঘাঁটিতে প্রবেশ করে ভারী অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা হামলা চালাতে থাকেন।

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র আঘাতে সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৫ সেনা নিহত এবং আরও ১৭ সেনা আহত হয়। সেই সাথে ঘাঁটিতে থাকা অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

আফগানিস্তান সম্পর্কে পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

রবিবার কাবুলে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রাক্তন আমীরুল মুমিনিন মোল্লা আখতার মোহাম্মদ মানসুর (রহিমাহুল্লাহ) শাহাদাতের ষষ্ঠ বার্ষিকীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তালিবান।যেখানে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন যে, আফগানিস্তানের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর উচিত তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা।

অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটাই কল্যাণকর হবে যে, আফগানিস্তানে তার ২০ বছরের পুরানো ভিশন বাস্তবায়নের চেষ্টা না করা। তবে আমরা তাদেরকে বলব, ইমারাতে ইসলামিয়ার সাথে মিলিত হয়ে ভালো কাজ করার।

তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ বা অন্য যেকোন দেশই হোক না কেন, আফগানিস্তান সম্পর্কে বিগত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা যেই মনসিকতা লালন করেছে তা এখন তাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। তাদেরকে বর্তমান আফগানিস্তানকে অন্যভাবে দেখতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপপ্রধানমন্ত্রী মোল্লা আবদুল গনি বারাদার (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন যে, ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রাক্তন আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মানসুরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এবং সামরিক বাহিনী সশস্ত্র লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

উপ-প্রধানমন্ত্রী আবদুল সালাম হানাফি জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, আফগানিস্তানে যেকোন অন্যায় প্রতিরোধ করা হবে। প্রয়োজনে তাঁর প্রশাসন কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবে।

তিনি আরও বলেন, "আফগানিস্তানের যে কোনো জায়গায় যারা নিপীড়নের সাথে যুক্ত, তাদের থামানোকে আমরা আমাদের ইসলামী দায়িত্ব মনে করি।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভী আমির খান মোত্তাকী সমাবেশ থেকে বলেন, ‘ইসলামী ইমারাত যদি বিদেশিদের দাবি মেনে নেয়, তাহলে সেই ভাগ্যই বরণ করতে হবে যা সাবেক সরকারপ্রধান আশরাফ গনির ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছে’।

২২শে মে, ২০২২

সবকা সাথ সবকা বিকাশের নামে মুসলিমদের ধোঁকা : ইউপি মন্ত্রিসভায় নতুন মাদ্রাসাগুলিতে সরকারী অনুদান বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ

ভারতের উত্তরপ্রদেশে কিছুদিন আগে মাদ্রাসার তালিবুল ইলমদের জোরপূর্বক শির্কী সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে সে দেশের হিন্দুত্ববাদী সরকার। এবার গত (১৭-০৫-২২) মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশ সরকার তার অনুদানের তালিকা থেকে নতুন মাদ্রাসাগুলিকে বাদ দেওয়ার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

অথচ, ভোটের আগে হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলিমদের সমান অধিকারের স্লোগান শোনায়। সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিদেরকে পদে পদে বঞ্চিত করছে। তারই ধারাবাহিকতায় হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মন্ত্রিসভায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নতুন মাদ্রাসাগুলি এখন থেকে কোনও অনুদান পাবে না। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, ইউপিতে মোট ১৬৪৬১টি মাদ্রাসা রয়েছে।

গত মাসে, রাজ্য সরকার মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের নামে মাদ্রাসাগুলিতে হয়রানিমূলক তদন্তের নির্দেশ দেয়। ১২ মে, ইউপি মাদ্রাসা শিক্ষা কাউন্সিল আদেশ দিয়েছিল যে সকালে ক্লাস শুরুর আগে শির্কী জাতীয়

সংগীত গাইতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের অনুশীলন শেষ হওয়ার পরেই তাদের পড়াশোনা শুরু করার অনুমতি দেওয়া হবে।

ইউপি বিজেপি সরকারের দেখানো পথ অনুসরণ করে, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং কর্ণাটকের হিন্দুত্ববাদী সরকারগুলিও মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক করার কথা বিবেচনা করছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, মুসলিমদের ইসলামি শিক্ষার ভিতকে দূর্বল করে দিতেই একের পর মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সরকার।

তাঁরা আরও বলছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের হকপন্থী আলেমদের এখন উচিত উক্ত পদক্ষেপের কঠোর বিরোধিতার সাথে সাথে মুসলিম সন্তানদেরকেও হিন্দুত্ববাদীদের বিষাক্ত ছোঁবল থেকে হেফাযত করা।

তথ্যসূত্র:

------

1. UP: No State Funds for New Madrasas; Teachers' Union Doubts 'Sabka Saath Sabka Vikas' Objective
- https://tinyurl.com/38vms2nc
2. UP Govt makes singing national anthem compulsory at all Madrassas
– https://tinyurl.com/mryfs6hs

মোল্লা আখতার মোহাম্মদ মনসুর (রহ.) : ইমারাতে ইসলামিয়ার দুঃসময়ের কিংবদন্তি নেতা

যুগ যুগ ধরে আফগানের বীর মুজাহিরা কাফেরদের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন। মহান রবের সাহায্যে অসীম সাহসিকতা আর পাহাড়সম ধৈর্য নিয়ে লড়াই করে গেছেন তাঁরা যুগের পর যুগ। তাঁরা এই উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সম্মান, সাহস ও স্বাধীনতার পাঠ শিখিয়ে গেছেন। আফগান ও মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদাকে আন্তর্জাতিক স্তরে সমুন্নত করেছেন। এজন্য অকাতরে আল্লাহর রাহে নিজেদের জান কুরবান করেছেন অসংখ্য মুজাহিদ। এমনই একজন বীর মুজাহিদ ছিলেন পূর্ববর্তী আমিরুল মু'মিনিন "শহীদ" মোল্লা আখতার মোহাম্মদ মনসুর (রহিমাহুল্লাহ্)।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ্'এর মৃত্যুর পরে উনাকে তালিবান আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা বা আমিরুল মুমিনিন ঘোষণা করা হয়। ক্রুসেডার মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি ২২ মে, ২০১৬ -এ শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ)।

তাঁর জীবনের প্রথম বছরগুলো:

মোল্লা মোহাম্মদ মানসুর রহিমাহুল্লাহ্ ১৯৬৮ সালে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলিয় কান্দাহার প্রদেশের বেন্ড-ই তৈমুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই অঞ্চলে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মোল্লা মানসুরের পরিবার সুপরিচিত।

মোল্লা মানসুর রহিমাহুল্লাহ্ তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে নিজ বসতিতেই প্রাথমিক শিক্ষা এবং আশেপাশের মাদ্রাসায় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তালিবান আন্দোলনের অন্যান্য উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের মতো, সোভিয়েত দখলদারিত্বের কারণে তাঁর শিক্ষা ব্যাহত হয়।

তিনি ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের বছরগুলোতে যুদ্ধের তীব্রতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর শিক্ষা চালিয়ে যান।

১৯৮৫ সালে তিনি কান্দাহার প্রদেশের পেঞ্জভায় জেলায় ফ্রন্ট লাইনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এরপর দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যাহারের সাথে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধের সময় তিনি অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মাদ্রাসায় পড়াশোনায় মনযোগ দেন।

মোল্লা মানসুরের তালিবান আন্দোলনে যোগদান:

১৯৯৪ সালে যখন তালিবান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মোল্লা মানসুর তালিবান আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সামনে আসেন। তালিবানরা যখন দেশের দক্ষিণে অগ্রসর হয়, তখন তিনি ১৯৯৪ সালে কান্দাহার বিমানবন্দরের মহাব্যবস্থাপক, পরবর্তীতে কান্দাহার বিমান বাহিনী এবং বিমান প্রতিরক্ষা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর ১৯৯৬ সালে মুজাহিদগণ রাজধানী কাবুল বিজয়ের পর তিনি তালিবান সরকারের (ইমারাতে ইসলামিয়ার) বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিমান বাহিনী ও বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।

তাঁর মেয়াদে তিনি দেশে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক অবকাঠামোগত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আফগানিস্তানে স্থল (রানওয়ে) ও আকাশে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

২০০১ সালের পর, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে আক্রমণ শুরু করে, তখন মোল্লা মানসুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মোল্লা মানসুর তালিবান কাউন্সিলের একজন সিনিয়র সদস্য থাকাকালীন কান্দাহার প্রদেশের সামরিক প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একই সাথে পার্শ্ববর্তী উরুজগান, জাবুল এবং হিলমান্দ প্রদেশে দখলদার ও তাদের গোলামদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অনেক হামলার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কান্দাহারে তালিবান মুজাহিদিন কর্তৃক ২০০৩ এবং ২০০৮ সালে কারাগারে ঐতিহাসিক অভিযানগুলোও মোল্লা মানসুরের নেতৃত্বে চালানো হয়।

২০০৭ সালে মোল্লা উবাইদুল্লাহ আখুন্দকে গ্রেফতার করার পর, তাকে তালিবান আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরপর ২০১০ সালে মোল্লা বারাদার আখুন্দের গ্রেফতার এবং গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কারাগারে মোল্লা উবাইদুল্লাহর মৃত্যুর পর, মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর প্রায়াত আমীরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের প্রথম সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন।

এই বছরগুলোতে যখন আফগানিস্তানে সংঘাত চরমে পর্যায়ে পৌঁছে এবং তালিবান মুজাহিদিন বেশ কিছু ধাক্কা খান, এককথায় যেটা ছিল মুজাহিদদের জন্য একটি কঠিন সময়, তখন মোল্লা মানসুর এই দুঃসময়ের হাল ধরেন।

তালিবান আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে মোল্লা মানসুর:

তালিবান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ও আমীরুল মুমিনিন মোল্লা ওমর মুজাহিদ ২৩শে এপ্রিল, ২০১৩-এ মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্ষনস্থায়ী এই পৃথিবী ছেড়ে আপন রবের কাছে চলে যান। এরপর তালিবান আন্দোলনের শুরা কাউন্সিল ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মোল্লা মনসুরের প্রতি আনুগত্যের বায়াত করেন । তবে কৌশলগত কারণে ৩০ জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত মোল্লা মানসুরের নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকে তালিবান নেতৃবৃন্দ। ফলে প্রায়াত আমীরুল মুমিনিনের মৃত্যুর প্রায় ২ বছর পরে বিষয়টি প্রকাশ করেন মুজাহিদ উমারাগণ।

ইমারাতে ইসলামিয়ার দুঃসময়ে হাল ধরা কিংবদন্তি নেতার শাহাদাত বরণ:

আজ থেকে ৬ বছর পূর্বে আজকের এই দিনে শাহাদাত বরণ করেন ইমারাতে ইসলামিয়ার দুঃসময়ের হাল ধরা কিংবদন্তি নেতা মোল্লা আখতার মুহাম্মদ মানসুর (রহিমাহুল্লাহ্)। জানা যায় যে ২২ মে, ২০১৬ তারিখে, পাক-আফগান সীমান্তের বেলুচিস্তান অঞ্চলে মোল্লা মানসুরের গাড়িকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালায় ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তান সীমান্তে ঘটে যাওয়া এই হামলায় মোল্লা মানসুর শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ)।

যেমন ছিলেন এই কিংবদন্তি নেতা:

ইসলাম ও শাহাদাতপ্রিয় তরুণদের আত্মত্যাগ আর রক্তে সিক্ত হয় আফগানের মাটি। আর মোল্লা মানসুর তরুণদের এই প্রচেষ্টা, কর্ম ও ত্যাগকে বৃথা যেতে দেননি। তিনি মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটে যেতেন এক ময়দান থেকে অন্য ময়দানে। তিনি কখনো নিজেকে তরুণ মুজাহিদদের থেকে উচ্চতর মনে করতেন না! নেতৃত্বের সময় যৌবনের পবিত্র চেতনাকে মরে যেতে দেননি। যা জিহাদি অঙ্গনে তাঁর সংগ্রাম ও ত্যাগের সাক্ষী বহন করে।

কূটনৈতিক ময়দানেও বিশ্বকে অবাক করে দেন তিনি। জিহাদের ময়দানগুলোতে নতুন উদ্যোম আনেন। মুজাহিদদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প তৈরি করেন। তিনি দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যান সমানতালে। এবং আন্তর্জাতিক সেক্যুলার ও কুফ্ফারদের মিথ্যা প্রচারমাধ্যমগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেন। বিশ্বমঞ্চে তিনি ইমারাতে ইসলামিয়ার কূটনীতিকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছেন যে, যার ফলে সামরিক অঙ্গনে পরাজয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও পরাজিত হয়েছে কুফ্ফাররা।

শহীদ মোল্লা আখতার মোহাম্মাদ মানসুর রহিমাহুল্লাহ্ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা জারি রেখেছিলেন।

লিখেছেন : ত্বহা আলী আদনান

২১শে মে, ২০২২

বুরকিনান সেনা ঘাঁটিতে আল-কায়েদার অসাধারণ হামলা: ৩১ সেনা হতাহত

বুরকিনা ফাসোর পূর্বাঞ্চলে ঘন্টাব্যাপী ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দেশটির কুফ্ফার বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও দ্বিগুণ সেনা সদস্য।

বিবরণ অনুযায়ী গত ১৯ মে বুধবার সকাল বেলায়, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর একটি সামরিক ইউনিটের উপর হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা। এতে দুই ডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।

দেশটির সেনাপ্রধান এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, উক্ত হামলায় তাদের ১১ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ২০ সেনা সদস্য।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বরকতময় হামলাটি কোম্পিয়েঙ্গা প্রদেশের মাদজোয়ারি অঞ্চলে চালানো হয়েছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন।

দেশটির সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আক্রমণটি ছিল খুবই জটিল প্রকৃতির। তাঁরা প্রথমে ভারী অস্ত্র দিয়ে ঘাঁটিতে আক্রমণ করে এবং পরে ঘাঁটিতে সরাসরি গুলি চালানো শুরু করে। ফলে আমাদের ১১ জন সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে এবং কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে।

এদিকে হামলার সময় ঘাঁটিতে আটকা পড়া সেনারা দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকে। এবং সেনাদের উদ্ধার করতে বিমানবাহিনীর সহায়তা কামনা করে। ফলে সেখানে সেনা যুদ্ধবিমানগুলি এসে হামলা চালাতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদিনরা ঘাঁটিটি অবরোধ করা থেকে নিরাপদে সরে পড়েন।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন মালি, বোরকিনা ফাসো ও নাইজারে শক্তিবৃদ্ধির পর এখন বেনিন সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিরোধ বাহিনীটি সম্প্রতি বেনিনে ঘন ঘন আক্রমণের মাধ্যমে দেশটির সেনাবাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

বেনিনে হামলার পরিধি বাড়াচ্ছে আল-কায়েদা: দিশেহারা গাদ্দার সামরিক বাহিনী

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও বুরকিনা ফাসোতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার পর প্রতিবেশি দেশগুলোতেও শক্তিপদর্শণ করতে শুরু করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সেই সূত্র ধরেই বিগত মাসগুলোতে বেনিনে একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার সবগুলোই চালানো হয়েছে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর। এরমধ্যে রয়েছে গত ৮ মে দেশটির 'পোরগা' এলাকায় সামরিক বাহিনীর একটি আউটপোস্ট লক্ষ্যবস্তু করে পরিচালিত হামলা। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'এর এক ডজন যোদ্ধা মোটরসাইকেলে চড়ে সেনা পোস্টটিতে অতর্কিত হামলা চালান। এতে বেশ কিছু গাদ্দার সেনা সদস্য হতাহত হয়, আর অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ স্থানে সরে পড়েন।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, ঐদিন বুর্কিনা ফাসো এবং টোগো সীমান্তের কাছাকাছি বেনিন সীমান্তে আরও একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে সীমান্তরক্ষীদের টার্গেট করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ।

এই হামলাগুলোর এক সপ্তাহ আগে ২৬ এপ্রিল, নাইজারের সাথে বেনিন সীমান্তের কাছে একটি পুলিশ স্টেশনেও হামলা চালান মুজাহিদগন। যাতে এক বেনিনিজ পুলিশ সদস্য নিহত হয়। এর দু'দিন আগে একই এলাকায় সেনাদের একটি সামরিক কাফেলায় বোমা হামলা চালানো হয়। এতে কতক সৈন্য আহত হয়। স্থানীয় সূত্র মতে, হামলাগুলো নাইজেরিয়া সীমান্ত হয়ে চালানো হয়েছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত আনসারুল মুসলিমিনের যোদ্ধারা বর্তমানে সক্রিয় হয়ে উঠছেন।

এমনিভাবে গত ১১ এপ্রিল, উত্তর-পশ্চিম বেনিনের উত্তর পেন্ডজারি ন্যাশনাল পার্কে সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে ৫ বেনিনিজ সৈন্য, ৬ পুলিশ সদস্য এবং একজন ফরাসি উপদেষ্টা নিহত হয়।

গাদ্দার বাহিনীর উপর আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলা: হতাহত ৭৩ এরও বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় প্রতিদিনই দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ডজনে ডজনে সেনা নিহত এবং আহত হচ্ছে।

গত সপ্তাহে সোমালিয়া জুড়ে প্রায় ২৯টি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

প্রতিরোধ বাহিনী সংশ্লিষ্ট ও আঞ্চলিক মিডিয়া সূত্রের একাধিক রিপোর্ট মতে, এই ২৯টি হামলার ১৪ টিতেই ৭৩ এর বেশি দখলদার ও সোমালি গাদ্দার সেনা হতাহত হয়েছে। যাদের মাঝে দখলদার সেনা সদস্য রয়েছে ৩১ জন। এবং স্বদেশীয় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর রয়েছে ৪২ সদস্য। হতাহত এই সংখ্যার মধ্যে উচ্চপদস্থ সামরিক ও সরকারি কর্মকর্তা রয়েছে ১৩ জন।

মুজাহিদদের বাকি অভিযানগুলোতেও আরও কয়েক ডজন গাদ্দার ও কুফ্ফার সেনা হতাহত হয়েছে। তবে এসব হামলায় হাতাহত সেনাদের সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান জানা যায়নি।

২০শে মে, ২০২২

হিন্দুত্ববাদীদের চলমান ষড়যন্ত্রের মাঝেই মধ্যপ্রদেশে মসজিদে আগুন

প্রথমে বাবরি, পরে জ্ঞানবাপী, আগ্রা জামে মসজিদ। এভাবেই ভারতে একটার পর একটা ঐতিহাসিক মসজিদ টার্গেট করা হচ্ছে।আর যেগুলোতে কথিত আইনের মারপ্যাঁচে মন্দির বানানো যাবে না সেগুলোতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ শুরু করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। এরই ধারাবাহিকতায় গত(১৭/০৫/২২) মঙ্গলবার হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা নেমুচ শহরের একটি মসজিদে আগুন দিয়েছে।

জনতা শহরের কোর্ট মহল্লা এলাকায় মুসলিমদের অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হামলা চালিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় হিন্দুত্ববাদীদের জোরপূর্বক একটি দরগার দেয়ালে মূর্তি স্থাপন করা নিয়ে। মুসলিমরা প্রতিবাদ করায় হিন্দুত্ববাদীরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিওগুলি দেখা গেছে,যে স্থানীয় মুসলিমরা কয়েকজন হামলাকারী হিন্দু সন্ত্রাসীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন।

পুলিশ কর্মকর্তারা মুসলিমদের উপর হামলা প্রতিহত করার কোন চেষ্টা করে নি। হামলাকারীদের উপযুক্ত বিচারও করে নি।
তবে তারা স্বীকার করেছে যে হিন্দুত্ববাদী হামলাকারীরা মসজিদে অগ্নিসংযোগ করেছে, মুসলমানদের বাড়িতে পাথর ছুঁড়েছে। এ ঘটনায় রংরেজ মহল্লার বাসিন্দা ইউনুস নামে ২৩ বছর বয়সী এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। এছাড়াও অনেক মুসলিমরা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন।

ভারতে রামমন্দিরের দাবিতে আন্দোলনের সময় হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর খুব জনপ্রিয় স্লোগান ছিল, 'ইয়ে তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়'!

তাদের প্রকাশ্য হুঙ্কার ছিল, অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির গড়ার পর তারা কাশী-মথুরাসহ অন্যান্য মসজিদে অভিযানে চালাবে। তারই বাস্তব নমুনা দেখা যাচ্ছে সমগ্র ভারতে।

তথ্যসূত্র:

1.Madhya Pradesh: Mosque set ablaze in Nemuch city https://tinyurl.com/4kfmw2hc

---

১৮ই মে, ২০২২

ভারতের জামিয়া মসজিদে এবার 'পুজা করার অনুমতি' চেয়ে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর পিটিশন

ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙার মতোই মনগড়া নাটক সাজিয়ে নতুন করে বিভিন্ন মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী মান্ডা জেলায় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পিটিশন জমা দিয়ে দাবি করেছে যে, জামিয়া মসজিদে হিন্দুদের পূজা করার অনুমতি দিতে হবে। কারণ তাদের খোঁড়া যুক্তি এটি আগে একটি মন্দির ছিল।

কর্ণাটকের মান্ডা জেলার শ্রীরঙ্গপাটনায় অবস্থিত ঐতিহাসিক জামিয়া মসজিদ। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী মান্ডা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি পিটিশন জমা দিয়েছে এবং দাবি করেছে যে শ্রীরঙ্গপাটনা দুর্গের ভিতরে অবস্থিত মসজিদে হিন্দু মূর্তি রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদীরা মান্ডা কর্তৃপক্ষের কাছে মসজিদের অভ্যন্তরে একটি পূজা করার অনুমতি চায়। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন হিন্দুত্ববাদী কর্ণাটক সরকারকে মুসলমানদের নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করার আহ্বান জানিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী বিচার মঞ্চ নামে উগ্রপন্থী গোষ্ঠী এই মনগড়া ইস্যুটি এমন সময়ে সামনে এনেছে, যখন সকলের চোখ উত্তর প্রদেশের জ্ঞানব্যাপি মসজিদের দিকে। কারণ একটি হিন্দুত্ববাদী স্থানীয় আদালত সেখানে ষড়যন্ত্রমূলক ভিডিওগ্রাফি জরিপ করার আদেশ দেয়। পরে সেখানে কাঠামোর শিবলিঙ্গ সমাহিত হওয়ার দাবি করে একটি এলাকা সিল করার নির্দেশ দিয়েছে।

এই প্রথমবার নয়। কর্ণাটকের জামিয়া মসজিদটি হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জানুয়ারী মাসে একজন হিন্দু ফেইসবুকে ভিডিও পোস্ট করে। সেটিতে সে মসজিদটি ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়ে দাবি করে যে এটি মূলত হিন্দু দেবতা হনুমানের মন্দির।

শ্রীরঙ্গপটনায় জামিয়া মসজিদের ইতিহাস

শ্রীরঙ্গপাটনা দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত জামিয়া মসজিদটিকে মসজিদ-ই-আলাও বলা হয় এবং প্রাঙ্গনে পাওয়া একটি ফার্সি ভাষার শিলালিপি অনুসারে ১৭৮২ সালে টিপু সুলতান এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময় নির্মিত শ্রীরঙ্গপাটনাটি পরে টিপু সুলতানের দখলে ছিল, যিনি দুর্গটিকে তার প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ঘাঁটি বানিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ব্রিটিশ সন্ত্রাসীদের আক্রমণে টিপু সুলতান ঐ দুর্গেই শাহাদাত বরণ করেন।

মসজিদটিতে দু'টি মিনার রয়েছে এবং বর্তমানে একটি মাদ্রাসা রয়েছে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে আসা মহান বীর হিসেবে ইতিহাসের বইয়ে সম্মানিত টিপু সুলতানকে সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো গোঁড়া বলে অভিহিত করেছে।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ্

তথ্যসূত্র :

1. Hindutva Group Seeks Nod For Hindu Prayers In Karnataka's Jamia Masjid https://tinyurl.com/2pdne8va
2. Karnataka: Now, Hanuman temple claim over Tipu Sultan's mosque https://tinyurl.com/2p9cvxm4

আশ-শাবাবের দুর্দান্ত সব হামলায় ৩৪ কুফফার সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান ও সোমালি সেনাদের লক্ষ্য করে ৪টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ১৩ ক্রুসেডার সহ ৩৪ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১৪ মে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও বাল'আদ শহরে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যার প্রথম হামলাটি একটি বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ আল-মাদিনা শহরে চালানো হয়। এতে সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৬ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়।

এদিন মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান বাল'আদ শহরের উপকণ্ঠে। যেখানে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সেনাদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে অন্তত ৩ বুরুন্ডিয়ান সেনা নিহত এবং আহত হয়।

বরকতময় এই হামলার একদিন আগে, সোমালিয়ার যুবা ও শাবেলি রাজ্যে আরও ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন।

যার প্রথমটি চালানো হয় যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে। যেখানে সোমালি সেনারা আশ-শাবাবের একটি অবস্থানে হামলার চেষ্টাকালে নিজেরই হামলার শিকারে পরিণত হয়। আশ-শাবাব মুজাহিদিন ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সোমালি বাহিনীর উক্ত আক্রমণ প্রতিহত করেন। ফলশ্রুতিতে সোমালি সামরিক বাহিনীর ৭ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ৭ সেনা সদস্য আহত হয়। একই সাথে সেনাদের একটি সামরিক যানও ধ্বংস করেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা।

এদিন শাবেলি রাজ্যের মাহদায়ী শহরেরও একটি তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদরা দখলদার বুরুন্ডিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালান। এতে ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। ফলশ্রুতিতে বুরুন্ডিয়ান সামরিক বাহিনীর একে একে ৬ সেনা সদস্য নিহত হয়। একেই সাথে আরও ৪ সেনা গুরুতর আহত হয়।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সন্ত্রাসী রাষ্ট্র অ্যামেরিকা আবার সোমালিয়ায় কয়েক শত সেনা পাঠানোর ঘোষণা দেওয়ার পরেই হামলার মাত্রা ও তীব্রতা আরেক দফায় বৃদ্ধি করলেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। বিষয়টা অ্যামেরিকাকে সেনা পাঠাতে দ্বিতীয়বার ভাবাবে বলে মত তাদের।

জায়নিস্ট আগ্রাসন || ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করেই গুম করে ফেললো ইসরাইল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে একটি চেকপোস্টে দখলদার ইসরাইল এক যুবককে গুলি করে। পরে তাঁকে অজানা গন্তব্যে নিয়ে যায় বর্বর ইহুদি সেনা। গতকাল মঙ্গলবার ১৭ মে এ ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে এখন পর্যন্ত যুবক বেঁচে আছে নাকি তিনি মৃত, তার কোন হদিস দিচ্ছে না সন্ত্রাসী ইসরাইল।

এদিকে, ইসরাইলি মিডিয়া সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ফিলিস্তিনি ঐ যুবক নাকি চেকপয়েন্টে অবস্থানরত ইসরাইলি বাহিনীর সদস্যদের ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করেছিল। আর এসময় সেনাবাহিনী নাকি 'আত্মরক্ষার্থে' তাকে গুলি করে।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিম তীরের বিভিন্ন চেকপোস্টে প্রতিনিয়তই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের এভাবেই বিমা কারণে গুলি করে হত্যা করে থাকে দখলদার ইসরাইলের বর্বর সেনারা।

পশ্চিম তীরের বেশিরভাগ এলাকার মধ্য দিয়ে দখলদার ইহুদিদের জন্য রাস্তা তৈরি করে রেখেছে ইসরাইল। এসব রাস্তার মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে রেখেছে তারা। এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রহরা দিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। একজন ফিলিস্তিনি এসব রাস্তা পার হতে চাইলে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর কাছে থেকে অনুমতি নিতে হয়। ইহুদি সেনাদের অনুমতি মিললেই কেবল ফিলিস্তিনিরা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে পারে।

এর মাধ্যমে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের চরম ভোগান্তিতে ফেলেছে। কারণ এগুলোর মাধ্যমে পুরো পশ্চিম তীরেকে ছোট ছোট উন্মুক্ত জেলখানায় পরিণত করে রেখেছে ইসরাইল। চাইলেই কোন ফিলিস্তিনি এসব রাস্তা পার হয়ে অন্য এলাকায় যেতে পারে না।

আর এসব চেকপোস্টে দখলদার সেনাবাহিনী যাকে তাকে হত্যা করছে, যখন খুশি তখন। এর জন্য না ইসরাইলি সেনাদের কোন কৈফিয়ত দিতে হয়, আর না ইসরাইলের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়; ইসরাইল প্রয়োজনে শুধু একটা মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে দিলেই কথিত বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়!

ইসরাইলি মিডিয়া দাবি করলো যে এই ফিলিস্তিনি একজন সন্ত্রাস। চেকপোস্টে সে ইহুদি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। আর এভাবেই একচোখা বিশ্বব্যবস্থার কাছে ফিলিস্তিনি হত্যার বৈধতা পেয়ে যায় সন্ত্রাসী ইসরাইল।

তথ্যসূত্র:

----

1. Palestinian youth injured by Israeli gunfire at Huwara checkpoint in Nablus - https://tinyurl.com/47ud7nrr

---

১৭ই মে, ২০২২

তালিবান সরকার কর্তৃক আফগানিস্তানে মাদকের আবাদ ধ্বংস

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন দেশটিতে মাদকের চাষ ও ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পর দেশের দক্ষিণে পপি ক্ষেত ধ্বংস করা শুরু করেছে।

দেশটির 'বাখতার নিউজ এজেন্সি'এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের মাদকবিরোধী কমিশন দেশটির দক্ষিণে হিলমান্দ প্রদেশে পপি চাষের ক্ষেত ধ্বংস করতে শুরু করেছে।

হিলমিন্দ প্রদেশের ছয়টি জেলায় শুরু হওয়া অভিযানে ট্রাক্টরের সাহায্যে পপির আবাদ করা ক্ষেত ধ্বংস করা হয়।

আফগানিস্তানে মাদক নিষিদ্ধ :

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসেবে এপ্রিলের শুরুতে সারা দেশে পপি চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আর ইমারতে ইসলামিয়ার সর্বোচ্চ নেতা ও আমীরুল মুমিনিন শাইখ হাইবাতুল্লা আখুন্দজাদা (হাফি.) কর্তৃক জারি করা ডিক্রির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ডিক্রিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল:

ইমারাতে ইসলামিয়ার আমিরের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, আজ থেকে সমস্ত আফগানকে জানানো হচ্ছে যে, দেশের সমস্ত অঞ্চলে পপি চাষ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

যদি কোনো ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে, তাহলে সে যে পপি রোপণ করেছে তা অবিলম্বে ধ্বংস করা হবে। সেই সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে শরিয়া আইন অনুযায়ী আচরণ করা হবে।

এছাড়াও, এটি ব্যবহার, পরিবহন, বাণিজ্য, রপ্তানি ও আমদানি নিষিদ্ধ। সেই সাথে অ্যালকোহল, হেরোইন, ট্যাবলেট কে, হাশিশ এব সমস্ত ধরণের মাদকদ্রব্য ও মাদক উৎপাদনকারী কারখানায় কাজ করাও আইনগত অপরাধ ও নিষিদ্ধ।

এই সিদ্ধান্তের মানা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। যারা এটি লঙ্ঘন করবে তাদের বিচার বিভাগ দ্বারা বিচার করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।

আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদারিত্ব ও মাদক:

একই ধরনের সিদ্ধান্ত ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে নেওয়া হয়েছিল, যখন তালিবান সরকার প্রথমবার আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল। ২০০০ সালের মধ্যেই তালিবান পপি চাষ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। আর তালিবান সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে, আফগানিস্তানে মাদক উৎপাদন শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু ক্রুসেডার মার্কিন আগ্রাসনের প্রাদুর্ভাবের পর আফগানিস্তানে মাদকের উৎপাদন অভূতপূর্ব রেকর্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মূলত দখলদারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবেই এমনটা ঘটেছিল।

আর দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেও তালিবান সকল প্রকার মাদকের বিরুদ্ধে তাদের পূর্বতন কঠোরতা বজায় রেখেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়।

বিয়ে বাড়িতে গরু জবাইয়ের অভিযোগে হিন্দুত্ববাদী ইউপি পুলিশের হামলা ও গুলি : এক মুসলিম নারী খুন

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের সাথে তাল মিলে মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দালাল পুলিশ প্রশাসন। এবার বিজেপি শাসিত যা েগীর রাজ্য উত্তর প্রদেশে নিরাপরাধ অসহায় মুসলিম ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করলো সন্ত্রাসী যোগীর পেটোয়াবাহিনী হিন্দুত্ববাদী ইউপি পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলার ইসলামনগর গ্রামে আবদুল রহমানের বাড়িতে পুলিশি অভিযান চালানোর সময় প্রতিবাদ করায় মুসলিম মহিলাকে গুলি করে খুন করে।

সংবাদ সুত্রে জানা গেছে, গরু জবাইয়ের অভিযা েগে আবদুল রহমানকে গ্রেফতার করতে যায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। সে সময় বাড়িতে আব্দুলের বা েনর বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। সারা বাড়িতে ছিল উৎসবের মেজাজ। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিতে চান ৫৩ বছর বয়সী আব্দুলের মা রা েশনি। এই সামান্য প্রতিবাদ মেনে নিতে পারেনি যা েগীর রাজ্যের পুলিশ। মহিলাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তারা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রা েশনির।

রা েশনির আরেক ছেলে আতিকুর রহমান জানিয়েছেন, ঘটনার দিন পনেরা ে থেকে বিশজন পুলিশ তাঁর ভাই আবদুল রহমানকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য একটি বিশেষ দল নিয়ে তাঁদের বাড়িতে অভিযান চালায়। অনেক জিজ্ঞাসা করলেও রহমানকে কেন হেফাজতে নেওয়া হবে তা জানায় না পুলিশ। এরপর পুলিশকে তাঁদের মা বাধা দিতে গেলে একজন পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবেই গুলি চালায়। শহীদ হয়ে যান রা েশনি। বন্ধ হয়ে যায় তাদের বা েন রাবিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠান। এই ঘটনার পর ক্ষোভে প্রতিবাদ জানান গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তল্লাশির নাম করে এলাকার কোদরা গ্র্যান্ট গ্রামে হানা দিয়েছিল সশস্ত্র পুলিশের একটি দল। তাঁদের কাছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুন্ডারা অভিযা েগ দায়ের করেছিল যে, স্থানীয় বাসিন্দা উবেদ-উর রহমান গা ে-হত্যা করেছে। এই অভিযা েগের ভিত্তিতেই মুসলিম পরিবারটির উপর তান্ডব চালায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সন্ত্রাসীরা।

এভাবেই প্রকাশ্যে মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। আস্তে আস্তে মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। বিশ্লেষকরা তাই মুসলিমদেরকে এখনি সচেতন হতে, এবং নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু করতে তাগিদ দিচ্ছেন। তা নাহলে হয়তো তাদের জন্য রক্তাক্ত এক নিকট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে বলে সতর্ক করেছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র :

১।উত্তরপ্রদেশে বিয়ে বাড়িতে গরু জবাইয়ের অভিযোগে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হামল, গুলি https://tinyurl.com/42mrs4kz

---

আশ-শাবাবের বিজয় ধারা রুখতে সোমালিয়ায় ফের সেনা পাঠাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমালিয়ায় মার্কিন স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের শত শত সদস্যকে মোতায়েন করার জন্য সেনাবাহিনীকে অনুমোদন দিয়েছে। যার লক্ষ্য যেকোনো মূল্যে আশ-শাবাবের বিজয় অভিযান পতিহত করা।

জানা গেছে যে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নতুন করে পেন্টাগনকে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আশ-শাবাব সম্প্রতি সোমালিয়ায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সীমানা বাড়িয়েছে। সেই সাথে ট্রাম্পের আমলে সোমালিয়া থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সময়টাকে পূর্ণাঙ্গরূপে কাজেও লাগিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে পেন্টাগনের এই অভিযানে মূলত প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের নেতাদেকে লক্ষ্যবস্তু করা।

হোয়াইট হাউসের শীর্ষ কথিত "সন্ত্রাস-বিরোধী" উপদেষ্টা এলিজাবেথ শেরউড-র্যান্ডাল কর্তৃক সোমালিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরে বাইডেনের এই সিদ্ধান্ত এসেছে। শেরউড-র্যান্ডাল এবং তার দল সোমালিয়ায় সামরিক অভিযান মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় 2021 সালের অক্টোবরে সোমালিয়া, জিবুতি এবং কেনিয়া সফর করেছিল।

জানা যায় যে, সন্ত্রাসী দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড জে. অস্টিন সোমালিয়ায় নতুন করে স্পেশাল সামরিক বাহিনী মোতায়েনে বাইডেনের নতুন এই সিদ্ধান্তে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। সে এবং শেরউড-র্যান্ডালের দল বাইডেনকে এমন সীদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছে।

সন্ত্রাসী দেশটির ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই সিদ্ধান্তটি এই কারণে নেওয়া হয়েছে যে, এটি আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে এই লড়াইকে আরও কার্যকর ও সক্ষম করে তুলবে"।

এছাড়াও, ওয়াটসন বলেছে, "এই অঞ্চলে আমাদের বাহিনীর সামরিক কার্যকারিতা সর্বাধিক করতে এবং আমাদের অংশীদারদের আরও দক্ষ করে তুলতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এই চুক্তির মাধ্যমে আমাদের মিত্রদের সহায়তা প্রদানের জন্য একটি 'স্থায়ী সামরিক উপস্থিতি' পুনঃনিয়োজিত করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

এদিকে 'ওয়াটসন' আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে সোমালিয়ায় মোতায়েনকৃত বিশেষ বাহিনীর সেনা সদস্যদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট করেনি। তবে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, আশ-শাবাবের আক্রমণ মোকাবেলা করতে প্রাথমিকভাবে ৪৫০ সেনাকে সোমালিয়ায় পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এমন এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূণরায় সোমালিয়ায় সেনা পাঠাচ্ছে, যখন মার্কিন সেনারা আশ-শাবাবের হাতে মার খেয়ে একবার সোমালিয়া ছেড়েছে। আর প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবও দেশের বৃহত্তর অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অঘোষিত একটি ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। একই সাথে আফ্রিকান জোটের অংশীদার দেশগুলোর সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করে একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করে আসছেন।

তাই প্রশ্ন জাগে! আশ-শাবাবকে রুখতে আমেরিকার এই সল্প সংখ্যক সৈন্য কি যথেষ্ট হবে। যখন পূর্বে কয়েক হাজারের বিশাল সেনাবাহিনী নিয়েও পরাজয়ের গ্লাণি মাথায় নিয়ে পালিয়েছে তারা। নাকি এটা শুধুই সন্ত্রাসী অ্যামেরিকার লোকদেখানো ভেল্কিবাজি, কিংবা নিজেকে জাহির করার শেষ চেষ্টা?

আফ্রিকাজুড়ে ফ্রান্সের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, নাইজার এবং বুরকিনা ফাঁসোর পর, এখন চাদে ফ্রান্সের উপস্থিতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাকারি দখলদার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একে একে ফুঁসে উঠছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো। মালি, নাইজার এবং বুরকিনা ফাঁসোর পর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে চাদিয়ানরা। দেশটিতে উপনিবেশবাদী ও দখলদার ফরাসি সৈন্যদের উপস্থিতির প্রতিবাদে চাদিয়ানরা রাজধানী এনসেমিনের রাস্তায় জড়ো হয়েছে। এসময় বিক্ষোভকারীদের উপর পিপার স্প্রে ব্যবহার করে হুকুমের গোলাম পুলিশ বাহিনী।

বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় চাদের রাজধানীতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে পুলিশ।

এএফপির সাথে কথা বলার সময়, চাদিয়ান সামরিক কর্মকর্তারা জানায় যে, বিক্ষোভকারীরা ফরাসি তেল জায়ান্ট টোটালের অন্তর্গত জ্বালানী স্টেশনগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এসময় তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে গেলে আমাদের অনেক পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়।

এছাড়াও, বিক্ষোভকারীরা রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। সেখানেও হুকুমের গোলাম এই পুলিশ বাহিনী বিক্ষোভকারীদের বাধা দেয়।

উল্লেখ্য যে, উপনিবেশবাদী ফ্রান্স ধীরে ধীরে আফ্রিকার দেশগুলোতে নিজেদের আধিপত্য হারাচ্ছে। একই সাথে সেখানে শক্তিশালী এক উত্থানকাল চলছে আল-কায়েদার মতো ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের। তাঁরা ফ্রান্সের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করে তুলছেন। আর এরই ফসল হচ্ছে চলমান এই বিক্ষোভ।

১৬ই মে, ২০২২

এবার কর্ণাটকে টিপু সুলতান মসজিদ স্থানে হনুমান মন্দির থাকার দাবি হিন্দুত্ববাদীদের

মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙার পরে নতুন করে বিভিন্ন মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। বিশেষ করে বারাণসীর জ্ঞানভাপি মসজিদ, মথুরার মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির করার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে। এবার তারা টিপু সুলতান মসজিদ নিয়েও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। হিন্দুত্ববাদীরা মন্দিরের উপর মসজিদ বানানো হয়েছে বলে দাবী করেছে। টিপু মসজিদটি ২৩৬ বছর আগে নির্মিত। মসজিদটি জামা মসজিদ বা মসজিদ-ই-আলা নামে পরিচিত।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী নরেন্দ্র মোদি ভিচার মঞ্চের সদস্যরা মান্ডিয়ার জেলা কালেক্টরের কাছে একটি মেমো জমা দিয়ে দাবি করেছে যে মসজিদটি একটি হনুমান মন্দিরের উপর নির্মিত এবং এটি হিন্দুদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত।

কালী মঠের ঋষি কুমার স্বামী নামে আরেক ব্যক্তি দাবি করেছে যে, ১৭৮৪ সালে হনুমান মন্দির ভেঙে ফেলার পরে মসজিদটি টিপু সুলতান তৈরি করেছিলেন। সে আরো বলেছে, টিপু সুলতানের শাসনামলে হনুমান মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়।

এই হিন্দুত্ববাদী ঋষি কুমার স্বামী গত জানুয়ারিতে মসজিদ ভেঙে ফেলার হুমকি দিয়েছিল।

কেমন যেন তারা এটাই বুঝাতে চায়, আইন-আদালতে যাই থাকুক, তারা নিজেদের ইচ্ছামাফিক তা পরিবর্তন করে নিবে। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা আইন বানিয়ে নিবে। অথবা, যদি ১০জন মুসলিমকে মারলে বেআইনী কাজ হয়, তাহলে তারা সেই বেআইনী কাজটাই করবে। যদি মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণ করাটা বেআইনী হয়, তবুও তারা মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণ করবে! অর্থাৎ, তাদের হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় যা করার দরকার, সবই তারা করবে। এমনকি এক্ষেত্রে তারা নিজেদের বানানো আইনেরও তোয়াক্কা করবে না। তাই ইসলামি বিশ্লেষকগণ যা কিছু করার, মুসলিমদেরকেই করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

------

1. Karnataka: Now, Hanuman temple claim over Tipu Sultan's mosque https://tinyurl.com/2p9cvxm4

১৫ই মে, ২০২২

নাইজেরিয়ায় ফের আইএসের ২টি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, উপকৃত হচ্ছে আনসারু

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক সময়ের আইএস অনুগত বোকো হারামের উপস্থিতি। দলটির আবু বকর শেকাউ-এর পরে তাদের নতুন নেতা সম্প্রতি একটি বিবৃতি জারি করেছে। যেখানে এই নেতা আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছে।

বোকো হারাম, যেটি মে মাসের শুরুতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি ভিন্ন ভিডিও প্রকাশ করেছে। দলটি "আবু উমাইমা" নামে একজনকে তাদের নতুন নেতা হিসাবে ঘোষণা করেছে।

গোষ্ঠীর সদস্যরা নতুন নেতার প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করার সময় এটি বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে ধর্মদ্রোহী নাইজেরিয়ান সরকার এবং আইএস সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বোকো হারামের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।
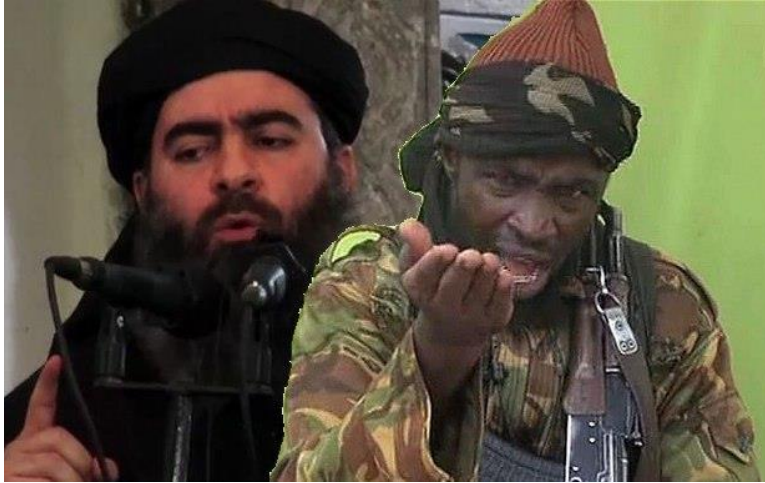
উক্ত ভিডিওটিতে উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়া এবং লেক চাদে বোকো হারাম সদস্যদের কার্যকলাপের ফুটেজও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

আইএস বা বোকো হারামের নেতা শেকাউ হত্যা:

প্রাক্তন আইএস এবং বোকো হারাম নেতা আবু বকর শেকাউ গত বছরের ১৯ মে আইএসের অন্য একটি গ্রুপের সাথে সংঘর্ষে মারা যায়। সংঘর্ষের কারণ ছিলো, আইএসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শেকাউকে হটিয়ে নতুন একজনকে নেতা হিসাবে ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘোষিত নতুন এই নেতা অপরাধ ও ভ্রান্তির দিক দিয়ে শেকাউকেও ছাড়িয়ে যায়। এতে অসন্তুষ্ট হয় শেকাউ ও তাঁর অনুগত (বোকো হারাম) যোদ্ধারা। ফলে কেন্দ্রীয় আইএসের সাথে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে বোকো হারাম নেতা শেকাউ'র, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়।

নাইজেরিয়ার একটি গবেষণা সূত্রের উদ্ধৃতি অনুসারে, বোকো হারামের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত সাম্বিসা ফরেস্টে আইএস দ্বারা সংগঠিত হামলায় শেকাউ নিহত হয়। যখন আইএস সদস্যরা সাম্বিসা এলাকাটি বোকো হারাম কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ নেয়। এসময় তারা শেকাউ এর বাহিনীকে ঘেরাও করে, পরে শেকাউ আলোচনা করতে রাজি হয়।

কয়েক ঘন্টা ধরে আইএস অনুগত দুই গ্রুপের মধ্যে চলে আলোচন। এসময় আইএস শর্ত দেয় যে, শেকাউকে তার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে এবং পুরোপুরি আইএসে যোগদান করতে হবে। এছাড়া আইএস শেকাউর কোন কথাই শুনবে না। ফলে কোন গ্রুপই আলোচনায় একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পারে নি। যার ফলশ্রুতিতে সেখানে উভয় গ্রুপের মধ্যে লড়াই সংঘটিত হয়। এতে শেকাউ সহ আইএসেরও অনেক সদস্য নিহত হয়।

বোকো হারাম-আইএস সংঘর্ষ:

বোকো হারাম নেতা আবু বকর শেকাউ ২০১৫ সালে আইএসআইএসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। এরপর প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ করেই সংগঠন থেকে বরখাস্ত করা হয় শেকাউকে। ফলে এই অঞ্চলে নতুন

আইএসআইএস কাঠামো এবং শেকাউ গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। যা দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। সর্বশেষ তা নিজেদের নেতাকেই হত্যা করে।

স্থানীয় সূত্র মতে, নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএসআইএস এবং বোকো হারামের সহযোগীদের মধ্যকার সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কয়েক শত যোদ্ধা নিহত ও আহত হয়।

এই যুদ্ধের ফলে উপকৃত হচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারু:

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আইএসের এই দুই গ্রুপের মধ্যে চলমান সংঘর্ষের ফলে উপকৃত হচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী। যেই গ্রুপটি আনসারু নামে নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠছে। পাশাপাশি বেনিনের পূর্বাঞ্চলেও প্রাকাশ্যে দাওয়াহ্ ও জনসেবামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছেন তাঁরা।

এর ফলে নাইজেরিয়া সহ সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে জনপ্রিয়তা বাড়ছে আনসারুর। অন্যদিকে অনেক আইএস সদস্যও তাদের মধ্যকার এই সংঘর্ষের পর থেকে আইএস-বোকো হারাম ছাড়তে শুরু করেছে। যাদের বড় একটি অংশ আবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আনসারুর সাথে এসে মিলিত হচ্ছে। ফলে আনসারু যেমনিভাবে জনগণের কাছ থেকে সমর্থন ও নতুন যোদ্ধা পাচ্ছেন, তেমনিভাবে আইএস থেকে প্রশিক্ষিত অনেক যোদ্ধাকেও নিজেদের দলে ভেড়াতে সক্ষম হচ্ছেন।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

ছেলেকে পড়তে পাঠানোর 'অপরাধে' উইঘুর মুসলিম নারীর ১৬ বছরের কারাদণ্ড

পূর্ব তুর্কিস্তান এখন প্রথিবির সবচেয়ে উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত হয়েছে। সেখানেই এবার উইঘুরের এক মুসলিম নারীকে ১৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে দখলদার চীন সরকার।

সম্প্রতি বার্তা সংস্থা ডোম (DOAM) এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ছোট্ট সন্তানকে ইসলামি শিক্ষা প্রদান করতে মিশরে প্রেরণ করেন এক উইঘুর মা। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর সন্তান পরিবারের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে। কিন্তু এই স্বপ্নই তাঁর জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। এ জন্য চীন সরকার ২০১৮ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে ১৬ বছর কারাদণ্ডের জঘন্য রায় দেয়া হয়।

চীনা দখলদার সরকার পূর্ব তুর্কিস্তানে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য নিপিড়ন চালাচ্ছে। শিক্ষা মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও চীনা নাস্তিক্যবাদীদের কাছে মুসলিমদের মানবাধিকার কানাকড়িও নেই।

তথ্যসূত্র:

------

1. Uyghur Muslim Mother Sentenced To 16 Years In Prison For Sending Her Son To Study
https://tinyurl.com/32d9ndcs

বুরকিনা ফাঁসো | কারাগার থেকে ৩ কমান্ডার সহ এক ডজনেরও বেশি মুজাহিদকে মুক্ত করল আল-কায়েদা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোর কুসি রাজ্যে একই রাতে ২টি অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে দেশটির সামরিক বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য হতাহত হওয়া ছাড়াও ৩ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে মুক্ত করে নিয়েছে আল-কায়েদা।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' তাদের সাপ্তাহিক এক পর্যালোচনায় নিশ্চিত করেছে যে, তাদের বীর যোদ্ধারা গত ৯ মে রাতে বুরকিনা ফাঁসোর কুসি রাজ্যে পর পর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন। যেগুলো নৌনা এবং দেদগু এলাকায় দেশটির গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে চালানো হয়েছিল।

এরমধ্যে প্রথম হামলাটি চালানো হয় রাজ্যটির নৌনা এলাকায়। যেখানে ধর্মদ্রোহী সামরিক বাহিনীর একটি কারাগার লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেই কারাগারটিতে প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম-এর ৩ জন উচ্চপদস্থ কমান্ডার সহ এক ডজনেরও বেশি মুজাহিদকে বন্দী করে রেখেছিল সেনারা।

মুজাহিদগণ রাতের শেষ প্রহরে কারাগারটিতে অভিযান চালান। এসময় তাঁরা ৩ জন মুজাহিদ কমান্ডার সহ এক ডজনেরও বেশি মুজাহিদকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। এবং নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

একই রাতে মুজাহিদগণ আরও একটি সফল হামলা চালান রাজ্যটির দেদুগু শহরে। যেখানে সেনাবাহিনীর একটি কাফেলা টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে অসংখ্য ধর্মদ্রোহী সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়। একই সাথে মুজাহিদগণ ২টি AKs, ১টি আরপিজি, ৯টি মোটরসাইকেল এবং প্রচুর সংখ্যক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

কাশকারি তেলক্ষেত্র থেকে দৈনিক ৬,৩১০,০০০ ডলার রাজস্ব আয় তালিবান সরকারের

গত ৮ এপ্রিল আফগানিস্তানের সারাইপুল প্রদেশে একটি তেলের রিজার্ভ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন তালিবান সরকার। তখন উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী মোল্লা আব্দুল গানি বারাদার এবং খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শিহাবুদ্দিন দেলওয়ার হাফিজাহুমুল্লাহ সহ বেশ কয়েকজন তালিবান শীর্ষ কর্মকর্তা। কর্মকর্তারা তখন জানান যে, কাশকারি তেলক্ষেত্র থেকে শুরুর দিকে তালিবান সরকারের দৈনিক রাজস্ব আয় ছিল প্রায় দেড়-লাখ ডলার। তবে একমাসের ব্যবধানে তা এখন কয়েকগুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে তালিবান সরকার।

দেশটির অর্থমন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে থেকে জানা যায়, আফগানিস্তানের তেল কোম্পানিগুলি কাশকারি তেলক্ষেত্র থেকে তেল পরিশোধন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এক্ষেত্রে এই কোম্পানিগুলি বাহিরের দেশ থেকে আর তেল আমদানি করবে না। এর পরিবর্তে কোম্পানিগুলি কাশকার তেলক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন ১০ হাজার টন (প্রায় ৬০ হাজার ব্যারেল) অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করবে। যার এক টনের বাজার মূল্য ৬৩১ ডলার।

অর্থাৎ প্রতি এক ব্যারেল তেলের দাম পড়বে ১০৫ ডলার। অনুরূপ ৬০ ব্যারেল বা ১০ হাজার টনের বাজার মূল্য হবে ৬ মিলিয়ন ৩০০ হাজার ডলার। যার অর্থ দাঁড়ায় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার শুধু কাশকারি তেলক্ষেত্র থেকেই প্রতিদিন ৬,৩১০,০০০ ডলার রাজস্ব আয় করবে।

আলহামদুলিল্লাহ, এভাবেই তালিবান মুজাহিদিন অর্থনৈতিক সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

اللهم زد وبارك ، بحول الله تزدهر البلاد.

ভারতের হরিয়ানায় মুসলিম গ্রামগুলোতে হিন্দুত্ববাদী গো-রক্ষকদের সন্ত্রাসী হামলা

ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করতে যেন আর তর সইছে না উগ্র হিন্দুদের। একের পর এক ইস্যু দাড় করিয়ে তারা হয়তো দ্রুত সময়ের মধ্যেই মুসলিম গণহত্যা শুরু করে দিতে চাইছে। গো-রক্ষার নামে পিটিয়ে মুসলিম হত্যার পুরানো ইস্যুকে নতুন করে আবারো সামনে আনছে।

সম্প্রতি হরিয়ানার নুহতে গো-রক্ষকদের গুলি চালানো এবং জোরপূর্বক মুসলমানদের অপহরণ করার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

ভিডিওগুলির একটিতে দেখা যায়, একটি হিন্দুত্ববাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী রাওলির একজন দীন মজুর কর্মী রহিশকে তার বাড়ি থেকে লাঞ্ছিত করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যখন তার প্রতিবেশীরা এবং অন্যরা তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন হিন্দু সন্ত্রাসীরা ক্রমাগত গুলি চালায় এবং তাদের দূরে থাকার হুমকি দেয়।

আরেকটি ভিডিওতে, রাহিশের বড় ভাই হকমুদ্দিন মোহাম্মদকে একইভাবে লাঞ্ছিত করেছে। লোকেরা থামানোর চেষ্টা করলে হত্যা করার হুমকি দেয় উগ্র হিন্দুরা।।

তাদের বলতে শোনা যায়, "ওকে [হকমুদ্দিন] বাঁচানোর চেষ্টা করবেন না.. দূরে থাকুন.. আমরা আপনাকে গুলি করব।" (ছোড়নে কি কোশিশ মাত করিও.. দূর হো যাও.. গলি মার দেনে)।

অনলাইনে প্রচারিত তৃতীয় আারেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সশস্ত্র হিন্দু জনতা শেখপুর থেকে একটি গাড়িতে করে এস একজন মুসলিম ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

রাহিশ ও হকমুদ্দিনের বড় ভাই আস মোহাম্মদ বলেছেন, চরমপন্থী হিন্দু সংগঠন বজরং দলের সদস্যরা গ্রামে অভিযান চালায়। জাফরান শাল পরা সশস্ত্র হিন্দুরা গুলি চালাতে শুরু করে এবং হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দিতে থাকে।

"তারা আমার মা এবং আমার ভাইয়ের স্ত্রীকে গালিগালাজ করেছে।" রহিশের ভাই আস মোহাম্মদ বলেন, "ওরা আমার ভাইকে অপহরণ করে পুলিশে দিয়েছে।"

“আমি ফিরোজপুর ঝিরকা আদালতে আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করি; তাকে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল; তিনি অজ্ঞান ছিলেন এবং কথা বলতেও পারছিলেন না।...যখন আমি পুলিশকে জিজ্ঞাসা করি যে আমার ভাইকে কারা মারধর করেছে, তারা বলে যে এটি তারা নয়, বজরং দল করেছে।"গোহত্যায় জড়িত থাকার মিথ্যে অভিযোগে তাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে জেলে পাঠানো হয়েছে।

হকমুদ্দিনের মা বলেন, "আমার ছেলেকে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয় এবং সেই উগ্র হিন্দু জনতা তাকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। তারা আমার ছেলে হকমুদ্দিনের কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা এবং একটি মোটরসাইকেলও লুট করেছে। মোটরসাইকেলটি পরে থানায় পাওয়া গেছে।"

হকমুদ্দিনের স্ত্রী তার ৪ বছর বয়সী ছেলের শরীরে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বলেন, "বাবাকে টেনে নিয়ে যাওয়া দেখে কাঁদতে শুরু করলে তারা এই শিশুটিকেও মারধর করে। আমার স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তারা আমাকে মারধর ও গালিগালাজ করেছে।"

"যারা আমাদের উপর হামলা করেছে তারা আমাদের পাশের গ্রামের। এ কারণেই আমরা তাদের চিনি।"

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অন্যায় করছে।

"আমরা হামলাকারীদের নাম জানালেও পুলিশ কেন অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে?" অথচ, আসল হামলাকারীদের ধরছে না।

এমনকি পুলিশের উপস্থিতিতেই অভিযান চালানো হয়েছে বলে দাবি করে সন্ত্রাসী গৌরক্ষকরা ভিডিও প্রকাশ করেছে।

ভারতে একে একে নামাজে বাধা, গণহত্যার আহ্বান, হিজাব বিতর্ক ও হিজাব ইস্যু নিয়ে হামলা-আক্রমনের পর এখন আবার গো-রক্ষার ইস্যু সামনে এনে মুসলিমদের উপর চূড়ান্ত গণহত্যা চালানোর তোড়জোড় শুরু করেছে হিন্দু সন্ত্রাসীরা। অবস্থাদৃষ্টে তাই মুসলিমদেরকে নিজের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে জোড় তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন হকপন্থী উলামায়ে কেরাম।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ্

তথ্যসূত্র:

1. violent raids by cow-vigilantes grips haryanas muslim villages/- https://tinyurl.com/4s33hxwx
2. Bihar: তরুণকে পিটিয়ে খুন, অভিযোগ গোরক্ষকদের বিরুদ্ধে- https://tinyurl.com/2p8fvtx2 - https://tinyurl.com/mwtjsp3c

---

১৪ই মে, ২০২২

বুরুন্ডিয়ান সেনাদের পলায়নে ঘাঁটি ও এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিলো আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার মধ্য শাবেলি অঞ্চলের একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে পালিয়েছে 'এটিএমআইএস' এর অংশীদার দখলদার সৈন্যরা। পরে যার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১৪মে শনিবার দুপুরে, ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন বাহিনী শাবেলি রাজ্যের বাল'আদ জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম ও সামরিক ঘাঁটি থেকে পলায়ন করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে, আশ-শাবাবের ভয়ে বুরুন্ডিয়ান সেনারা দুপুরে 'হান শেখ' গ্রাম ও সেখানে অবস্থিত তাদের সামরিক ঘাঁটি খালি করে পালিয়ে গেছে। এরপর প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা কোন লড়াই ছাড়াই গ্রাম ও ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নেন।

উল্লেখ্য যে, এই মাসের ৩ তারিখে আইল-বারফ শহরে একটি যুগান্তকারী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ব্যাপক আক্রমণে ঐদিন ১৭৩ বুরুন্ডিয়ান সেনা নিহত হয়েছিল। বীরত্বপূর্ণ ঐ অপারেশনের পর আই-বারফ শহরে অবস্থানরত অন্যান্য সেনারা আশ-শাবাবের ভয়ে আতঙ্কিত আতঙ্কিত হয়ে শহরটি থেকে পালিয়ে যায়। পরে আশ-শাবাব মুজাহিদিন শহরটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

জায়নিস্ট আগ্রাসন | শরনার্থী ক্যাম্প ও নিহত সাংবাদিকের অন্ত্যষ্টক্রিয়াতে আক্রমণ ইসরাইলের

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের একটি শরনার্থী ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজন ফিলিস্তিনি নাগরিককে গুরুতর আহত করেছে দখলদার ইসরাইল সেনাবাহিনী।

গতকাল এ অভিযান চালায় সন্ত্রাসবাদী ইসরাইল। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, এ হামলায় ৬ জন ফিলিস্তিনি যুবক গুরুত আহত হয়ছে।

এছাড়াও গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় ১২ জন ফিলিস্তিনি যুবককে বিভিন্ন অজুহাতে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইল।

অন্যদিকে ইসরাইলের স্নাইপারের গুলি নিহত হওয়া ফিলিস্তিনের সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে গতকাল জেরুজালেমের একটি খ্রিস্টান কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।

এর আগে ফিলিস্তিনি এ সাংবাদিকের মরদেহ চার্চে নেওয়া হয়েছিল। এ সময় পথে দখলদার ইসরাইলি পুলিশ লাশ বহনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত বুধবার জেনিনে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর একটি কথিত অভিযানে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান শিরিন আবু আকলেহ ও অন্যান্য সাংবাদিকরা।

এ সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে ইসরাইল সেনাবাহিনী। তখন তিনি হেলমেট ও প্রেস লেখা সংবলিত জ্যাকেট পরে ছিলেন। এ ঘটনায় মৃত্যু হয় সাংবাদিক আকলেহ'র।

এ সময় জেরুজালেমভিত্তিক কুদস পত্রিকার আলী সামওদি নামে আরেক ফিলিস্তিনি সাংবাদিকের পিঠে গুলি চালায় ইসরাইলি বাহিনী। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনা ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

১। Several Palestinians injured by Israeli forces in Jenin refugee camp- https://tinyurl.com/489z57c5
২। Israeli forces assault mourners carrying Al Jazeera's Abu Aqleh's body- https://tinyurl.com/4wcf5pjv

---

এবার মুসলিম রাজাদের নামকৃত দিল্লির রাস্তাগুলোর নাম পরিবর্তন করতে চায় হিন্দুত্ববাদী সরকার বিজেপি।

এবার মুসলিম রাজাদের নামকৃত দিল্লির রাস্তাগুলোর নাম পরিবর্তন করতে চায় ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার বিজেপি। তাদের ভাষ্যমতে ভারতের রাজধানীতে মুসলিম রাজাদের নামের সেই রাস্তাগুলো হিন্দুদের জন্য "দাসত্বের প্রতীক"।

বিজেপি সভাপতি আদেশ গুপ্তা নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলকে (এনডিএমসি) ভারতের রাজধানীর ছয়টি রাস্তার নাম পরিবর্তন করার আহবান জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছে। উল্লেখ্য সেই রোডগুলোর নাম হচ্ছে তুঘলক রোড, আকবর রোড, আওরঙ্গজেব লেন, হুমায়ূন রোড, শাহজাহান রোড এবং বাবর লেন। সেই সাথে গুপ্তা আরও পরামর্শ দিয়েছে যেন তুঘলক রোডের নাম পরিবর্তন করে গুরু গোবিন্দ সিং মার্গ, আকবর রোডকে

মহারানা প্রতাপ মার্গ, আওরঙ্গজেব লেনকে এপিজে আব্দুল কালাম লেন, হুমায়ূন রোডকে মহর্ষি বাল্মীকি রোড, শাহজাহান রোডের নাম পরিবর্তন করে বিপিন রাওয়াত রোড এবং বাবর লেনের নাম পরিবর্তন করে ক্ষুদিরাম বোস লেন করা হয়।

পূর্বেও এই হিন্দুত্ববাদি দলের সভাপতি দিল্লির হুমায়ূনপুর, ইউসুফ সরাই, বেগমপুর এবং হাউজ খাস সহ এমন ৪০টি মুসলিম নামকৃত গ্রামগুলোর নাম পরিবর্তন করে তা স্বাধীনতা সংগ্রামী, শহীদ, দিল্লি দাঙ্গার শিকার, দেশের বিখ্যাত শিল্পী এবং ক্রীড়াবিদদের নামে নামকরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। এমনকি চরম মুসলিম বিদ্বেষী এই নেতা গত মাসে দক্ষিণ দিল্লির 'মোহাম্মদপুর' গ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'মাধবপুরম' নামের একটি বোর্ড স্থাপন করেছে। এই নেতা আরও দাবি করে বলেছে "বিজেপি ৪০ টি গ্রামের নাম পরিবর্তন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারা অবশ্যই তা করবে"।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতে মুসলিমদের সর্বপ্রথম আগমন শুরু হয় ৭'শ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়্যাহ শাসনামলে। এবং ভারতে মুসলিম শাসনামল শুরু হয় ১১'শ শতকের পরে। মুসলিম শাসনামলেই ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুরা শিক্ষার আলোতে আসতে শুরু করে এবং মুসলিম শাসনামলেই ভারতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থাপনা তৈরী হয় যা আজও বিপুল পরিমাণ পর্যটককে ভারতে আকৃষ্ট করে। যে মুসলিমদের আগমনে হিন্দুরা দাসত্বের শিকল ছিঁড়ে মুক্ত জীবন লাভে ধন্য হয়েছিলো সেই তারাই আজ মুসলিমদের শাসনামলকে "দাসত্বের সময়" বলে অভিহিত করছে।

তথ্যসূত্রঃ

BJP demands rechristening of Delhi roads named after Muslim kings- https://tinyurl.com/yvwrznnr

---

১৩ই মে, ২০২২

এবার ভারতের মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করলো হিন্দুত্ববাদী সরকার

এবার ভারতের মাদ্রাসার তালিবুল ইলমদের জোরপূর্বক শির্কী সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করলো সে দেশের হিন্দুত্ববাদী সরকার। উক্ত আদেশটি জারি করা হয়েছে সে দেশের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে। সেখানের সকল মাদ্রাসায় সমস্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ক্লাস শুরুর আগে শির্কী জাতীয় সংগীত "জন গণ মন" গাওয়া বাধ্যতামূলক করলো সেই রাজ্যের হিন্দুত্ববাদী সরকার।

উত্তর প্রদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার এস এন পান্ডে গত ৯ই মে সমস্ত জেলার সংখ্যালঘু কল্যাণ কর্মকর্তাদের এই মর্মে একটি আদেশ জারি করে যে মাদ্রাসাগুলি যেন পূর্বে গাওয়া ধর্মীয় প্রার্থনাগুলি চালিয়ে যাবার সাথে সাথে জাতীয় সংগীত -"জন গণ মন" চালিয়ে যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাদারিস আরাবমান খান বলেন, এতদিন মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণত হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও সালাম (মুহাম্মাদকে সালাম) ক্লাস শুরুর আগে পাঠ করা হতো। কিন্তু এখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াও আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গত মাসে রাজ্যের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী ধরমপাল সিং মাদ্রাসাগুলিতে জাতীয়তাবাদ শেখানোর উপর জোর দেওয়ার পরেই এই আদেশটি আসে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, মুসলিম যুবকদের ঈমান ধ্বংস করতে এবং তাঁদের অন্তরে শিরকের গোড়াপত্তনের জন্যেই এই পদক্ষেপটি নিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার। তাঁরা আরও বলছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের হকপন্থী আলেমদের এখন উচিত উক্ত পদক্ষেপের কঠোর বিরোধিতার সাথে সাথে মুসলিম যুবকদেরকেও শিরকের এই বিষাক্ত ছোঁবল থেকে হেফাযত করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP Govt makes singing national anthem compulsory at all Madrassas - https://tinyurl.com/mryfs6hs

---

টোগোতে সেনাবাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা : ১৫ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম দেশ টোগোতে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। দেশের উত্তর সীমান্তে সেনাবাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করে পরিচালিত উক্ত হামলায় ১০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১১ মে রাতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসো ও টোগো সীমান্তে সেনাবাহিনীর উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে দেশটির সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৬ এরও বেশি সেনা সদস্য। একই সাথে সেনাবাহিনীর একটি সামরিক পোস্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর ৬০ সদস্যের একটি দল দেশটির সাভানেস অঞ্চলে এই হামলাটি চালিয়েছেন। টোগো সেনাবাহিনীর একটি সামরিক পোস্ট টার্গেট করে হামলা চালানোর পর প্রতিরোধ যোদ্ধারা সেখান থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন।

সম্প্রতি, বুরকিনা ফাঁসোর দক্ষিণ সীমান্তের দেশ বেনিন এবং আইভরি কোস্টের সামরিক বাহিনীর উপরও একাধিক হামলা চালিয়েছেন জেএনআইএম যোদ্ধারা। তবে হামলাগুলোতে কত সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

সাম্প্রতিক এই হামলাগুলো এমন একটি সময়ের চালানো হচ্ছে, যখন আল কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) পুরো পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করেছে।

একই সময়ে, আল-কায়েদা-সংযুক্ত আনসারু সম্প্রতি সক্রিয় হয়েছে বেনিনের পূর্ব অংশে। যেটি টোগোর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। একই সাথে নাইজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে দলটি তাদের অবস্থান মজবুত করে চলছে।

ধারনা করা হচ্ছে যে, আল-কায়েদা আফ্রিকায় তাদের কার্যক্রমে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে চলছে। অর্থাৎ বৃহত্তর আফ্রিকায় ৪টি ভাগে কাজ করবে আল-কায়েদা।

মালি | সামরিক কনভয়ে মুজাহিদদের হামলায় হতাহত ৮, ৫টি সাঁজোয়া যান গনিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর একটি সফল হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে **৩** সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, সম্প্রতি মালির নিয়ালা অঞ্চলে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। যেখানে কনভয়টি লক্ষ্য করে প্রথমে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পরে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট (জেএনআইএম) বীর যোদ্ধারা সেনাদের টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান।

আল-কায়েদা কর্তৃক সেনা কনভয়ে পরিচালিত এই হামলায় **৩** সেনা সদস্য নিহত এবং আরও **৫** সেনা সদস্য আহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে মুজাহিদগণ উক্ত কনভয়ের **৫**টি সাঁজোয়া যান, **৫**টি PK, **৫**টি AK, **২**টি KIA, **১**টি km-450 এবং অন্যান্য **২০**টি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন। এসবের মধ্যে আরও রয়েছে **১টি ব্যালিস্টিক মিসাইল** এবং হেলমেট সহ অন্যান্য অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম। আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই অঞ্চলে হামলা বেড়িয়েছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। যারা পশ্চিমা ও ইউরোপীয় দেশগুলির আধিপত্য থেকে পশ্চিম আফ্রিকাকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন বৃহত্তর ইসলামি শরিয়াহ্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বছরের পর বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিন্দু রাষ্ট্র সম্মেলনে মুসলিমদের 'ক্যান্সার' আখ্যা ও ঘরে ঢুকে হত্যার হুমকি

ভারতের চারিদিকে শুধুই মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরু ও হিন্দুত্ববাদী নেতা নেত্রীরা।

তারই ধারাবহিকতায় এবার বেঙ্গালুরুতে 'বেঙ্গালুরু হিন্দু রাষ্ট্র সম্মেলনে'র মুসলিম বিদ্বেষী আয়োজন করে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী। সেখানে ৩০০ জনেরও বেশি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী জমায়েত হয়। শহরের রাজাজিনগর পাড়ায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন জনজাগৃতি এটির আয়োজন করে।

আয়োজকদের মতে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল খুব সহজে – ভারতকে একটি ‘হিন্দু রাষ্ট্রে’ পরিণত করার বিষয়ে পরিকল্পনা করা।

হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির কর্ণাটকের মুখপাত্র ও সংগঠক-মোহন গৌড়া বলেছে, “তারা (মুসলিমরা) আমাদের দেশকে রোগের মতো গ্রাস করছে। সে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলতে মিথ্যে তথ্য দিয়ে বলেছে, একটি হিন্দু শিশুর বিপরীতে পাঁচটি মুসলিম শিশু রয়েছে। তবুও মুসলমানরা সংখ্যালঘু। এই কারণেই আমরা এই সভার আয়োজন করেছি মানুষকে সচেতন করতে যে আমাদের একটি হিন্দু রাষ্ট্র দরকার।

হিন্দু রাষ্ট্র বলতে সে কী বোঝাতে চাচ্ছে- জানতে চাইলে গৌড়া হেসে বলেছে, “এটা কি স্পষ্ট নয়? যেখানে শুধু হিন্দুরাই থাকে।"

উল্লেখ্য, ভারতে জনসংখ্যার মাত্র ১৪% মুসলিম। সে হিসেবে একটি হিন্দু শিশুর বিপরীতে পাঁচটি মুসলিম শিশু পাওয়া যাওয়া তো দূরের কথা পাঁচটি হিন্দু শিশুর বিপরীতেও একটি মুসলিম শিশু পাওয়া যাবে না।

আরেক উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজকুমার, একজন প্রাক্তন সাংবাদিক যে এখন কন্নড় নিউজ চ্যানেলগুলিতে বিতর্কে উপস্থিত হয় এবং নিয়মিতভাবে মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য করে।

সে বলেছে, “আমরা এত বছর ধরে মুসলমানদের তাদের বিশ্বাস অনুশীলন করতে দিয়েছি। তারা আমাদের সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে মসজিদ নির্মাণ ও নামাজ পড়তে দিয়েছে। এখন, আমরা তাদের লাউডস্পিকার অপসারণ করতে বলেছি কারণ এটি হিন্দুদের বিরক্ত করতে শুরু করেছে।

সে সবাইকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মতো হতে অনুরোধ করে। কারণ হিন্দুত্ববাদী যোগী সম্প্রতি মসজিদে লাউডস্পিকারের উপর ক্র্যাক ডাউন করেছে। বহু মসজিদ থেকে মাইক নামিয়ে নিয়েছে। যোগী আরো বলেছে, যদি কর্ণাটকের মসজিদগুলি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের লাউডস্পিকার না সরিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে হবে যতক্ষণ না তারা বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য, ঐ মুসলিম বিদ্বেষী অনুষ্ঠানের বক্তাদের মধ্যে ছিল মোহন গৌড়া, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির রাজ্য মুখপাত্র। এস ভাস্করন, বিশ্ব সনাতন পরিষদ। জি এম নটরাজ, কর্ণাটক হাইকোর্টের আইনজীবীর মতো হিন্দুত্ববাদী নেতারা।

আইনজীবী জিএম নটরাজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বিষয়ে আইনগতভাবে কীভাবে যেতে পারে সে সম্পর্কে কথা বলেছে। সে তার বক্তৃতা শুরু করেছে দেশের বিভিন্ন শব্দ দূষণ ও পরিবেশ সুরক্ষার কথিত আইন তুলে ধরে। সে বলেছে, মসজিদের লাউডস্পিকার ওই সব আইন লঙ্ঘন করে।

তার ভাষায়,- "মুসলিমরা পাল্টা বলে যে তারা এটি মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটা শুধু নামাযের আযান নয়। এটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য মসজিদ থেকে জাগ্রতকরণ এবং নামায় আদায় করার আহ্বান। এবং এই সংকল্প করা যে তারা অন্যদের হত্যা করবে। এমন ডাক শুনলে হিন্দুরা ভয় পেয়ে যায়। মসজিদের আশেপাশে জোরে আযান দেওয়ার সময় হিন্দু পরিবারগুলোর বুক ধড়ফড় করে এবং আতঙ্কিত হয়। কারণ তারা জানে যে এটি মুসলমানদের হিন্দুদের হত্যা করতে বলছে। এটা কি মানসিক যন্ত্রণা এবং হয়রানি নয়?

নটরাজ তখন দর্শকদের জানায় যে তারা কীভাবে মসজিদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করতে পারে। "প্রথমে আপনার প্রতিটি এলাকার সব মসজিদের তালিকা তৈরি করুন। এই তালিকাটি নিয়ে থানায় যান এবং তাদের জিজ্ঞাসা করুন যে মসজিদগুলি লাউডস্পিকার স্থাপনের অনুমতি নিয়েছে কিনা। পুলিশ আপনাকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। আর আপনাকে আপনার অবস্থানে দাঁড়াতে হবে। উচ্চস্বরে এবং আত্মবিশ্বাসী হোন এবং তাদের বলুন কিভাবে মসজিদের লাউডস্পিকার শব্দ দূষণের নিয়ম লঙ্ঘন করে। আপনার এলাকার মসজিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না করা পর্যন্ত থানা ছেড়ে যাবেন না। যদি প্রয়োজন হয়, পুলিশকে মসজিদে নিয়ে যান এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের অনুমতি আছে কি না?"

একজন সদস্য উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, "ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে, এক ভি মুল্লে কো নাহি ছাড়েঙ্গে" (আমরা তাদের ঘরে ঢুকে মারব, একজন মুসলমানকেও ছাড়ব না।)

এভাবেই প্রকাশ্যে মুসলিম নির্মূলের ঘোষণা দিয়ে উগ্র হিন্দু নেতারা মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুসলিমরা যদি এখনো সচেতন না হোন, কিংবা নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু না করেন, তাহলে হয়তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রক্তাক্ত এক নিকট ভবিষ্যৎ।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র

----

1. “Muslims Are Cancer”: Witnessing A Hindu Rashtra Convention In Bengaluru- https://tinyurl.com/y5s27fa7

2. Suresh Chavhanke Administers Oath to Make India ‘Hindu Rashtra’, BJP MLA Present– https://tinyurl.com/4kz8b269

3. CM Yogi Adityanath’s group took pledge to convert India into a Hindu Rashtra.– https://tinyurl.com/23sk522e

4. “A nation was created for them [Muslims] on the basis of religion, go and live there, this nation [India] belongs to Hindus.” – Says BJP parliamentarian Sadhvi Pragya, – https://tinyurl.com/3fsmbd2s

---

আশ-শাবাবের দুর্দান্ত সব হামলায় ৫৫ ইথিওপিয়ান সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার ইথিওপিয়ান সামরিক বাহিনীর উপর একের পর এক সফল হামলা চালাচ্ছেন সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার ফলে প্রতিদিনই লাশের কফিন সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়া সূত্রে জানা যায়, গত এক সপ্তাহে প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার ইথিওপিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধে ৮টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ৫টিতেই ইথিওপীয় সামরিক বাহিনীর ৫৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

এসব হামলার মধ্যে রয়েছে, গত ১২ মে বাকুল রাজ্যের আইল-বারদী শহরে আশ-শাবাব কর্তৃক মাইন বিস্ফোরণ। যা দখলদার বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছিল। এতে ৯ সৈন্য নিহত এবং আরও ৬ সৈন্য আহত হয়।

এই হামলার একদিন আগে রাজ্যটির বাইদাউয়ে ও ওয়াজিদ শহরে ২টি পৃথক হামলা চালান মুজাহিদগণ। এরমধ্যে বাইদাউয়ে শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় ১৬ সেনা নিহত হয়। আহত হয় আরও অসংখ্য সৈন্য। এদিন ওয়াজিদ শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় আরও ৫ দখলদার সৈন্য নিহত হয়।

সেই একই রাজ্যের বুরাহকাবা শহরে গত ৯ মে আরও একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা ইথিওপীয় সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে ১০টি রকেট দ্বারা চালানো হয়েছিল। এতে কমপক্ষে ১১ দখলদার সৈন্য হতাহত হয়।

একই শহরে ৭ই মে এর পর পর ৪টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যা ইথিওপীয় সামরিক কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়। যার ফলশ্রুতিতে ৮ এর বেশি দখলদার সৈন্য হতাহত হয়।

১১ই মে, ২০২২

কুতুব মিনারের নাম বদলে 'বিষ্ণু স্তম্ভ' এবং সেখানকার মসজিদকে মন্দির বানানোর দাবিতে বিক্ষোভ

ভারতে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একে এক মুসলিমদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে জড়িত সকল স্থাপনার নাম বদলে দিচ্ছে। এবার নাম বদলের দাবি তুলে বিক্ষোভে নেমেছে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া শিবির। কুতুব মিনারের নাম বদলে রাখতে হবে বিষ্ণু স্তম্ভ। আর এই দাবিতে গত ১০ মে মঙ্গলবার কুতুব মিনারের কাছে বিক্ষোভ করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মহাকাল মানবসেবা প্রোটেস্ট। বিক্ষোভে অংশ নেয় আরও কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংগঠন।

হিন্দু সংগঠন- ইউনাইটেড হিন্দু ফ্রন্ট- অন্যান্য হিন্দু দলগুলি মঙ্গলবার কুতুব মিনারের প্রাঙ্গণে হনুমান চালিসা পাঠ করার ঘোষণা করেছিল। ইউএইচএফ-এর কার্যনির্বাহী সভাপতি হিন্দুত্ববাদী জয়ভগবান গোয়েল এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। গোয়েল অন্যান্য হিন্দু গোষ্ঠীগুলিকে মিনার কমপ্লেক্সে হনুমান চালিসা পাঠে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়।

হিন্দুত্ববাদী দলগুলো কুতুব মিনারের ভিতরের মসজিদটিকে মন্দির ঘোষণা এবং এর প্রাঙ্গনে হনুমান চালিসা পাঠের অনুমতি দেওয়ার দাবি করছে। এতে কুতুব মিনারকে 'বিষ্ণু স্তম্ভ' হিসেবে নামকরণের দাবি করে। প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভকারীরা সেখানে উপস্থিত থেকে স্লোগান দিতে থাকে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দিল্লী বিজেপি দাবি তুলেছে রাজধানীর আকবর রোড, হুমায়ুন রোড, ঔরঙ্গজেব লেন, তুঘলক লেনের মতো সড়কের নাম বদলে দেওয়া হোক। উত্তর দিল্লীর পুরসভার চেয়ারম্যানকে এক চিঠিতে দিল্লীর বিজেপি সভাপতি আদেশ গুপ্ত এই দাবি জানিয়েছে। তাঁর দাবি ওই সড়কগুলির নাম বদলে মহারানা প্রতাপ, গুরু গোবিন্দ সিং, মহর্ষি বাল্মিকী ও জেনারেল বিপিন রাওয়াতের নামে রাখা হোক। এর মধ্যে এবার নতুন করে যুক্ত হল কুতুব মিনারের নাম বদলে দেওয়ার দাবিও। নাম বদলে রাখতে হবে বিষ্ণু স্তম্ভ।

এর আগে কুতুব মিনারকে ঘিরে অন্য বিতর্কও হয়েছে। সেখানে অবস্থিত ২৭টি কক্ষকে মন্দির বানিয়ে আবার নতুন করে নির্মাণের দাবি জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এমনই দাবি করতে দেখা গিয়েছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী দলের জাতীয় মুখপাত্র উগ্রবাদী বিনোদ বনসলকে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত কুতুব মিনার নিয়ে বিতর্ক কিন্তু আজকের নয়। এর আগেও দিল্লির সাকেত আদালতে দায়ের হয়েছিল তিনটি মামলা। তাতেও এটিকে মন্দির হিসেবে পুনর্নির্মাণ করার আবেদন জানানো হয়েছিল। ইতিপূর্বেও হিন্দুত্ববাদীরা বিভিন্ন মুসলিম স্থানের নাম বদলে দিয়েছে। সম্প্রতি মুসলিম সম্রাট শাহজাহানের তৈরি তাজমহল কোনো দিন 'তেজো মহালয়া' নামে মন্দির ছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Right-wing group chants Hanuman Chalisa, demands renaming Qutab Minar, detained- https://tinyurl.com/5n7ryv9v
2. বাবরির মতো এবার তাজমহলও গ্রাসের চেষ্টায় হিন্দুত্ববাদীরা– https://tinyurl.com/3dk3y4tz
3. The Hindutva Project To Rewrite History And Destroy Historic Architecture– https://tinyurl.com/zukd4856
4. প্রত্নতাত্ত্বিক দেয়ালেও ছিল মসজিদের বৈশিষ্ট্য – https://tinyurl.com/2p87ufxw

---

হালাল গরুর মাংস বিক্রয় কর্মীদের মারধর হিন্দুত্ববাদী আরএসএস সন্ত্রাসীর

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের জন্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। গোটা ভারতেই মুসলিমদের উপর চলছে উগ্র হিন্দুদের নিষেধাজ্ঞার নোংরা খেলা। উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের খাবার, পোষাক, চলাফেরা, ব্যবসা সবকিছুর উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার একটি সুপারমার্কেটে হালাল গরুর মাংস বিক্রি করা নিয়ে বিতর্ক বাধিয়েছে এক হিন্দুত্ববাদী। পরে মুসলিম কর্মীদের হিন্দুত্ববাদী আরএসএস সন্ত্রাসী ও তার বন্ধু মিলে মারধর করে। মুসলিমদের উপর হামলাকারীর সেই উগ্র হিন্দু যুবকের নাম প্রসূন। সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সন্ত্রাসীদের কর্মী।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রসূন তার বন্ধুর সঙ্গে সুপার মার্কেটে গিয়ে অযথাই হালাল সার্টিফিকেট ছাড়াই গরুর মাংস চায়। তর্ক-বিতর্কের পর দুজনে মুসলিম কর্মীদের ওপর হামলা চালায় এবং ফলে তিনজন কর্মচারী আহত হয়।

ভারতে এখন মুসলিম বিদ্বেষ এতোই প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, কম-বেশি প্রত্যেক হিন্দুই এখন অন্তরে মুসলিম বিদ্বেষ পোষণ করে। সুযোগ পেলেই তা মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করে তারা। যা অতিশীঘ্রই একটি ব্যাপক মুসলিম গণহত্যার রূপ নিতে যাচ্ছে- এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন বিশ্বের গণহত্যা বিশেষজ্ঞগণ। এমন ভয়ঙ্কর

পরিস্থিতিতে তাই মুসলিমদের সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রতিরক্ষা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানী আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Man arrested for assaulting supermarket staff over halal beef - https://tinyurl.com/bdhp38f9

১০ই মে, ২০২২

পাঞ্জশিরে দেশদ্রোহীদের দমন মিশনে তালিবান: নিহত ১৫৮, বন্দী ৪৪০

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনী পাঞ্জশির প্রদেশ ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে নতুন করে চিরুনী অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। যার লক্ষ্য নিরপরাধ মানুষ হাত্যাকারী ও দেশদ্রোহীদের সমূলে দমন করা।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ইমারাতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনী আজ ১০ মে থেকে, পাঞ্জশিরে লুকিয়ে থাকা দেশদ্রোহী আহমদ শাহ মাসুদের অনুসারীদের কঠোর হস্তে দমন করতে শুরু করেছেন। এবং সেখানে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছেন।

সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে যে, এ পর্যন্ত কয়েক ডজন দেশদ্রোহীকে তালিবানরা হত্যা ও গুরুতর আহত করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী তালিবানের হাতে ধরাও পড়েছে। তাদের অনেক ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার হতে দেখা যায়।

স্থানীয় কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, গত ২৪ ঘন্টার চিরুনি অভিযানে, ইমারাতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনীর হাতে ৩৫০ বিদ্রোহী বন্দী হয়েছে। আত্মসমর্পণ করেছে আরও ৯০ দেশদ্রোহী। একই সাথে নব্য গেরিলা যুদ্ধের আবিষ্কারক বীর মুজাহিদদের সাথে সংঘর্ষে জড়াতে গিয়ে নিহত হয়েছে ১৫০ বিদ্রোহী, আহত হয়েছে আরও ৮ গাদ্দার।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পাঞ্জশিরের প্রাদেশিক তথ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, এই অভিযানের সময় ছয় তালিবান মুজাহিদও শহীদ হয়েছেন এবং দুইজন আহত হয়েছেন।

এদিন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা সিরাজুদ্দিন হাক্কানি হাফিজাহুল্লাহ্‌ পাঞ্জশির পরিদর্শন করেছেন। এসময় তিনি জানান, উদ্বেগের আর কিছু নেই।

একইভাবে প্রাদেশিক একজন জেলা প্রশাসক আব্দুল জালাল জানান, তাঁরা বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটিগুলো চিহ্নিত করে অভিযান চালাচ্ছেন। যার মাধ্যমে ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ বিদ্রোহীদের বড় আকারের হামলা চালানোর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তথাপিও মুজাহিদগণ জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে পাঞ্জশিরে সেখানে এখনো বড় ধরনের অভিযান চালাচ্ছেন।

পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বাড়ালো টিটিপি

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) গত ১ মে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল। নতুন করে এই সময়সীমা আরও পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে একটি নতুন লিখিত আদেশনামা জারি করা হয়েছে। যেখানে ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে পূর্ব ঘোষিত যুদ্ধবিরতির সময়সীমা আরও পাঁচ দিনের জন্য বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

টিটিপি'র সামরিক কমিশন এই আদেশ জারি করেছে, যেখানে প্রতিরোধ বাহিনীর সর্বস্তরের যোদ্ধাদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, কেউ যেন নতুন এই আদেশ লঙ্ঘন না করে এবং নিজেদের থেকে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধে না জড়ায়।

টিটিপি কর্তৃক ঘোষিত নতুন বিবৃতিতে এটি স্পষ্ট যে, চলমান যুদ্ধবিরতি আগামী ১৫ মে পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই সময়সীমা শেষ হলে ১৬ মে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য নতুন নির্দেশ জারি করা হবে।

উল্লেখ্য, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) আমির রমজানের শেষে দিকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন। তবে এই যুদ্ধবিরতি কোন চুক্তির অধীনে ঘটছে, তা কোন পক্ষই নিশ্চিত করেনি।

তবে সম্প্রতি কিছু সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, ঈদের পরে পূণরায় টিটিপি'র সাথে বৈঠকে বসেছে পাকিস্তান সরকার। এই বৈঠকে এখন পর্যন্ত টিটিপির উচ্চপদস্থ ৩ জন কমান্ডার সহ কয়েকজন মুজাহিদকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে সরকার দলীয় প্রতিনিধী দল। তাই বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই আলোচনা আরও ফলপ্রসু করতেই যুদ্ধবিরতির সময়সীমা বাড়িয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি।

কেবল পাকতিয়া প্রদেশেই ৫ মাসে ৮৭ হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ তালিবান প্রশাসনের

আফগানিস্তানের গত ৬ মে ইসলামি ইমারতের কৃষি, সেচ ও গবাদি পশু বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ২০২১-২২ সাল জুড়ে গত ৫ মাসে পাকতিয়া প্রদেশের ৮৭ হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁরা। অভাবি, দরিদ্র ও শহীদ পরিবারসমূহের মাঝে এই খাদ্যসামগ্রি বিতরণ করা হয় বলে জানানো হয়।

ওআরডি এর সহায়তায় পাকতিয়া প্রদেশজুড়ে এই সহায়তা প্রদান করে কৃষি, সেচ ও গবাদি পশু বিভাগ।

অ্যামেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের টানা ২০ বছরের অন্যায় যুদ্ধ, অবরোধ এবং আফগান রিজার্ভ আটকের ফলে আফগানিস্তানের জনগণ আর্থিক বিপর্যয়ে পরে যায়। এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণকল্পে নানান পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি অতি সমস্যাকবলিত এলাকায় সমানতালে ত্রান কার্যক্রমও পরিচালনা করে যাচ্ছেন তালিবান সরকার।

ধারাবাহিক খাদ্য ও ত্রান সহায়তা বিতরনের অংশ হিসেবে, পাঞ্জশিরের রাজধানী বাযারাকেও গত ৮ মে পাঞ্জশির প্রদেশের রাজধানী বাযারাখে প্রায় ৩০০ অভাবগ্রস্থ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। ত্রাণের মূল সরবরাহকারি তুর্কি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। এআরসিএস ও টিআরসিএস- এর যৌথ উদ্যোগে ৩০০ পরিবারের মাঝে এই খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাস জুড়েও অব্যাহত ছিল ৫তালিবান কর্তৃপক্ষের ত্রান ও খাদ্য সহায়তা বিতরণ কর্মসূচী।

১ এপ্রিল কুন্দুজ প্রদেশে ১২৩০ পরিবারকে, ২ এপ্রিল তাখার প্রদেশে ৭০০ পরিবারকে, ৪ এপ্রিল গজনি প্রদেশের জাঘরি জেলায় ৫৮০০ পরিবারকে এবং বামিয়ানের ১১৩০ বস্তুচ্যুত পরিবারকে, ৫ এপ্রিল বাঘলান প্রদেশে ১,০০০ পরিবারকে, ৬ এপ্রিল গজনী প্রদেশে ৭৩০০ পরিবারকে, ৭ এপ্রিল নানগারহারের ১১২১ পরিবারকে, ১১ এপ্রিল খোস্ত প্রদেশের ৮০০ পরিবারকে, ১৪ এপ্রিল পাকতিয়া প্রদেশে ৪০০০ পরিবারকে এবং কাবুলে ২০০ পরিবারকে, ১৮ এপ্রিল লাঘমান প্রদেশের ৩০০ পরিবারকে এবং লোগার প্রদেশের ১৮৫০ পরিবারকে,, ১৯ এপ্রিল কুন্দুজের ৫০০ পরিবারকে, ২০ এপ্রিল কান্দাহারের ৩৫০ পরিবারকে এবং নানগারহার প্রদেশের ২০০ পরিবারকে খাদ্য অত্রান সহায়তা বিতরণ করা হয়।

খাদ্য ও ত্রান সহায়তা কার্যক্রম মূলত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এনজিও ও দাতব্য সংস্থার সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়।

এই খাদ্য ও ত্রান সহায়তা ছাড়াও এতিম ও অভাবগ্রস্থদের মাঝে নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রি বিতরণের কার্যক্রমও ছিল চোখে পড়ার মতো। কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলোতে ক্রিসকদের মাঝে সার, বিজ ও কীটনাশক সহ নানান কৃষি সামগ্রিও বিতরণ করা হয়েছে।

নানগারহার সহ কয়েকটি প্রদেশে এমনকি প্রয়োজনীয় পশুখাদ্যও বিতরণ করা হয়েছে।

নীচে খাদ্য, ত্রান ও কৃষি সহায়তা বিতরণ কার্যক্রমের কিছু দৃশ্য দেখুন -

https://alfirdaws.org/2022/05/10/57023/

০৯ই মে, ২০২২

বিহারের হিন্দুত্ববাদী বিধায়কের উগ্র বিদ্বেষী বক্তব্য : "মুসলিমদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত"

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন দল ও সংঘটনের নেতা কর্মীরা।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার বিহারের বিজেপি বিধায়ক হিন্দুত্ববাদী হরিভূষণ ঠাকুর বাচৌল "মুসলিমদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত" বলে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য করেছে। সে বলেছে, দশেরার উৎসবে হিন্দুরা যেমন রাবণের কুশপুত্তলিকা পোড়ায়, তেমনি মুসলমানদেরও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত।

এ উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরো বলেছে, "আমাদের একজন হনুমান জি দরকার, যাতে আমাদের যুবকরা শক্তিশালী হতে পারে, আমাদের দেশের মানুষ শক্তিশালী হতে পারে। যেমন রাবণের লঙ্কা হনুমান জি দ্বারা পোড়ানো হয়েছিল, তেমনি রাবণ-সদৃশ (মুসলিমদের) রাবণদের, যারা বিহার এবং দেশ জুড়ে ঘোরাফেরা করছে, তাদেরও পোড়ানো উচিত।"

সাংবাদিক বিহারে 'রাবণ'রা কোথায় জানতে চাইলে বাচাউল বলেছে, "তুমি গিয়ে দেখ কিষাণগঞ্জে কী হচ্ছে, পূর্ণিয়া, আরারিয়া, জোকিহাটে কী হচ্ছে..."

বিহারের কিষাণগঞ্জ, আরারিয়া, পূর্ণিয়া এবং কাটিহার জেলাগুলি সীমাঞ্চল অঞ্চলের অংশ ছিল এবং এই অঞ্চলে ৪৭% মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সে বিহারের মুসলমান ও মুসলিম জনবহুল অঞ্চলের কথাও বলেছে।

এমনিভাবে, মধুবনী জেলার বিজেপি বিধায়ক বিসফির মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণামূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য পরিচিত।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের সে বলেছে, যে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে আচরণ করা উচিত। "যেহেতু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় মুসলমানদের একটি পৃথক দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই তাদের পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত। আর ভারতে থাকলে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো জীবনযাপন করা উচিত। আমরা সরকারকে মুসলমানদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার আহ্বান জানাই।

কিছুদিন আগে হায়দরাবাদে বিজেপি বিধায়ক রাজা সিং রাম নবমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সমাবেশে উস্কানিমূলক ভাষণ দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী রাজা সিং বলেছে, “উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এখন দেশকে পরিষ্কার করতে বুলডোজার ব্যবহার করবেন এবং “খুব শীঘ্রই এটিকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।” বিশ্লেষকদের মতে সে বুলডোজার দ্বারা মুসলিম গণহত্যা চালানোকেই বুঝিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী বিধায়ক আরও বলেছে, ‘যে রাম নাম নেবে না, তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে’। ভারতে শীঘ্রই একটা মুসলিম গণহত্যা শুরু হতে যাচ্ছে এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন বিশ্বের গণহত্যা বিশেষজ্ঞগন। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

1.Bihar BJP MLA’s hate speech: “Muslims should be set ablaze…”- https://tinyurl.com/yeyu9hmp

2. Hindutva speech during Ram Navami rally https://tinyurl.com/mry6x3wd

3. video link:https://tinyurl.com/59fdjve7

আফগানিস্তান | ৯ মাসে ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে রেকর্ড, চমক আছে পর্যটন খাতেও

দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে নানান কৌশল প্রণয়নের পাশাপাশি, অর্থনীতির অনতম চালিকাশক্তি অবকাঠামো উন্নয়নেও সমান মনোযোগী ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। কেবল এক হেলমান্দ প্রদেশেই গত আগস্ট থেকে নিয়ে ৪ টি বড় সেতু এবং ১১৬ টি কালভার্ট মেরামত করা হয়েছে।

এছাড়াও, গত ৮ অক্টোবর হেলমান্দ প্রদেশের 'পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট'এর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তারা এরই মধ্যে আরও ৩ টি সেতু ও ১১৬ টি কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করেছেন। কর্মকর্তারা তাই আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে, হেলমান্দ সরা দেশে নবনির্মিত এবং নির্মিতব্য এসকল ব্রিজ-কালভার্ট জনভোগান্তি নিরসন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়া দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের তালিবান কর্তৃপক্ষ। এর প্রমাণও পাওয়া গেলো হাতে-নাতে, এই ঈদ-উল-ফিতরের সময়। ঈদ মৌসুম উপলক্ষে এক বামিয়ান প্রদেশেই প্রায় ১৩ হাজার দর্শনার্থী বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমন করেছেন। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বামিয়ান প্রদেশের কর্মকর্তাগণ।

এভাবেই সকল খাতকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে দেশ, জনগণ ও উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করে জচ্ছেন তালিবান উমারাগং এবং কর্মকর্তাবৃন্দ।

তথ্যসূত্র :

----

1. 3 brises amon tens of culvarts repaired in Helmand- https://tinyurl.com/2uhp2zb8
2. Over 13,000 tourists visited Bamyan on Eid-ul-Fitr - https://tinyurl.com/y2d9tvbu

---

ঐতিহাসিক বাবরির মতো এবার তাজমহলও গ্রাসের চেষ্টায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা

অযোধ্যার বাবরি মসজিদের মতো এবার আগ্রার তাজমহলও গ্রাস করার চেষ্টা করছে ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার। এই হেরিটেজ স্থাপত্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের দিয়ে তদন্ত করে দেখানোর আর্জি নিয়ে পিটিশন দায়ের করেছে হিন্দুত্ববাদী ওই দলটির এক উগ্র নেতা।

তাজমহলের ২০টি বন্ধ ঘরে কী রয়েছে জানতে এবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছে ওই পিটিশন। একাংশের দাবি, তাজমহলের বন্ধ ঘরগুলির ভিতর হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই দাবির সত্যতা খোঁজার আর্জি নিয়েই এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ ভারতীয় জনতা দলের অযোধ্যার মিডিয়া ইন-চার্জ ডঃ রজনীশ সিং। কেসটি আদালতের সামনে পেশ করেছে অ্যাডভোকেট রুদ্র বিক্রম সিং।

রজনীশ সিংয়ের উদ্ভট দাবি, "তাজমহলের ওই ২০ রুমে কী রয়েছে তা নিয়ে বহুদিন ধরেই চলে আসছে বিতর্ক। ওই ২০ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাদের স্থির বিশ্বাস ওই ঘরগুলিতে হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু ভাস্কর্য তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।" মামলা দায়ের প্রসঙ্গে সে বলেছে, "আমি হাইকোর্টে একটি পিটিশন ফাইল করে আর্জি জানিয়েছি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-কে দিয়ে ঘরগুলি খুলে দেখানো হোক। কিছু না থাকলে বিতর্কের ঝড় থামাতে ওই ঘরগুলির খুলতে তো কোনও বাধা নেই।"

রজনীশের দায়ের করা ওই পিটিশন অনুযায়ী এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। দাবি, আদালত রাজ্য সরকারকে এএসআই কর্মকর্তাদের দিয়ে তাজমহলের ওই ঘরগুলি খুলিয়ে তল্লাশি চালানোর নির্দেশ দিক। একইসঙ্গে ঘরগুলিতে কোনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভাস্কর্য কখনও রাখা হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হোক। সত্য যাচাইয়ে কোনও ক্ষতি নেই বলে দাবি বিজেপি নেতার।

তাজমহলকে ঘিরে এই বিবাদ কিছুটা পুরনো। ২০১৫ সালে আদালতে ৬ জন আইনজীবী মামলা দায়ের করে আরও উদ্ভট এক দাবি করেছিল। তারা তখন বলেছিল যে, তাজমহল নাকি ছিল একটি শিব মন্দির। ২০১৭ সালে বিজেপি নেতা বিনয় কাটিয়ার একই দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দ্বারস্থ হয় এবং তাকে স্বশরীরে তাজমহলে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আর্জি জানায়। আবার ২০১৯ সালে বিজেপি নেতা অনন্ত কুমার হেগড়ের দাবি ছিল আরও হাস্যকর। সে দাবি করেছিল, তাজমহল আসলে শাহজাহান তৈরিই করেননি! তিনি নাকি রাজা জয়সিনহার থেকে এটা কেড়ে এনেছিলেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে এই সব বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে একটি এফিডেফিট ফাইল করে বলে তাজমহল একটি স্মৃতিসৌধ, যা মোঘল সম্রাট শাহজাহান তার পত্নী বেগম মুমতাজের স্মৃতিতে তৈরি করিয়েছিলেন।

সম্প্রতি তাজমহলে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছিল অযোধ্যার ছাবনি এলাকার হিন্দুত্ববাদী পরমহংসাচার্য মহারাজকে। তার তিন শিষ্যকে নিয়ে সে তাজমহল দর্শনে পৌঁছলে ওই সাধুর পথ আটকায় নিরাপত্তারক্ষীরা। তার দাবি, তাজমহলের নাম নাকি ছিল, 'তেজো মহালয়।'

জগৎগুরু পরমহংসাচার্য মহারাজ সংযোজন করে, "এটি তাজমহল নয়। এটি আসলে ভগবান শিবের মন্দির। মোগলরা এটিকে তাজমহল বলা শুরু করেছিলেন। যা সম্পূর্ণ ভুল।"

উল্লেখ্য, ভারতজুড়ে মুসলিমদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ইসলামিক স্থাপনা। মুসলিম শাসনের ৬০০ বছরে মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশকে একটি সভ্য, সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আর এখন সেই ইতিহাসকে বিকৃত করতে, সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী ₹১৩,৪৫০ কোটিরও বেশি রুপি ব্যয়ে আইকনিক সেন্ট্রাল ভিস্তা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদক : মাহমুদ উল্লাহ্

তথ্যসূত্র

১। বাবরির মতো এবার তাজমহলও গ্রাসের চেষ্টায় হিন্দুত্ববাদীরা - https://tinyurl.com/3dk3y4tz
২। The Hindutva Project To Rewrite History And Destroy Historic Architecture – https://tinyurl.com/zukd4856
৩। প্রত্নতাত্ত্বিক দেয়ালেও ছিল মসজিদের বৈশিষ্ট্য – https://tinyurl.com/2p87ufxw

০৮ই মে, ২০২২

ইনফোগ্রাফি || এপ্রিলে পাক-তালিবানের হামলায় ১৯৬ নাপাক সেনা হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) সম্প্রতি একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করেছে। যেখানে গত এপ্রিল মাসে টিটিপি কর্তৃক দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর পরিচালিত হামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

ইনফোগ্রাফি অনুযায়ী, প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি এপ্রিল মাসে ইসলাম বিরুধী গাদ্দার পাকি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মোট **৫৪টি** হামলা চালিয়েছেন। যার মধ্যে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সর্বোচ্চ **১৪**টি, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে **১৩**টি, পেশোয়ারে **৫**টি, বাজোর এজেন্সিতে **৪**টি, চরসাদ্দা এবং খাইবারে এজেন্সিতে তিনটি করে মোট **৬**টি হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। একইভাবে কোহাট, ডেরা ইসমাইল খান, বান্নু এবং মাহমান্দ এজেন্সিতেও দু'টি করে মোট **৬**টি হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। অপরদিকে কারাক, মারদান, নওশেরা এবং কুররাম এজেন্সিতে একটি করে আরও **৩টি** হামলা চালানো হয়েছে।

এসব হামলার মধ্যে রয়েছে **১৩**টি বোমা বিস্ফোরণ, **১০**টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা এবং **৯**টি অ্যামবুশ হামলা। এছাড়াও নাইট লেজার বন্দুক দ্বারা **৬**টি এবং প্রতিশোধ মূলক **৮**টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী নিশ্চিত করেছেন যে, প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধাদের এসব বরকতময় হামলায় **১২২** সৈন্য, **৫৬** পুলিশ, **১৬** এফসি এবং **২** গোয়েন্দা কর্মকর্তা সহ **৫৪**টি হামলায় **১৯৬** গাদ্দার নিহত ও আহত হয়েছে।

ইনফোগ্রাফিতে আরও বলা হয়েছে, গত মাসে গাদ্দার বাহিনীর কাছ থেকে মুজাহিদগন **১,০৫২,০০০** নগদ অর্থ, **১৩**টি ক্লাশিনকোভ এবং **দু'টি** G3 রাইফেল গনিমত পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, পাক-তালিবান কর্তৃক ঘোষিত এই সংখ্যাটি এক মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলার রিপোর্ট। এর আগে সর্বোচ্চ সংখ্যাটি ছিল গত বছরের ডিসেম্বরে **৪৫**টি হামলা।

অপরদিকে এই বছরের প্রথম তিন মাসে, টিটিপির বীর মুজাহিদিন যথাক্রমে **৪২** টি, **২২**টি এবং **৪০**টি হামলা চালিয়েছেন।

হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক নিপীড়ন: নিরূপায় হয়ে ইচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে অধিকার বঞ্চিত মুসলিম জেলেরা

ভারতে মুসলিমদের উপর চলছে উগ্র হিন্দুদের একেরপর এক নিষেধাজ্ঞা। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে মুসলিমদের জনজীবন।
এবার নিরূপায় হয়ে গুজরাটের পোরবন্দরে স্থানীয় মুসলিম মাছ ধরা সম্প্রদায়ের একজন নেতা গুজরাট হাইকোর্টের কাছে নিজের এবং তার মত আরো ৬০০ সদস্যের জন্য ইচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চেয়েছেন। তারা বলছেন যে, তারা ব্যাপকভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছেন।

গোসাবারা মুসলিম ফিশারম্যানস সোসাইটির পক্ষে আল্লারাখা ইসমাইল থিম্মার দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে যে, " হিন্দুত্ববাদী সরকার একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের তথা মুসলিমদের সুবিধা দেয় না...লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও থিম্মার এবং তার মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।"

তিনি আরো অভিযোগ করেন, ২০১৬ সাল থেকে গোসাবারা বন্দরে নৌযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গুজরাটের বিজেপি সরকার "বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে" মুসলমানদের তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য পার্কিং লাইসেন্স প্রদান করে না।

তার আবেদনে মুসলিম জেলে নেতা বলেছেন যে, সরকার ধর্মের ভিত্তিতে তাদের পরিবারকে হয়রানি করছে। এবং দাবি করেন যে হিন্দু জেলেদের নিয়মিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় অথচ মুসলমানরা এখনও বঞ্চিত। “আবেদনকারী এবং তার সম্প্রদায় দেশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত এবং তারা কখনোই স্বর্ণ, মাদক চোরাচালান ইত্যাদি দেশ ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে জড়িত নয়। তবুও তারা বঞ্চিত, কারণ তারা মুসলিম।

উল্লেখ্য, আত্মহত্যা কিংবা স্বেচ্ছায় মৃত্যু কামনা করা ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু ভাবা যায়, কতটা অসহায় হলে মানুষ এমনটা করার ইচ্ছে করতে পারে। গোটা ভারতেই মুসলিমদের উপর চলছে উগ্র হিন্দুদের নিষেধাজ্ঞা। উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের খাবার, পোষাক, চলাফেরা, ব্যবসা সবকিছুর উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। এমন পরিস্থিতে তাই মুসলিমদেরকে নববি মানহাজ অনুসরণ করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে বলেছেন হক্কানী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. “Political persecution;” Gujarat’s Muslim fishermen move court seeking death - https://tinyurl.com/3wrwaufh

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই পর পর ২টি প্রতিরোধ বাহিনীর টিটিপি'তে যোগদান

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সাথে আরও ২টি গ্রুপ যুক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত ১ মে থেকে পাকিস্তানজুড়ে ১২ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন পাক-তালিবান। দলটি এই সময়ের মধ্যে কোন অভিযান না চালালেও তাদের কার্যক্রম থেমে নেই। বরং এই সময়টিকে তাঁরা পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সংগঠন সম্প্রসারণে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করছেন।

এরই বহিঃপ্রকাশ হলো গত ৬-৭ মে পর পর ২টি জিহাদি গ্রুপ কর্তৃক নতুন করে টিটিপিতে যুক্ত হওয়া। অফিসিয়ালি যার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন দলটির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।
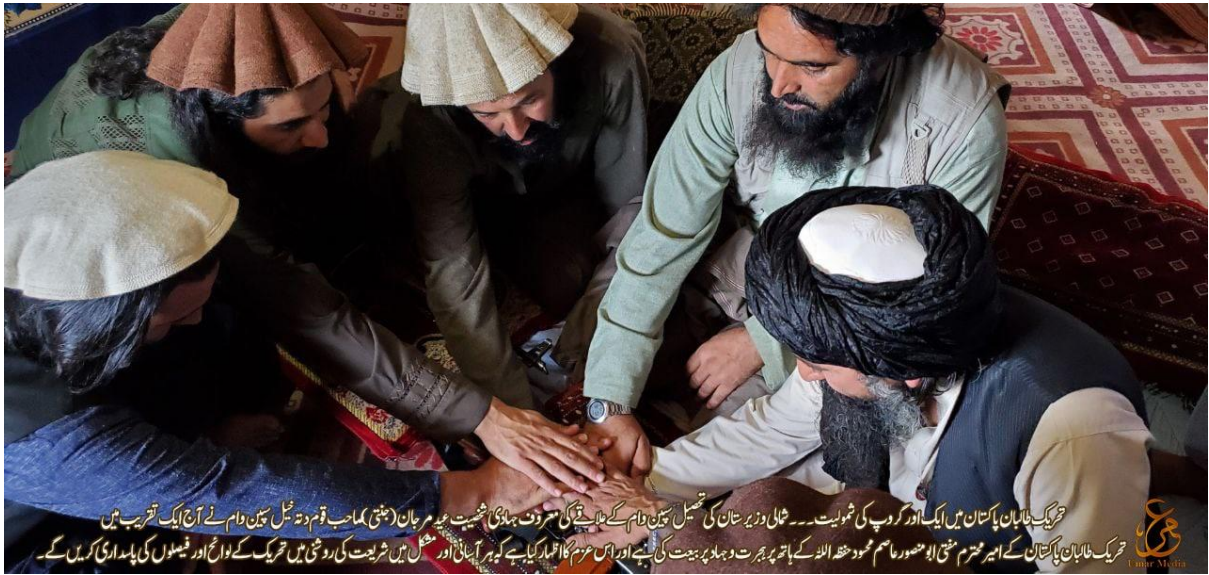
টিটিপি'তে যুক্ত হওয়া গ্রুপগুলো হলো-

১) উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিন ওয়াম এলাকার সুপরিচিত জিহাদি ব্যক্তিত্ব শাইখ ঈদ মারজান হাফিজাহুল্লাহ্ ও তাঁর পুরো জিহাদি গ্রুপ।

২) বিশিষ্ট জিহাদী ব্যক্তিত্ব নায়েব আব্দুর রহমান ওরফে হুজ্জাতুল্লাহ (রহ.)-এর দল। এই দলটির বর্তমান নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বাসিন্দা মুহতারাম আহমেদ দাওয়ার হাফিজাহুল্লাহ্।

উভয় জিহাদি গ্রুপের উমারাগণ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) আমির মুফতি আবু মনসুর আসিম (নূর ওয়ালি মেহসূদ) হাফিজাহুল্লাহর হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে আনুগত্যের বায়াত প্রদান করেন। এসময় তাঁরা হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। সেই সাথে প্রতিটি বিপদ-আপদে শরীয়তের আলোকে বরকতময় এই আন্দোলনের নিয়ম-কানুন মেনে চলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) দক্ষ ও মেধাবী উমারাদের সর্বোত্তম নীতির ফলস্বরূপ, পাকিস্তানের অন্যান্য জিহাদি দল ও সংগঠনগুলোর মাঝে টিটিপি,র জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার ফলে একের পর এক জিহাদি গ্রুপ তাদের নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে টিটিপি,র সাথে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। যা পাকিস্তানে জিহাদি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।

হিন্দুত্ববাদীদের প্রহসনের শিকার কাশ্মীরের ঐতিহাসিক জামিয়া গ্র্যান্ড মসজিদ : জুমা, শবে কদর ও ঈদের নামাজ বাতিল

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে অবস্থিত ঐতিহাসিক জামিয়া মসজিদ আবারও হিন্দুবাদীদের চক্ষুশূলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কারণ এ মসজিদ থেকেই তাওহিদবাদী মুসলিমদের মাঝে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের মোকাবেলা করার প্রত্যয় তৈরী হয়। মুসলিমদের জাগরণের ভয়ে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ ৩ মে মসজিদে ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের অনুমতি দেয়নি।

এর আগে ২৮ এপ্রিল হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ মসজিদে জুমাতুল-বিদা এবং শব-ই-কদরের নামাজের অনুমতি দেয়নি। এই ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্তটি কাশ্মীরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলিম দলগুলি ঘোষণা করে যে, এই পদক্ষেপটি ইচ্ছাকৃতভাবে কাশ্মীরের জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য নেওয়া হয়েছিল। কারণ এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

ঐতিহাসিক মসজিদে ঈদের বিশেষ নামাজ আদায় করতে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হলেও মসজিদে তালা দেওয়া দেখে মন ভেঙে ফিরে আসেন।

আঞ্জুমান আউকাফ জামিয়া মসজিদ শ্রীনগর, যা মসজিদের বিষয়গুলি পরিচালনা করে, তারা এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং দাবি করেছে যে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ মসজিদে নামাজের জন্য অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করেছে।

২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১৬ সালে বেসামরিক অস্থিরতার সময় এলাকাটি মারাত্মক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের সাক্ষী ছিল। ফলস্বরূপ, হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ তখন থেকেই জুমার নামাজের অনুমতি দেয়নি এবং মসজিদ বন্ধ করে দেয়। পরে, ২০১৭ সালে শব-ই-কদরের রাতে মুসল্লিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করায় জামিয়া মসজিদের কাছে পুলিশের একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট (ডিএসপি) মোহাম্মদ আইয়ুব পণ্ডিতকে মারধর করার পরে নিষেধাজ্ঞাগুলি আরো কঠোর করা হয়।

হিন্দুত্ববাদীরা ৩৭০ ধারা বাতিল করার পর থেকে মসজিদটি বেশিরভাগ সময়েই জামাতের নামাজের জন্য বন্ধ করে রাখে। ২০২১ সালে ঐতিহাসিক মসজিদে জুমার নামাজের উপর সর্বোচ্চ সংখ্যক নিষেধাজ্ঞার সাক্ষী রয়েছে। যেহেতু এটি কমপক্ষে ৪৭টি শুক্রবারের জন্য বন্ধ ছিল। হিন্দুত্ববাদী সরকার এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায্যতা দেয়। জামিয়ায় নামাজের অনুমতি না দেওয়াকে "আইন-শৃঙ্খলা" পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা হিসেবে তুলে ধরে।

একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছে যে কিছু লোক ভারত বিরোধী স্লোগান তুলে মসজিদের অভ্যন্তরে সরকার বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে চায়। "এটা মোটেও সহ্য করা হবে না।"

বিভাগীয় কমিশনার পোল পান্ডুরং কে. পোল এবং কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বিজয় কুমারের নেতৃত্বে মসজিদ ব্যবস্থাপনা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের একটি দলের মধ্যে বৈঠকের পর হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ এই বছরের ৪ঠা মার্চ শুক্রবারের নামাজের জন্য মসজিদটি আবার খুলে দিতে বাধ্য হয়।

পরপর দুটি রমাদান ধরে হিন্দুত্ববাদী ভারত জোরপূর্বক বন্ধ করে রাখে শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদ। দীর্ঘ এই সময়ের পর ৮ এপ্রিল জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য কোনরকম খুলে দেয়া হয় মসজিদটি।

জুমার নামাজের পরে একদল লোক গ্র্যান্ড মসজিদের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার স্বপক্ষে স্লোগান দেয়, তখন এ ঠুনকো অজুহাতে পুলিশ ১৩ জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে এবং মামলা দেয়। যার মধ্যে রয়েছে কঠোর পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট (PSA)-এর অধীনে একটি আইন যা একজন ব্যক্তিকে দুই বছর পর্যন্ত আটকে রাখা যায়।

মসজিদটি ঘন ঘন বন্ধের সমালোচনা করে সচেতন মহল ক্ষুব্ধ। তারা অভিযোগ করেছে যে, মসজিদের ঘন ঘন বন্ধ হওয়া ইঙ্গিত দেয় - হিন্দুত্ববাদী সরকার তাদের ধর্মের স্বাধীন অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে - বিশেষ করে যখন অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় স্থানগুলি এই ধরনের কোনও বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয় না। শুধু মুসলিমদের পবিত্র স্থানেই এমনটা হচ্ছে।

রমজান মাসে হিন্দুত্ববাদীদের সহিংস ঘটনা বৃদ্ধি পায়

রমজানে সাধারণত মুসলিমরা আযাদীর স্লোগানে রাস্তায় নামে। তাই সহিংস ঘটনা বেড়ে যায়। "২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত, রমজান মাসে শুক্রবারে ভারত-বিরোধী সমাবেশের ঘটনা ঘটেছে, যা জামিয়া মসজিদ থেকেই বের হয়েছিল।

"২০১৮ এবং ২০১৯ সালের ঈদ উল ফিতরের প্রাক্কালে, যখন নওহাট্টার জামিয়া মসজিদে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল - উভয় নামাজের পরেই "আযাদী আযাদী" বলে কাশ্মীরের স্বাধীনতার স্লোগান দিতে থাকেন কাশ্মিরী যুবকরা। আর এই স্লোগান দেওয়ার ঠুনকো অজুহাতে পুলিশ স্লোগানদাতা কাশ্মীরি যুবকদের উপর হামলা চালায়। যার ফলে প্রায় ৫০ জনেরও অধিক বেসামরিক মুসলিম আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জামিয়া মসজিদ কাশ্মীরি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণাস্বরূপ। ২০১০ থেকে শুরু হওয়া সাধারণ কাশ্মীরিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু এই জামিয়া মসজিদ। প্রত্যেক জুমুআর সালাতের পরই মসজিদের আশেপাশে মুসল্লীদের সাথে হিন্দু সেনাদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

তথ্যসূত্র:

-----

1. Explained: Why is Kashmir's historic grand mosque frequently shut down by

authorities? - https://tinyurl.com/vkpube5k

2. sloganeering inside srinagar jamia masjid: 13 held, says police – https://tinyurl.com/2p923ddw

---

০৭ই মে, ২০২২

শরয়ী বিধান বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে আমরা মাথা নত করবো না: পর্দা বিষয়ে তালিবান

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন দেশটিতে হেডস্কার্ফ/বোরখা বাধ্যতামূলক করে একটি নতুন ডিক্রি জারি করেছে। দেশটির সনামধন্য আলেমে-দ্বীন ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে আফগান সরকার।

বৈঠকের পরে প্রকাশিত সিদ্ধান্তের পাঠ্য লিপিটিতে মৌলভি মুহাম্মদ খালিদ হানাফি, মৌলভি আবদুল হাকিম, মৌলভি নূর মুহাম্মদ সাকিফ, মৌলভি শিহাবুদ্দিন দিলওয়ার, মৌলভি ফরিদুদ্দিন মাহমুদ, মৌলভি নুরুল্লাহ মুনির এবং মৌলভি নূরুল হাকিমের স্বাক্ষর রয়েছে। যারা সবাই দেশটির প্রশিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য উলামা।

"এটাই আমাদের ধর্ম"

বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াতুল ইরশাদ এবং পাপ পুণ্য বিষয়ক মন্ত্রী শাইখ মুহাম্মদ খালিদ আল-হানাফি হাফিজাহুল্লাহ্।

মন্ত্রী হানাফি সাহেব আফগান নারীদের সম্পর্কে বলেন, "আমরা চাই আমাদের বোনেরা নিজেদের সতীত্ব, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে বাঁচুক।" আর ইসলাম অন্য যে কোনও ধর্মের চেয়ে নারীদের বেশি অধিকার দিয়েছে।

বৈঠকে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। এসময় তিনি পবিত্র কোরানের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "আপনারা জাহেলিয়াতের যুগের মতো বিচরণ করবেন না, নিজেদেরকে প্রকাশ করবেন না।" তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইমারাতে ইসলামিয়া কর্তৃক ঘোষিত নারীদের পর্দা সম্পর্কিত নীতিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া শরয়ী আদেশ।

একইভাবে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট অব ডিস্টিনশনের পরিচালক শাইখ মোহাম্মদ শরীফ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, "হিজাব পালনের নির্দেশ ইমারাতে ইসলামিয়ার দেওয়া কোন মনগড়া আদেশ নয়! বরং এটি তো মহান রবের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি ফরজ বিধান। যা আমাদের সবাইকে অবশ্যই মানতে হবে"।

এদিকে বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সকল আফগান প্রশাসক জোর দিয়েছেন যে, "তাঁরা ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক চাপের কাছে মাথা নত করবেন না।"

নতুন এই সিদ্ধান্তে কি কি অন্তর্ভুক্ত?

আফগান প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত সিদ্ধান্তের পরিধির মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়ে কিছু নীতিমালা রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে নারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ক্লান্তিকর এবং পদ্ধতিগত অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও, আফগানিস্তানের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ এখনও গভীরভাবে ইসলামী নীতির প্রতি

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যারা পর্দার এই নীতি বহুকাল ধরেই মেনে চলেন। তারপরেও আমরা উল্লেখ করছি, মহিলাদের জন্য পর্দা ইসলামী শরিয়াহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নীতিগুলোর মধ্যে একটি। তাই ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক হিজাব/বোরকা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত এবং প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম মহিলার জন্য বাধ্যতামূলক।"

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, হিজাব এমনভাবে হওয়া উচিত, যা শরীরের গোপনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে এবং শরীরের রেখা/ভাজ প্রকাশ না করে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে যারা ছোট বা অতি বৃদ্ধ, তারা ব্যতীত সকল নারীর জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক।

মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় মহিলাদের চোখ বাদ দিয়ে তাদের সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যারা ইসলামী অর্থে তাদের সাথে দেখা করার জন্য উপযুক্ত নয়।

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে, "হিজাব হল মুসলিম এবং সতী মহিলাদের এক বিশেষাধিকার।" যা মহিলাদের সুরক্ষা দেবে এবং তাদের উদ্ভট অধঃপতনের অধ্যয়ন থেকেও দূরে রাখবে।

আফগান প্রশাসন জোর দিয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে জনসাধারণের সাথে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হবে। সেই সাথে এই বিষয়টি মিডিয়াতে ঘন ঘন কভার করা হবে।

এই বিধান অমান্য করার সম্ভাব্য শাস্তি

বিবৃতিতে, পর্দার বাধ্যবাধকতা না মেনে চলার ক্ষেত্রে যেসব শাস্তি প্রয়োগ করা হবে সেগুলিরও বিশদ বিবরণ ছিল। তদনুসারে, যদি কোনও মহিলা পর্দা/হিজাবের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে প্রথমে তাকে এবং তার পরিবারের পুরুষদের সতর্ক করা হবে। দ্বিতীয় লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, মহিলার পরিবারের একজন পুরুষকে ইমারাতের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছে ডাকা হবে এবং আবারও একটি সতর্কবার্তা দেওয়া হবে। তৃতীয়বার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, মহিলার পরিবারের অবিভাবক পুরুষকে ৩ দিনের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হবে। আর ক্রমাগত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, এই শাস্তি বৃদ্ধি করা হবে।

অপরদিকে, সরকারী সেক্টরে কর্মরত নারীরা পর্দা নিয়ম না মানলে তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন না। নারীরা হিজাবের নিয়ম লঙ্ঘন করলে ঐ পরিবারের পুরুষদেরও চাকরিচ্যুত করা হবে।

বুরকিনা ফাঁসো | সামরিক বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলায় নিহত ১১ শত্রুসেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে এক ডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে, বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলে একইদিনে ২টি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'।

প্রথম আক্রমণটি গত ৫ মে সকালে দেশটির উত্তরের সোলে শহরে চালানো হয়। আর দ্বিতীয় আক্রমণটি অল্প সময়ের ব্যবধানে কাছাকাছি অবস্থিত ওয়ানোবো এলাকায় চালানো হয়। হামলাগুলো সেনাবাহিনীর ২টি টহলরত দলকে টার্গেট করে চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এসব হামলায় প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং পরে সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালানো হয়।

বুরকিনা ফাঁসো সেনাবাহিনীর দাবি অনুযায়ী, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধাদের বরকতময় এই হামলায় সেনাবাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত হয়েছে। তবে স্থানীয়রা জানান, হামলার পর নিহত সেনাদের উদ্ধারের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক আহত সৈন্যকেও ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই অঞ্চলে হামলা বেড়িয়েছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকার শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। তাঁরা পশ্চিমা ও ইউরোপীয় দেশগুলির আধিপত্য থেকে পশ্চিম আফ্রিকাকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন বৃহত্তর ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবার আল-কায়েদার হামলার শিকার ইথিওপিয়ান সামরিক বহর : হতাহত ১৩ ক্রুসেডার

দক্ষিণ সোমালিয়ায় দখলদার ইথিওপিয়ান একটি সামরিক কনভয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে **৫** ক্রুসেডার সেনা নিহত এবং আরও **৮** সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ মে ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়নের অংশীদার রাষ্ট্র ইথিওপিয়ার একটি নতুন সেনাবহর সীমান্ত পেড়িয়ে সোমালিয়ার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করে। এসময় দখলদার এই বাহিনীটিকে সোমালিয়ায় প্রবেশ থেকে ঠেকাতে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

সূত্র জানায়, সোমালিয়ার জিযু রাজ্য হয়ে প্রবেশকালে ইথিওপিয়ান সেনাবাহিনী আল-কায়েদার তীব্র হামলার মুখে পড়ে।

ইথিউপিয় সামরিক বহরটি রাজ্যটির লুক এবং ডুলভ বসতির কাছাকাছি এসে পৌঁছালে কনভয়টি লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদগণ প্রথমে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান এবং পরে ভারী অস্ত্র দিয়ে সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালাতে থাকেন।

তীব্র এই লড়াইয়ের এক পর্যায়ে দখলদার সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু ততক্ষণে তারা অনেক দেরি করে ফেলেছে। ফলে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের ভারী হামলায় ইথিওপিয়ান বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত এবং আরও ৮ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, আশ-শাবাব যোদ্ধারা সম্প্রতি পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু সরকার এবং বিদেশী দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ব্যাপক মাত্রায় বাড়িয়েছেন। আর আশ-শাবাবের এসব অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে

পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকারকে উৎখাত করা এবং পশ্চিমা আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ইসলামী শরিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

ফের ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ : গণহত্যা চালাতেও পিছপা না হওয়ার প্রতিজ্ঞা

সেকুলার কিছু নেতারা ভারতকে কথিত বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ দাবি করে মুসলিমদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে বোকা বানিয়ে গেছে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রক হিন্দুত্ববাদীরা এই সুযোগে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার জোর প্রস্তুতি চালিয়ে গেছে। হিন্দুত্ববাদী অনেক নেতা ভারতকে শুধু হিন্দুদের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করে। মুসলিমদের ভারত ছাড়া করার এবং মুসলিম-মুক্ত অখণ্ড ভারত নির্মাণের ঘোষণা ও প্রকাশ্য এজেন্ডা নিয়ে এগোচ্ছে এই হিন্দুত্ববাদীরা।

এবার ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ নিয়েছে হরিয়ানার আম্বালার বিজেপির হিন্দুত্ববাদী বিধায়ক অসীম গোয়েল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বহু মানুষের উপস্থিতিতে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণ চলছে। মঞ্চে উপস্থিত ছিল সুদর্শন টিভির তথাকথিত সাংবাদিক ও কট্টর ইসলামবিদ্বেষী সুরেশ চাভানকে।

ভাইরাল ভিডিওতে বিজেপি বিধায়ক এবং অন্যদের বলতে শোনা যাচ্ছে, 'ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য যে কোনও রকম ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত'। প্রয়োজনে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালাতেও পিছপা হবে না বলেও শপথ নেয় তারা।

পরে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি বিধায়ক অসীম গোয়েল বলেছে, 'এই শপথটি প্রায় ৪০০ বছর আগে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ নিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র'। তাঁর কথায়, 'দেশের নাগরিক সে যে কোনও ধর্মেরই হোক না কেন, সে আসলে হিন্দু'। যদিও তার কাল্পনিক কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

বিধায়ক অসীম গোয়েল আরও বলেছে- ইসলাম ধর্মের মানুষও একজন হিন্দু। হিন্দুত্ববাদী বিধায়কের কথায়, এ দেশে যে থাকতে চায় তাকে হিন্দু রাষ্ট্র অনুযায়ী ভারতীয় হিসেবে থাকতে হবে।

কিছুদিন আগে ভারতের নয়াদিল্লিতে কথিত সাংবাদিক ও কট্টর ইসলামবিদ্বেষী সুরেশ চাভানকে দেখা গেল- সে হিন্দু যুব বাহিনীর সদস্যদের (সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের দল) ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার শপথ করাচ্ছে, যেখানে অন্যকোন ধর্ম কিংবা মতবাদের মানুষের জায়গা হবে না।

তাদের শপথের ভাষা ছিল এমন –

"আমরা সবাই শপথ নিচ্ছি, কথা দিচ্ছি ও সংকল্প করছি যে,- আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য, বানিয়ে রাখার জন্য এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করবো। আমরা মরব, প্রয়োজন পড়লে মারব। যেকোনো ত্যাগ শিকার করার জন্য যে কোন মূল্য চুকাতে আমরা সামান্য এতটুকুও

পিছপা হব না। আমাদের এই সঙ্কল্প পূর্ণ করার জন্য আমাদের গুরুদেব, আমাদের গুরু দেবতা, আমাদের গ্রাম দেবতা, আমাদের ভারত মাতা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে শক্তি দিক, শক্তি দিক, জয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক।

ভারত মাতার জয়...

এ কথা গুলোর সাথেই এই হিন্দুত্ববাদী বিধায়ক অসীম গোয়েল সুর মিলিয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সংঘচালক মোহন ভাগবত অখণ্ড ভারত তৈরীর ঘোষণা দিয়েছে। আগেও হিন্দুত্ববাদীরা অখণ্ড ভারত বানানোর মত দিয়েছে। উগ্রবাদী মোহন ভাগবত বলেছে, 'আর মাত্র ১৫ বছর। তার পরই তৈরি হবে অখণ্ড ভারত। আর যারা এর মাঝে আসবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এভাবেই প্রকাশ্যে মুসলিম নির্মূলের ঘোষণা দিয়ে উগ্র হিন্দু নেতারা মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুসলিমরা যদি এখনো সচেতন না হোন, কিংবা নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু না করেন, তাহলে হয়তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে রক্তাক্ত এক নিকট ভবিষ্যৎ।

তথ্যসূত্র

1. Suresh Chavhanke Administers Oath to Make India 'Hindu Rashtra', BJP MLA Present- https://tinyurl.com/4kz8b269
2. CM Yogi Adityanath's group took pledge to convert India into a Hindu Rashtra.- https://tinyurl.com/23sk522e
3. ১৫ বছরের মধ্যেই অখণ্ড ভারত, বাধা দিলে কঠিন পরিণতি! – https://tinyurl.com/yjahsrtb

---

০৬ই মে, ২০২২

সিরিয়া | মুজাহিদদের আর্টিলারি হামলায় ধর্মদ্রোহী ১১ নুসাইরি শিয়া হতাহত

সিরিয়ার দক্ষিণ ইদলিবে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়াদের অবস্থানে সফল আর্টিলারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে অনন্ত ১১ নুসাইরি শিয়া সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৩০ এপ্রিল শুক্রবার দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ আগে ইদলিব সিটির দক্ষিণাঞ্চলিয় আল-মালাজাহ এলাকায় একাধারে কয়েকটি ভারি কামান ও রকেট হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেগুলো উক্ত অঞ্চলে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়াদের একটি ঘাঁটিতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানে বলে জানা যায়। যার ফলশ্রুতিতে কুখ্যাত নুসাইরি সরকারি বাহিনীর অনন্ত ১১ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। একই সাথে মুজাহিদদের আর্টিলারি হামলার আঘাতে ঘাঁটিটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সিরিয়া ভিত্তিক আল-কায়েদা মানহাযের প্রতিরোধ বাহিনী 'আনসারুত তাওহীদ' এই হামলাগুলো চালিয়েছে বলে জানা যায়। এবিষয়ে প্রতিরোধ বাহিনীটি এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে, তাদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের বীর মুজাহিদরা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

কাশ্মীর | প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বোমা হামলায় ভারতীয় ৭ দখলদার সেনা আহত

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে দখলদার সেনাবাহিনীর উপর বোমা হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়া সহ ৭ দখলদার সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ মে মঙ্গলবার কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তিপুর অঞ্চলে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যা দখলদার ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি সামরিক যান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। এতে সাঁজোয়া যানটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর পরপরই কাশ্মীরের সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাদের টার্গেট করে গুলি চালানো শুরু করেন। ফলে সেখানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের ঘটনা ঘটে, যা দেড় ঘন্টা ধরে চলমান ছিলো।

এসময় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় দখলদার বাহিনীর ৭ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩ দখলদার সেনার অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে। অপরদিকে প্রতিরোধ যোদ্ধারা অভিযান শেষে নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে দখলদারত্ব বজায় রেখেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এরপর থেকে এই অঞ্চলে চলে মুসলিমদের উপর সব ধরনের আগ্রাসন। চলতে থাকে রাজনৈতিক ও সামরিক উত্তেজনা। আর এখন, জুলুমের নাগপাশ ছিঁড়ে কাশ্মীরের বীর প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধ শুরুর দিকে যাচ্ছেন, যার অনিবার্য পরিণতি হবে কাশ্মীরের স্বাধীনতা এবং শরীয়ার ছায়াতলে আশ্রয়লাভ - এমনটাই মত বিশ্লেষকদের।

বুরুন্ডিয়ান সেনাঘাঁটিতে যুগান্তকারী হামলার মাধ্যমে আল-কায়েদা মুজাহিদিনের ঈদ উদযাপন : নিহত ১৭৩, আহত ও বন্দী অসংখ্য

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় বহু বছর ধরে দখলদারিত্ব বজায় রাখেছে ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট। আর এই দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতেই দেশটিতে অবস্থানরত বিদেশি সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ মে মঙ্গলবার, যখন মুসলিম বিশ্বের অনেকগুলো দেশ পবিত্র ঈদুল ফিতরের উৎসব পালনে ব্যাস্ত, তখন মুসলিম উম্মাহর ঈদের এই আনন্দঘন মুহুর্তেকে আরও আনন্দময় করতে ঐদিন সকালে সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শাবেলি রাজ্যে যুগান্তকারী একটি সামরিক অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। বরকতময় এই হামলাটি সোমালিয়ার আইল বারাফ শহরে দখলদার আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশনের (এটিএমআইএস) বুরুন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে শহিদী হামলার মাধ্যমে শুরু করেছেন মুজাহিদগণ।

সামরিক ঘাঁটিতে জানাবায ইস্তেশহাদী মুজাহিদ কর্তৃক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটার পর, আশ-শাবাবের আরও অনেক মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেন এবং দখলদার বুরুন্ডিয়ান সেনা ইউনিটের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন।

কয়েক ঘন্টার তুমুল লড়াইয়ের পর ঘাঁটিটি আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, কয়েক ঘন্টার তীব্র এই লড়াইয়ে অন্তত ১৭৩ এর বেশি বুরুন্ডিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। একই সাথে আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হওয়া ছাড়াও বহু সংখ্যক সৈন্যকে আটক করেছেন মুজাহিদগণ।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আফ্রিকান জোট বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে ধরতে এলাকাটিতে চিরুনি অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। এসময় আশ-শাবাব যোদ্ধারা বাইদাউয়ে শহরেও বুরুন্ডিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ভারী বোমাবর্ষণ করেছেন। ঘাঁটিটি লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালানোর কারণ ছিল- যখন আইল বারাফ শহরে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের আক্রমণে দিকভ্রান্ত দখলদার বুরুন্ডিয়ান সেনারা, তখন পালিয়ে আসা বুরুন্ডিয়ান সৈন্যদের উক্ত ঘাঁটি থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, আশ-শাবাব সম্প্রতি মোগাদিশু সরকার এবং দখলদার বিদেশী সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ বাড়িয়েছেন। আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এসব অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকারকে উৎখাত করা এবং পশ্চিমা আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ইসলামী শরিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

০৩রা মে, ২০২২

যুদ্ধবিরতির আগে পাক-তালিবানের সর্বশেষ হামলা: হতাহত ৮ এর বেশি

শুক্রবার এক বিবৃতিতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে পাক-তালিবান নেতা মুফতি নূর ওয়ালি মেহসুদ। এই ঘোষণার পূর্বে পাক-তালিবানের ২টি পৃথক হামলায় অন্তত ২ সেনা নিহত এবং সামরিক বাহিনীর আরও ৬ সদস্য আহত হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত ৩০ এপ্রিল শুক্রবার সকালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর আলি সীমান্তে প্রথম হামলাটি চালান টিটিপির মুজাহিদগণ। যেখানে গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক চেকপোস্ট লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে সামরিক বাহিনীর ২ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ৩ সদস্য আহত হয়েছে।

এদিন টিটিপির শের সিফাত মুজাহিদিন চারসাদ্দা জেলার নাস্তা থানায় একটি বোমা হামলা চালান। এতে থানার গেট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভিতরের কিছু অংশও ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৩ গাদ্দার পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়।

ফটো রিপোর্ট | সোমালিয়ার ইসলামি রাজ্য সমূহে কেটেছে উৎসবমুখর ঈদের রাত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া। বর্তমানে এর সিংহভাগ ভূমির উপরই নিয়ন্ত্রণ করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যারা তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক অনুশাসন মেনেই পরিচালিত করে থাকেন। আর ইসলামি রাজ্যগুলো পরিচালনার জন্য রয়েছে অনেকগুলো বিভাগ। রয়েছে চাঁদ দেখা কমিটিও।

গত ১লা এপ্রিল হারাকাতুশ শাবাবের চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী, গতকাল ২ এপ্রিল রবিবার দেশটিতে পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর। আর এই ঈদুল ফিতর উদযাপনে রাতের শুরুভাগ থেকেই রাস্তায় নেমে আসেন জনগণ। বাদ যায় নি ছোট শিশুরাও। তাদের ঈদ আমেজটা যেনো সবার চাইতে একটু বেশিই।

উৎসবমুখর ইসলামি রাজ্য সমূহের রাতের দৃশ্য...

https://alfirdaws.org/2022/05/03/56971/

০২রা মে, ২০২২

বেনিন | সামরিক বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা: ৫ সেনা সদস্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে একটি সোনার খনিতে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র অনুযায়ী, গত ১১ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ সোমবার বিকালে বেনিনের একটি সোনার খনির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনা সদস্যদের টার্গেট করে চালানো হয়েছে। যাতে ৫ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। একই সাথে আরও বেশ কিছু সেনা সদস্য আহতও হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা কয়েকটি মোটরসাইকেল এবং একটি গাড়িতে চড়ে এসে এই হামলাটি চালিয়েছেন। এসব সোনার খনিতে হামলার কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, খনি থেকে উত্তলিত স্বর্ণের প্রায় সবটাই নিয়ে যায় ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলো। নামে মাত্র কিছু সোনা দেশটিতে তাদের বসিয়ে রাখা গাদ্দার সরকারকে দেওয়া হয়। সাধারণ জনগণকে তাঁদের প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

আর তাই দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা এসব মূল্যবান সম্পদ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নিয়মিত এসব খনিতে হামলা চালিয়ে থাকেন।

০১লা মে, ২০২২

সোমালিয়া | সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা: ১৫ সেনা সদস্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির রাজধানী মোগাদিশুর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখতেও হিমশিম খাচ্ছে পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি বাহিনী। আর এই মোগাদিশু কেন্দ্রীক সরকারি বাহিনীর উপর একের পর এক সফল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য।

এরই সূত্র ধরে গ তো ৩০ এপ্রিলও রাজধানী মোগাদিশুতে গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে বোমা হামলা চালিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য মতে, মুজাহিদদের অসাধারণ এই আক্রমণের ফলে, মোগাদিশু কেন্দ্রীক সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক যান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। সেই সাথে ১২ সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ সৈন্য আহত হয়।

সূত্রটি আরও জানায় যে, হামলাটি কনভয়ে থাকা এক কর্নেলকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। নাম উল্লেখ না করে আশ-শাবাব জানায় যে, উক্ত কর্নেল ও বাকি সৈন্যরা কোনরূপ নিজেদের জীবন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, আশ-শাবাব সম্প্রতি মোগাদিশু কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাদের রক্ষক বিদেশী সেনাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ বাড়িয়েছে। সেই সাথে মোগাদিশু সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক সংকট আশ-শাবাবকে তার কার্যকারিতা

জোরদার করতে আরও শক্তি যোগাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে অচিরেই আল্লাহর ইচ্ছায় খোরাসানের পর দ্বিতীয় একটি ইমারত প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সোমালিয়ায়।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ১২ দিনের 'যুদ্ধবিরতি' ঘোষণা পাক-তালিবানের

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) সম্প্রতি নতুন একটি বিবৃতি জারি করেছে। যেখানে তাঁরা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিরোধ বাহিনীটির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানির দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, টিটিপির আমীর মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ (হা.) দেশবাসী ও সামরিক বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে একটি বিবৃতি জারি করেছেন।

বিবৃতিতে সমস্ত পাকিস্তানি মুসলমানদের, বিশেষ করে পশতুন অঞ্চল এবং বেলুচিস্তানে বসবাসকারী জনগণকে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

"আমরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করছি"

এরপর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা ২৯শে রমজান (১মে) থেকে ১০ই শাওয়াল (১২ মে) পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করছি।

টিটিপির আমীর উল্লেখ করেছেন যে, আমরা এই সময়ের মধ্যে আক্রমণ চালাবো না। তবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যদি আক্রমণ শুরু করে তবে তা কঠোর হস্তে পতিহত করা হবে।

মুফতি সাহেব বিবৃতিতে জোর দিয়ে আরও বলেন, এই যুদ্ধবিরতি প্রক্রিয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার ইঙ্গিত নয়, বরং আমরা "আমাদের লক্ষ্য অর্জন হওয়ার আগ পর্যন্ত পবিত্র এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবো"।

"আমাদের যুদ্ধ চলবে"

মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল ইসলাম ধর্ম, কিন্তু আজ পাকিস্তান সেই মহান উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাই মুফতি মেহসুদ পাকিস্তানি বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান।

এরপর মুফতি সাহেব পাকিস্তান রাষ্ট্রকে "মুসলিম জনগণ, বিশেষ করে পশতুন উপজাতি এবং বেলুচিস্তানের জনগণের উপর নিপীড়ন বন্ধ করার" আহ্বান জানিয়েছেন। এসময় তিনি বলেছেন যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে এই অঞ্চলগুলি থেকে প্রত্যাহার করা উচিত। পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে ইসলাম অনুশীলন করার আহ্বান জানিয়ে নূর ওয়ালী বলেছেন যে, এটি না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো।

বার্তার শেষে, মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজাহুল্লাহ্ বিজয় আফগান মুসলিমদেরকে "ইসলামি শাসনের অধীনে তাদের প্রথম ঈদ উদযাপনের অভিনন্দন জানান। তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে, আমরা নিজেরাও একই রকম পরিস্থিতি অনুভব করতে চাই।

এদিকে টিটিপি তাদের অন্য এক বিবৃতিতে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী, আজ রবিবার পাকিস্তানি মুসলিমদেরকে ঈদ উদযাপনের নির্দেশ দিয়ে ইসলামি খিলাফতের চিত্র তুলে ধরেছে।